কাব্যগ্রন্থ

সপ্তম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান—

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস—এলাহাবাদ

ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্

২২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Printed and published by Apurvakrishna Bose,
at the Indian Press,—Allahabad.

কাব্যগ্রন্থ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সপ্তম খণ্ড

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ

১৯১৬

সূচী

নৈবেদ্য—

স্মরণ—

উৎসর্গ—

নৈবেদ্য

এই কাব্যগ্রন্থ

পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের

শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ

করিলাম।

আষাঢ়, ১৩০৮।

নৈবেদ্য

১

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে,
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে
কর্ম্ম-পারাবার-পারে হে,
নিখিল জগত-জনের মাঝারে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার এ ভবে মোর কাজ যবে
সমাপন হবে হে
ওগো রাজরাজ একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

২

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।

সব দুখশোক সার্থক হোক্
লভিয়া তোমারি আলো।

কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার
মরুক্ ধন্য হ'য়ে,
তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া
প্রিয়জনে বাসি ভালো।
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো

পরশ মণির প্রদীপ তোমার
অচপল তা'র জ্যোতি,
সোনা করে' নিক্ পলকে আমার
সব কলঙ্ক কালো।
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।

আমি যত দীপ জ্বালি, শুধু তা'র
জ্বালা আর শুধু কালী,
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে
তোমারি কিরণ ঢালো।
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।

৩

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে
ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব আমি,
ওগো অন্তরযামী।

জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে,
তোমার চরণে নমিয়া পুলকে,
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম্ম
তোমারে সঁপিব স্বামী,
ওগো অন্তরযামী।

দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে
ক্ষণে ক্ষণে ভাবি মনে
কর্ম্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলায়
বসিব তোমার সনে।

সন্ধ্যাবেলায় ভাবি বসে' ঘরে,
তোমার নিশীথ-বিরাম-সাগরে
শ্রান্তপ্রাণের ভাবনা বেদনা
নীরবে যাইবে নামি,
ওগো অন্তরযামী।

৪

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো।

তব নন্দন-গন্ধমোদিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি ল'য়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো।

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো

সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গলমন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত ছন্দে !

তব নির্ম্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো।
তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।

৫

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এস মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

যদি কোনোদিন এ বীণার তারে
তব প্রিয়নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া করে’ তুমি ক্ষণেক দাঁড়ায়ো
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

তব আহ্বানে যদি কভু মোর
নাহি ভেঙে যায় সুপ্তির ঘোর
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমায়,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

যদি কোনোদিন তোমার আসনে
আর কাহাকেও বসাই যতনে,
চিরদিবসের হে রাজা আমার
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

৬

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো হে নাথ প্রণমি তোমায়
গাহি বসে' তব গান।

অন্তরযামী ক্ষম সে আমার
শূন্যমনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন
ভক্তিবিহীন তান,

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ।

ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে,
আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা
যেন নেমে আসে মনে

সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান,
সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ।

———

৭

জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবসরাত
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে
স্মরিব জীবননাথ।

যে দিন তোমার জগৎ নিরখি
হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি',
সে দিন আমার নয়নে হয়েছে
তোমারি নয়নপাত।

সব আনন্দ মাঝারে তোমারে
স্মরিব জীবননাথ।

বার বার তুমি আপনার হাতে
স্বাদে গন্ধে ও গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ
অন্তর মাঝখানে।

পিতা মাতা ভ্রাতা প্রিয় পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি
তুমি আছ মোর সাথ।
সব আনন্দ মাঝারে তোমারে
স্মরিব জীবননাথ।

৮

কাব্যের কথা বাঁধা পড়ে যথা
ছন্দের বাঁধনে,
পরাণে তোমায় ধরিয়া রাখিব
সেই মত সাধনে।

কাঁপায়ে আমার হৃদয়ের সীমা
বাজিবে তোমার অসীম মহিমা,
চিরবিচিত্র আনন্দরূপে
ধরা দিবে জীবনে,

কাব্যের কথা বাঁধা পড়ে যথা
ছন্দের বাঁধনে।

আমার তুচ্ছ দিনের কর্ম্মে
তুমি দিবে গরিমা,
আমার তনুর অণুতে অণুতে
র'বে তব প্রতিমা।

সকল প্রেমের স্নেহের মাঝারে
আসন সঁপিব হৃদয়-রাজারে,
অসীম তোমার ভুবনে রহিয়া
র'বে মম ভবনে,
কাব্যের কথা বাঁধা রহে যথা
ছন্দের বাঁধনে।

— —

৯

না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।
অর্থের শেষ পাই না, তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী।

নিশ্বাসে মোর নিমেষের পাতে,
চেতনা বেদনা ভাবনা আঘাতে,
কে দেয় সর্ব্বশরীরে ও মনে
তব সংবাদ আনি :
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।

তব রাজত্ব-লোক হ'তে লোকে,
সে বারতা আমি পেয়েছি পলকে
হৃদিমাঝে যবে হেরেছি তোমার
বিশ্বের রাজধানী।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।

আপনার চিতে নিবিড় নিভৃতে
যেথায় তোমারে পেয়েছি জানিতে
সেথায় সকলি স্থির নির্ব্বাক্
ভাষা পরাস্ত মানি।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।

১০

যারা কাছে আছে তা'রা কাছে থাক্,
তা'রা ত পাবে না জানিতে
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয়খানিতে।

যারা কথা বলে তাহারা বলুক্,
আমি কাহারেও করি না বিমুখ,
তা'রা নাহি জানে ভরা আছে প্রাণ
তব অকথিত বাণীতে।

নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার
নীরব হৃদয়খানিতে।

তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু
পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমাপানে র'বে টানিতে।
সকলের প্রেমে র'বে তব প্রেম
আমার হৃদয়খানিতে।

সবার সহিতে তোমার বাঁধন
হেরি যেন সদা এ মোর সাধন,
সবার সঙ্গে পারে যেন মনে
তব আরাধনা আনিতে।
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগিবে হৃদয়খানিতে

১১

আঁধারে আবৃত ঘন সংশয়
বিশ্ব করিছে গ্রাস,
তারি মাঝখানে সংশয়াতীত
প্রত্যয় করে বাস।

বাক্যের ঝড়, তর্কের ধূলি,
অন্ধবুদ্ধি ফিরিছে আকুলি,
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে
নাহি তা'র কোনো ত্রাস।

সংসার-পথে শত সঙ্কট
ঘুরিছে ঘূর্ণবায়ে
তারি মাঝখানে অচলা শান্তি
অমর তরুচ্ছায়ে।

নিন্দা ও ক্ষতি মৃত্যু বিরহ
কত বিষবাণ উড়ে অহরহ
স্থির যোগাসনে চির আনন্দ
তাহার নাহিক নাশ

———

১২

অমল কমল সহজে জলের কোলে
আনন্দে রহে ফুটিয়া ;
ফিরিতে না হয় আলয় কোথায় বলে'
ধূলায় ধূলায় লুটিয়া।

তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত
তোমার মাঝারে র'ব নিমগ্নচিত,
পূজা-শতদল আপনি সে বিকশিত
সব সংশয় টুটিয়া।

কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু,
শুধাব না কোনো পথিকে
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু
যখন ফিরিব যেদিকে।

চলিব যখন তোমার আকাশ গেহে
তব আনন্দপ্রবাহ লাগিবে দেহে,
তোমার পবন সখার মত স্নেহে
বক্ষে আসিবে ছুটিয়া।

১৩

সকল গর্ব্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না।
সবারে ডাকিয়া কহিব, যে দিন
পাব তব পদ-রেণুকণা।

তব আহ্বান আসিবে যখন
সে কথা কেমনে করিব গোপন ?
সকল বাক্যে সকল কর্ম্মে
প্রকাশিবে তব আরাধনা।

সকল গর্ব্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না !

যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে
সেদিন সকলি যাবে দূরে।
শুধু তব মান দেহে মনে মোর
বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।

পথের পথিক সেও দেখে যাবে
তোমার বারতা মোর মুখভাবে,
ভবসংসার-বাতায়ন তলে
বসে' র'ব যবে আনমনা।

সকল গর্ব্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না।

১৪

তোমার অসীমে প্রাণ মন ল'য়ে
যত দূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ
তোমা হ'তে যবে স্বতন্ত্র হ'য়ে
আপনার পানে চাই

হে পূর্ণ তব চরণের কাছে
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি
নিশিদিন কাঁদি তাই।

অন্তর-গ্লানি, সংসার-ভার
পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
তোমার স্বরূপ জীবনের মাঝে
রাখিবারে যদি পাই।

১৫

আঁধার আসিতে রজনীর দীপ
জ্বেলেছিনু যতগুলি—
নিবাও, রে মন, আজি সে নিবাও
সকল দুয়ার খুলি'।

আজি মোর ঘরে জানি না কখন
প্রভাত করেছে রবির কিরণ,
মাটীর প্রদীপে নাই প্রয়োজন,
ধূলায় হোক্ সে ধূলি।

নিবাও, রে মন, রজনীর দীপ
সকল দুয়ার খুলি।

রাখ রাখ আজ তুলিয়ো না স্থর
ছিন্ন বীণার তারে।
নীরবে, রে মন, দাঁড়াও আসিয়া
আপন বাহির দ্বারে।

শুন আজি প্রাতে সকল আকাশ
সকল আলোক সকল বাতাস
তোমার হইয়া গাহে সঙ্গীত
বিরাট্ কণ্ঠ তুলি'।
নিবাও নিবাও রজনীর দীপ
সকল দুয়ার খুলি'।

১৬

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন তুই জোড় কর করি
কর তাহা দরশন।

মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি,
বহিয়া যেতেছে অমৃত-লহরী,
ভূতলে মাথাটি রাখিয়া, লহ রে
শুভাশিষ বরিষণ।

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।

ওই যে আলোক পড়েছে তাঁহার
উদার ললাট দেশে
সেথা হ'তে তারি একটি রশ্মি
পড়ুক মাথায় এসে।

চারিদিকে তাঁর শান্তিসাগর
স্থির হ'য়ে আছে ভরি চরাচর,
ক্ষণকাল তরে দাঁড়াওরে তীরে
শান্ত কররে মন।
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।

১৭

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা' ল'য়ে
প্রাণ করে হায় হায়।

নদীতট সম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা ধায়।

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।

যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।

তোমাতে রয়েছে কত শশিভানু,
কভু না হারায় অণু পরমাণু,
আমার ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
        র'বে না কি তব পায় ?
            অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
                যাহা যায় তাহা যায়।

১৮

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
তব আহ্বান করি সে বহন
পার হ'য়ে এল পারে

আজি এ রজনী তিমির-আঁধার,
ভয়-ভারাতুর হৃদয় আমার,
তবু দীপহাতে খুলি দিয়া দ্বার
নমিয়া লইব তা'রে।

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে।

পূজিব তাহারে জোড়কর করি
ব্যাকুল নয়নজলে ;
পূজিব তাহারে, পরাণের ধন
সঁপিয়া চরণতলে।

7—২

আদেশ পালন করিয়া তোমারি
যাবে সে আমার প্রভাত আঁধারি',
শূন্যভবনে বসি তব পায়ে
অর্পিব আপনারে।
পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে।

১৯

প্রতিদিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর,
তুমি মোরে দাও কথা
তুমি মোরে দাও সুর।

তুমি যদি থাক মনে
বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ
তব প্রেমে পরিপূর—

প্রতিদিন তব গাথা
গা'ব আমি সুমধুর

তুমি যদি শোন গান
আমরা সমুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান
তোমার উদার আঁখি,

তুমি যদি দুখপরে
রাখ হাত স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হ'তে
দম্ভ করহ দূর—

প্রতিদিন তব গাথা
গা'ব আমি সুমধুর

———

২০

তোমার পতাকা যারে দাও, তা'রে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মোর মাথার মাণিক
সাথে যদি যাও ভকতি।

যত দিতে চাও কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে,—
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জাল-জঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুসি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমা পানে মোরে,
ধূলায় রাখিয়ো, পবিত্র করে'
তোমার চরণ-ধূলিতে।
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে,
তোমারে দিয়ো না ভুলিতে।

যে পথে ঘুরিতে দিয়াছ ঘুরিব,
যাই যেন তব চরণে !
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে
সকল-শ্রান্তি-হরণে !
দুর্গম-পথ এ ভব-গহন,
কত ত্যাগ শোক বিরহ-দহন,
জীবনে মরণ করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে !
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায়
নিখিল-শরণ-চরণে !

২১

ঘাটে বসে' আছি আন-মনা,
যেতেছে বহিয়া সুসময়।
এ বাতাসে তরী ভাসাব না
তোমা পানে যদি নাহি বয়।

দিন যায় ওগো দিন যায়,
দিনমণি যায় অস্তে।
নাহি হেরি বাট, দূরতীরে মাঠ
ধূসর গোধূলি-ধূলিময়।

ঘরের ঠিকানা হ'ল না গো
মন করে তবু যাই যাই।
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগো
সে দিকের পথ চিনি নাই

এতদিন তরী বাহিলাম,
বাহিলাম তরী যে পথে
শতবার তরী ডুবু ডুবু করি'
সে পথে ভরসা নাহি পাই

তীর সাথে হের শত ডোরে
বাঁধা আছে মোর তরীখান
রসি খুলে দেবে কবে মোরে
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।

কোথা বুকজোড়া খোলা হাওয়া,
সাগরের খোলা হাওয়া কই
কোথা মহাগান ভরি দিবে কান,
কোথা সাগরের মহা গান।

২২

মধ্যাহ্নে নগর মাঝে পথ হ'তে পথে
কর্ম্মবন্যা ধায় যবে উচ্ছলিত স্রোতে
শত শাখা প্রশাখায় ;—নগরের নাড়ী
উঠে স্ফীত তপ্ত হ'য়ে, নাচে সে আছাড়ি
পাষাণ-ভিত্তির পরে ; চৌদিক আকুলি
ধায় পান্থ, ছুটে রথ, উড়ে শুষ্ক ধূলি—

তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহা জনারণ্যমাঝে অনন্ত নির্জ্জন
তোমার আসনখানি,—কোলাহল মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিরাজে।
সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে, সব চিন্তা সব চেষ্টা পরে
যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা।

২৩

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে।

জনশূন্য ক্ষেত্রমাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি। ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত
মুদ্রিত নয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত
নিদ্রায় অলস ক্লান্ত।

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে, ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্য্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে'
অণু পরমাণুদের নৃত্যকলরোল,—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।

———

২৪

মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্ম্মহীন
আজ নষ্ট হ'ল বেলা, নষ্ট হ'ল দিন।

নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে সকল ক্ষণ,
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব। অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি' কোন্ অবসরে
বীজেরে অঙ্কুররূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুটবর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে,
ফুলেরে করেছ ফল রসে সুমধুর,
বীজে পরিণত গর্ভ। আমি নিদ্রাতুর
আলস্য-শয্যার পরে শ্রান্তিতে মরিয়া
ভেবেছিনু সব কর্ম্ম রহিল পড়িয়া।

প্রভাতে জাগিয়া উঠি মেলিনু নয়ন,
দেখিনু ভরিয়া আছে আমার কানন।

২৫

আবার আমার হাতে বীণা দাও তুলি,
আবার আস্থক্ ফিরে হারা গানগুলি।

সহসা কঠিন শীতে মানসের জলে
পদ্মবন মরে' যায়, হংস দলে দলে
সারি বেঁধে উড়ে যায় সুদূর দক্ষিণে
জনহীন কাশফুল্ল নদীর পুলিনে ;
আবার বসন্তে তা'রা ফিরে আসে যথা
বহি ল'য়ে আনন্দের কলমুখরতা,—

তেমনি আমার যত উড়ে-যাওয়া গান
আবার আস্থক্ ফিরে মৌন এ পরাণ
ভরি উতরোলে ; তা'রা শুনাক্ এবার
সমুদ্রতীরের তান, অজ্ঞাত রাজার
অগম্য রাজ্যের যত অপরূপ কথা,
সীমাশূন্য নির্জ্জনের অপূর্ব্ব বারতা।

২৬

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে ;—সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে,—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্।

সেই যুগযুগান্তের বিরাট্ স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্ত্তন।

২৭

দেহে আর মনে প্রাণে হ'য়ে একাকার
এ কি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার ?
এ কি জ্যোতি ? এ কি ব্যোম দীপ্ত দীপ-জ্বালা.
দিবা আর রজনীর চিরনাট্যশালা ?
এ কি শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্ব্বতে কঠিন, তরুপল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার ? এ কি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ ?
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।
তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহ মনে প্রাণে আমি এ কি অপরূপ ?

২৮

তুমি তবে এস নাথ, বস শুভক্ষণে
দেহে মনে গাঁথা এই মহা সিংহাসনে।

মোর দু'নয়নে ব্যাপ্ত এই নীলাম্বরে
কোনো শূন্য রাখিয়ো না আর কারো তরে,
আমার সাগরে শৈলে কান্তারে কাননে,
আমার হৃদয়ে দেহে, সজনে নির্জ্জনে।

জ্যোৎস্নাসুপ্ত নিশীথের নিস্তব্ধপ্রহরে
আনন্দে বিষাদে গাঁথা ছায়ালোক পরে
বস তুমি মাঝখানে ; শান্তিরস দাও
আমার অশ্রুর জলে, শ্রীহস্ত বুলাও
সকল স্মৃতির পরে, প্রেয়সীর প্রেমে
মধুর মঙ্গলরূপে তুমি এস নেমে।

সকল সংসারবন্ধে বন্ধনবিহীন
তোমার মহান্ মুক্তি থাক্ রাত্রিদিন।

২৯

ক্রমে ম্লান হ'য়ে আসে নয়নের জ্যোতি
নয়ন-তারায় ; বিপুলা এ বসুমতী
ধীরে মিলাইয়া আসে ছায়ার মতন
ল'য়ে তা'র সিন্ধু শৈল কান্তার কানন ;
বিচিত্র এ বিশ্বগান ক্ষীণ হ'য়ে বাজে
ইন্দ্রিয়বীণার সূক্ষ্ম শততন্ত্রীমাঝে ;
বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্রখানি
ধীরে ধীরে মৃদু হস্তে লও তুমি টানি'
সর্ব্বাঙ্গ হৃদয় হ'তে ; দীপ্ত দীপাবলী
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে ছিল যা উজ্জ্বলি'
দাও নিবাইয়া ; তা'র পরে অর্দ্ধরাতে
যে নির্ম্মল মৃত্যুশয্যা পাত নিজহাতে

সে বিশ্বভুবনহীন নিঃশব্দ আসনে
একা তুমি বস' আসি পরম নির্জ্জনে।

৩০

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তা'র মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

৩১

তোমার ভুবনমাঝে ফিরি মুগ্ধসম
হে বিশ্বমোহন নাথ। চক্ষে লাগে মম
প্রশান্ত আনন্দঘন অনন্ত আকাশ ;
শরৎমধ্যাহ্নে পূর্ণ সুবর্ণ উচ্ছ্বাস
আমার শিরার মাঝে করিয়া প্রবেশ
মিশায় রক্তের সাথে আতপ্ত আবেশ।

ভুলায় আমারে সবে। বিচিত্র ভাষায়
তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায় ;
তব নরনারী সবে দিগ্বিদিকে মোরে
টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ডোরে,
বাসনার টানে। সেই মোর মুগ্ধ মন
বীণাসম তব অঙ্কে করিনু অর্পণ,—
তা'র শত মোহতন্ত্রে করিয়া আঘাত
বিচিত্র সঙ্গীত তব জাগাও, হে নাথ।

৩২

নির্জ্জন শয়ন মাঝে কালি রাত্রিবেলা
ভাবিতেছিলাম আমি বসিয়া একেলা
গতজীবনের কত কথা ; হেন ক্ষণে
শুনিলাম, তুমি কহিতেছ মোর মনে,—

"ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা,
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা,
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখ শোক,
যত ভালো মন্দ, যত গীতগন্ধ ল'য়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি।

দ্বার রুধি' জপিতিস্ যদি মোর নাম
কোন পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম ?"

৩৩

তখন করিনি নাথ কোনো আয়োজন ;
বিশ্বের সবার সাথে, হে বিশ্ব-রাজন্,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে
কত শুভদিনে ; কত মুহূর্ত্তের পরে
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ। লই তুলি'
তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি,—
দেখি তা'রা স্মৃতিমাঝে আছিল ছড়ায়ে
কত না ধূলির সাথে, আছিল জড়ায়ে
ক্ষণিকের কত তুচ্ছ সুখদুঃখ ঘিরে।

হে নাথ, অবজ্ঞা করি যাও নাই ফিরে
আমার সে ধূলাস্তূপ খেলাঘর দেখে'।
খেলামাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি—আজ শুনি তাই বাজে
জগৎ-সঙ্গীত সাথে চন্দ্রসূর্য্যমাঝে।

৩৪

কারে দূর নাহি কর। যত করি দান
তোমারে হৃদয় মম তত হয় স্থান
সবারে লইতে প্রাণে। বিদ্বেষ যেখানে
দ্বার হ'তে কারেও তাড়ায় অপমানে
তুমি সেই সাথে যাও ; যেথা অহঙ্কার
ঘৃণাভরে ক্ষুদ্রজনে রুদ্ধ করে দ্বার
সেথা হ'তে ফির তুমি ; ঈর্ষ্যা চিত্তকোণে
বসি বসি ছিদ্র করে তোমারি আসনে
তপ্তশূলে। তুমি থাক, যেথায় সবাই
সহজে খুঁজিয়া পায় নিজ নিজ ঠাঁই।

ক্ষুদ্র রাজা আসে যবে, ভৃত্য উচ্চরবে
হাঁকি কহে—"সরে' যাও, দূরে যাও সবে।"
মহারাজ, তুমি যবে এস, সেই সাথে
নিখিল জগৎ আসে তোমারি পশ্চাতে।

৩৫

কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে
অর্দ্ধরাত্রি কেটে গেল বন্ধুজন সনে ;
আনন্দের নিদ্রাহারা শ্রান্তি বহে' লয়ে'
ফিরি আসিলাম যবে নিভৃত আলয়ে
দাঁড়াইনু আঁধার অঙ্গনে। শীতবায়
বুলাল স্নেহের হস্ত তপ্ত ক্লান্ত গা'য়
মুহূর্ত্তে চঞ্চল রক্তে শান্তি আনি দিয়া।

মুহূর্ত্তেই মৌন হ'ল স্তব্ধ হ'ল হিয়া
নির্ব্বাণপ্রদীপ রিক্ত নাট্যশালা সম।
চাহিয়া দেখিনু ঊর্দ্ধপানে ; চিত্ত মম
মুহূর্ত্তেই পার হ'য়ে অসীম রজনী
দাঁড়াল নক্ষত্রলোকে।

হেরিনু তখনি—
খেলিতেছিলাম মোরা অকুন্ঠিত মনে
তব স্তব্ধপ্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

৩৬

কোথা হ'তে আসিয়াছি নাহি পড়ে মনে
অগণ্য যাত্রীর সাথে তীর্থ দরশনে
এই বসুন্ধরাতলে ; লাগিয়াছে তরী
নীলাকাশ-সমুদ্রের ঘাটের উপরি।

শুনা যায় চারিদিকে দিবসরজনী
বাজিতেছে বিরাট্ সংসার-শঙ্খধ্বনি
লক্ষ লক্ষ জীবনফুৎকারে। এত বেলা
যাত্রী নরনারী সাথে করিয়াছি মেলা
পুরীপ্রান্তে পান্থশালাপরে। স্নানে পানে
অপরাহ্ণ হ'য়ে এল গল্পে হাসি গানে ;

এখন মন্দিরে তব এসেছি, হে নাথ,
নির্জ্জনে চরণতলে করি প্রণিপাত
এ জন্মের পূজা সমাপিব। তা'র পর
নবতীর্থে যেতে হবে, হে বসুধেশ্বর !

৩৭

মহারাজ, ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে
তোমার নির্জ্জনধামে। সেথা ডেকে লবে
সমস্ত আলোক হ'তে তোমার আলোতে
আমারে একাকী,—সর্ব্ব সুখদুঃখ হ'তে,
সর্ব্ব সঙ্গ হ'তে, সমস্ত এ বসুধার
কর্ম্মবন্ধ হ'তে। দেব, মন্দিরে তোমার
পশিয়াছি পৃথিবীর সর্ব্বযাত্রীসনে,
দ্বার মুক্ত ছিল যবে আরতির ক্ষণে।

দীপাবলি নিবাইয়া চলে' যাবে যবে
নানাপথে নানাঘরে পূজকেরা সবে,
দ্বার রুদ্ধ হ'য়ে যাবে;—শান্ত অন্ধকার
আমারে মিলায়ে দিবে চরণে তোমার।

একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া
তোমারে হেরিব একা ভুবন ভুলিয়া।

৩৮

প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাজি'
তোমার প্রাঙ্গণতলে,—ভরি ল'য়ে সাজি
চলেছিল নরনারী তেয়াগিয়া ঘর
নবীন শিশিরসিক্ত গুঞ্জনমুখর
স্নিগ্ধবনপথ দিয়ে। আমি অন্যমনে
সঘনপল্লবপুঞ্জ ছায়াকুঞ্জবনে
ছিনু শুয়ে তৃণাস্তীর্ণ তরঙ্গিণী-তীরে
বিহঙ্গের কলগীতে সুমন্দ সমীরে।

আমি যাই নাই দেব তোমার পূজায়,
চেয়ে দেখি নাই পথে কারা চলে' যায়।
আজ ভাবি ভালো হয়েছিল মোর ভুল,
তখন কুসুমগুলি আছিল মুকুল,—

হের তা'রা সারাদিনে ফুটিতেছে আজি
অপরাহ্নে ভরিলাম এ পূজার সাজি।

৩৯

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।

গণনা কেহ না করে, রাত্রি আর দিন
আসে যায়, ফুটে ঝরে যুগযুগান্তরা।
বিলম্ব নাহিক তব, নাহি তব ত্বরা,
প্রতীক্ষা করিতে জান। শতবর্ষ ধরে'
একটি পুষ্পের কলি ফুটাবার তরে
চলে তব ধীর আয়োজন। কাল নাই
আমাদের হাতে; কাড়াকাড়ি করে তাই
সবে মিলি; দেরি কারো নাহি সহে কভু

আগে তাই সকলের সব সেবা প্রভু
শেষ করে' দিতে দিতে কেটে যায় কাল,
শূন্য পড়ে' থাকে হায় তব পূজা-থাল।

অসময়ে ছুটে আসি, মনে বাসি ভয়,—
এসে দেখি, যায় নাই তোমার সময়।

৪০

তোমার ইঙ্গিতখানি দেখিনি যখন
ধূলিমুষ্টি ছিল তা'রে করিয়া গোপন।

যখনি দেখেছি আজ, তখনি পুলকে
নিরখি ভুবনময় আঁধারে আলোকে
জ্বলে সে ইঙ্গিত ; শাখে শাখে ফুলে ফুলে
ফুটে সে ইঙ্গিত ; সমুদ্রের কূলে কূলে
ধরিত্রীর তটে তটে চিহ্ন আঁকি' ধায়
ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
দ্রুত সে ইঙ্গিত ; শুভ্রশীর্ষ হিমাদ্রির
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঊর্দ্ধমুখে জাগি' রহে স্থির
স্তব্ধ সে ইঙ্গিত।

তখন তোমার পানে
বিমুখ হইয়া ছিনু কি ল'য়ে কে জানে ?

বিপরীত মুখে তা'রে পড়েছিনু, তাই
বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই।

৪১

তব পূজা না আনিলে দণ্ড দিবে তা'রে
যমদূত ল'য়ে যাবে নরকের দ্বারে
ভক্তিহীনে এই বলি যে দেখায় ভয়
তোমার নিন্দুক সে যে, ভক্ত কভু নয়।

হে বিশ্বভুবনরাজ, এ বিশ্বভুবনে
আপনারে সব চেয়ে রেখেছ গোপনে
আপন মহিমা মাঝে। তোমার সৃষ্টির
ক্ষুদ্র বালুকণাটুকু, ক্ষণিক শিশির
তা'রাও তোমার চেয়ে প্রত্যক্ষ আকারে
দিকে দিকে ঘোষণা করিছে আপনারে।

যা কিছু তোমারি তাই আপনার বলি'
চিরদিন এ সংসার চলিয়াছে ছলি',—
তবু সে চোরের চৌর্য্য পড়ে না ত ধরা।

আপনারে জানাইতে নাই তব ত্বরা।

৪২

সেই ত প্রেমের গর্ব্ব ভক্তির গৌরব।
সে তব অগমরুদ্ধ অনন্ত নীরব
নিস্তব্ধ নির্জ্জন মাঝে যায় অভিসারে
পূজার সুবর্ণ থালি ভরি' উপহারে।

তুমি চাও নাই পূজা সে চাহে পূজিতে ;
একটি প্রদীপ হাতে রহে সে খুঁজিতে
অন্তরের অন্তরালে। দেখে সে চাহিয়া
একাকী বসিয়া আছ ভরি' তা'র হিয়া।

চমকি' নিবায়ে দীপ দেখে সে তখন
তোমারে ধরিতে নারে অনন্ত গগন।
চিরজীবনের পূজা চরণের তলে
সমর্পণ করি' দেয় নয়নের জলে।

বিনা আদেশের পূজা,—হে গোপনচারী,
বিনা আহ্বানের খোঁজ, সেই গর্ব্ব তারি।

৪৩

কত না তুষারপুঞ্জ আছে সুপ্ত হ'য়ে
অভ্রভেদী হিমাদ্রির সুদূর আলয়ে
পাষাণ-প্রাচীর মাঝে।—হে সিন্ধু মহান্,
তুমি ত তাদের কারে কর না আহ্বান
আপন অতল হ'তে। আপনার মাঝে
আছে তা'রা অবরুদ্ধ, কানে নাহি বাজে
বিশ্বের সঙ্গীত।

প্রভাতের রৌদ্র-করে
যে তুষার ব'য়ে যায়, নদী হ'য়ে ঝরে,
বন্ধ টুটি' ছুটি' চলে,—হে সিন্ধু মহান্
সেও ত শোনেনি কভু তোমার আহ্বান
সে সুদূর গঙ্গোত্রীর শিখর-চূড়ায়
তোমার গম্ভীর গান কে শুনিতে পায়?

আপন স্রোতের বেগে কি গভীর টানে
তোমারে সে খুঁজে পায় সেই তাহা জানে

৪৪

মর্ত্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু
মর্ত্ত্যের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তা'র সর্ব্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।

নদী ধায় নিত্যকাজে, সর্ব্ব কর্ম্ম সারি'
অন্তহীন ধারা তা'র চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়,—
তোমারি পূজায় তা'র শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি' তব পূজা নহে।

কবি আপনার গানে যত কথা কহে,
নানা জনে লহে তা'র নানা অর্থ টানি'
তোমা পানে ধায় তা'র শেষ অর্থখানি

৪৫

যে ভক্তি তোমারে ল'য়ে ধৈর্য্য নাহি মানে,
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন-ভক্তি-মদধারা
নাহি চাহি নাথ।

দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার-ভবন-দ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর,—সর্ব্ব কর্ম্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্ব্বপ্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন।

সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত র'বে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।

৪৬

মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্য-ক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস,—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান ; বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে ;—প্রকৃতির বুকে
লালন-ললিত চিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে ; প্রভাত-শর্ব্বরী-সন্ধ্যা-বধূ
নানা পাত্রে আনি' দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা।

আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হ'য়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে,—
কোনো দুঃখ নাহি। পল্লী হ'তে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে—দাও চিত্তে বল।
দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্ম্মল।

৪৭

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডলকণ্ঠী অলঙ্কাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক্ আজি কঠিন আদেশে।

কর মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

———

৪৮

এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর করে' দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্ব্বলের এ পাষাণ-ভার,
এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্য-মর্য্যাদাগর্ব্ব চিরপরিহার—

এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর কর। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে

৪৯

অন্ধকার গর্ত্তে থাকে অন্ধ সরীসৃপ ;—
আপনার ললাটের রতন-প্রদীপ
নাহি জানে, নাহি জানে সূর্য্যালোকলেশ।
তেমনি আঁধারে আছে এই অন্ধদেশ
হে দণ্ডবিধাতা রাজা,—যে দীপ্তরতন
পরায়ে দিয়েছ ভালে তাহার যতন
নাহি জানে, নাহি জানে তোমার আলোক

নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক,
জনমের গ্লানি। তব আদর্শ মহান্
আপনার পরিমাপে করি' খান্ খান্
রেখেছে ধূলিতে। প্রভু হেরিতে তোমায়
তুলিতে হয় না মাথা ঊর্দ্ধপানে হায়।

যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
খণ্ড খণ্ড করি' তা'রে তরিবে সাগর ?

———

৫০

তোমারে শতধা করি' ক্ষুদ্র করি দিয়া
মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত সুপ্ত হিয়া
সমস্ত ধরণী আজি অবহেলা ভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।

মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি' যারা সারাবেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজাখেলা
মুগ্ধভাবভোগে,—সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুত্তল।
তোমারে আপন সাথে করিয়া সমান
যে খর্ব্ববামনগণ করে অবমান
কে তাদের দিবে মান? নিজ মন্ত্রস্বরে
তোমারেই প্রাণ দিতে যারা স্পর্দ্ধা করে
কে তাদের দিবে প্রাণ? তোমারেও যারা
ভাগ করে, কে তাদের দিবে ঐক্যধারা?

৫১

হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হ'তে গেলে
যে ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়, সেথা বাহু মেলে
লহ ডাকি সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে,—অগ্রসর কর প্রতিদিন
যে মহান্ পথে তব বরপুত্রগণ
গিয়াছেন।পদে পদে করিয়া অর্জ্জন
মরণঅধিক দুঃখ।

ওগো অন্তর্যামী,
অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্ব্বাণ আমি
দুঃখে তা'র লব আর দিব পরিচয়।
তা'রে যেন ম্লান নাহি করে কোনো ভয়,
তা'রে যেন কোনো লোভে না করে চঞ্চল।
সে যেন জ্ঞানের পথে রহে সমুজ্জ্বল,
জীবনের কর্ম্মে যেন করে জ্যোতি দান,
মৃত্যুর বিশ্রাম যেন করে মহীয়ান্।

৫২

দুর্গম পথের প্রান্তে পান্থশালা পরে
যাহারা পড়িয়া ছিল ভাবাবেশ ভরে,
রসপানে হতজ্ঞান ; যাহারা নিয়ত
রাখে নাই আপনারে উদ্যত জাগ্রত,—
মুগ্ধ মূঢ় জানে নাই বিশ্বযাত্রিদলে
কখন চলিয়া গেছে সুদূর অচলে
বাজায়ে বিজয়শঙ্খ। শুধু দীর্ঘ বেলা
তোমারে খেলনা করি' করিয়াছে খেলা ;

কর্ম্মেরে করেছে পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে,
আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করেছে সঙ্কীর্ণ, রুধি' দ্বার-বাতায়ন—
তা'রা আজ কাঁদিতেছে। আসিয়াছে নিশা,
কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় রে দিশা।

৫৩

তুমি সর্ব্বাশ্রয়, এ কি শুধু শূন্যকথা ?

ভয় শুধু তোমাপরে বিশ্বাসহীনতা
হে রাজন্। লোকভয় ? কেন লোকভয়
লোকপাল ? চিরদিবসের পরিচয়
কোন্ লোক সাথে ?

রাজভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র ? তুমি যার বিরাজ অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়,—স্বাধীন সে বন্দীশালে। মৃত্যুভয়
কি লাগিয়া, হে অমৃত ? দুদিনের প্রাণ
লুপ্ত হ'লে তখনি কি ফুরাইবে দান
এত প্রাণদৈন্য প্রভু ভাণ্ডারেতে তব ?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া র'ব ?

কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার ?
তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার।

৫৪

আমারে সৃজন করি' যে মহাসম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ
তা'র অপমান যেন সহ্য নাহি করি।
যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস-শর্ব্বরী
তার ঊর্দ্ধশিখা হেন সর্ব্ব উচ্চে রাখি,
অনাদর হ'তে তা'রে প্রাণ দিয়া ঢাকি।
মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর !

সেথায় যে পদক্ষেপ করে
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে,
হোক্ না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে
তা'রে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে'
সর্ব্বশক্তি ল'য়ে মোর। যাক্ আর সব,
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব।

৫৫

তুমি মোরে অর্পিয়াছ যত অধিকার,
ক্ষুণ্ণ না করিয়া কভু কণামাত্র তা'র
সম্পূর্ণ সঁপিয়া দিব তোমার চরণে
অকুণ্ঠিত রাখি' তা'রে বিপদে মরণে
জীবন সার্থক হবে তবে।

চিরদিন

জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত, শৃঙ্খলবিহীন ;—
ভক্তি যেন ভয়ে নাহি হয় পদানত
পৃথিবীর কারো কাছে ;—শুভ চেষ্টা যত
কোনো বাধা নাহি মানে কোনো শক্তি হ'তে ;
আত্মা যেন দিবারাত্রি অবারিত স্রোতে
সকল উদ্যম ল'য়ে ধায় তোমা পানে
সর্ব্ব বন্ধ টুটি'। সদা লেখা থাকে প্রাণে
"তুমি যা দিয়েছ মোরে অধিকার-ভার
তাহা কেড়ে নিতে দিলে অমান্য তোমার।"

৫৬

ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি
অপমান অবিচার সহ্য করে যদি
তবে সেই দীনপ্রাণে তব সত্য হায়
দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হয়।—দুর্ব্বল আত্মায়
তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ়নিষ্ঠাভরে ;
ক্ষীণপ্রাণ তোমারেও ক্ষুদ্রক্ষীণ করে
আপনার মত,—যত আদেশ তোমার
পড়ে' থাকে,—আবেশে দিবস কাটে তা'র
পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি' গ্রাস করে তা'রে
চতুর্দ্দিকে ; মিথ্যা মুখে, মিথ্যা ব্যবহারে,
মিথ্যা চিত্তে, মিথ্যা তা'র মস্তক মাড়ায়ে
না পারে তাড়াতে তা'রে উঠিয়া দাঁড়ায়ে।

অপমানে নতশির ভয়ে ভীতজন
মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন।

৫৭

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবন-তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি।

যাঁরা সবল স্বাধীন
নির্ভয়, সরলপ্রাণ, বন্ধনবিহীন
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্য্যজ্যোতিষ্মান
লঙ্ঘিয়া অরণ্য নদী পর্ব্বত পাষাণ
তাঁরা এক মহান্ বিপুল সত্য-পথে
তোমারে লভিয়াছেন নিখিল জগতে।
কোনোখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করেছেন ভেদ।

৫৮

তাঁহারা দেখিয়াছেন—বিশ্ব চরাচর
ঝরিছে আনন্দ হ'তে আনন্দ-নির্ঝর ;
অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্ম্মরিয়া করে যাতায়াত ;
গিরি উঠিয়াছে ঊর্দ্ধে তোমারি ইঙ্গিতে
নদী ধায় দিকে দিকে তোমারি সঙ্গীতে ;
শূন্যে শূন্যে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারা যত
অনন্ত প্রাণের মাঝে কাঁপিছে নিয়ত।—

তাঁহারা ছিলেন নিত্য এ বিশ্ব-আলয়ে
কেবল তোমারি ভয়ে, তোমারি নির্ভয়ে,
তোমারি শাসনগর্ব্বে দীপ্ততৃপ্তমুখে
বিশ্ব-ভুবনেশ্বরের চক্ষুর সম্মুখে।

৫৯

আমরা কোথায় আছি, কোথায় সুদূরে,
দীপহীন জীর্ণভিত্তি অবসাদপুরে
ভগ্নগৃহে ;   সহস্রের ভ্রূকুটির নীচে
কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে ;   সহস্রের পিছে
চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জ্জনী-সঙ্কেতে
কটাক্ষে কাঁপিয়া ;   লইয়াছি শির পেতে
সহস্রশাসনশাস্ত্র ;

সঙ্কুচিত-কায়া
কাঁপিতেছে রচি' নিজ কল্পনার ছায়া ;
সন্ধ্যার আঁধারে বসি' নিরানন্দ ঘরে
দীন আত্মা মরিতেছে শত লক্ষ ডরে।
পদে পদে ত্রস্তচিত্তে হ'য়ে লুণ্ঠ্যমান
ধূলিতলে, তোমারে যে করি অপ্রমাণ।
যেন মোরা পিতৃহারা ধাই পথে পথে
অনীশ্বর অরাজক ভয়ার্ত্ত জগতে।

———

৬০

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান প্রাণ, কি আনন্দবলে
উচ্চারি' উঠিলে উচ্চে,—"শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময় ; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।"

আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্ত্তা ?

রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

৬১

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা। ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাত কালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্ম্মধামে। দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, গতিপথে বাধা,
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ।

সমস্ত তিমির
ভেদ করি' দেখিতে হইবে ঊর্দ্ধশির
এক পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে অনন্ত ভুবনে।
ঘোষণা করিতে হবে অসংশয় মনে—
"ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মত।"

৬২

তব চরণের আশা, ওগো মহারাজ,
ছাড়ি নাই। এত যে হীনতা, এত লাজ,
তবু ছাড়ি নাই আশা। তোমার বিধান
কেমনে কি ইন্দ্রজাল করে যে নির্ম্মাণ
সঙ্গোপনে সবার নয়ন-অন্তরালে
কেহ নাহি জানে। তোমার নির্দ্দিষ্ট কালে
মুহূর্ত্তেই অসম্ভব আসে কোথা হ'তে
আপনারে ব্যক্ত করি' আপন আলোতে
চির-প্রতীক্ষিত চিরসম্ভবের বেশে।

আছ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে ;
সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাত্রিদিন জাগরূক হয়ে
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ।
আমি ছাড়ি নাই আশা, ওগো মহারাজ।

৬৩

পতিত ভারতে তুমি কোন্ জাগরণে
জাগাইবে, হে মহেশ, কোন্ মহাক্ষণে,
সে মোর কল্পনাতীত। কি তাহার কাজ,
কি তাহার শক্তি, দেব, কি তাহার সাজ,
কোন্ পথ তা'র পথ, কোন্ মহিমায়
দাঁড়াবে সে সম্পদের শিখর-সীমায়
তোমার মহিমাজ্যোতি করিতে প্রকাশ
নবীন প্রভাতে ?

আজি নিশার আকাশ
যে আদর্শে রচিয়াছে আলোকের মালা,
সাজায়েছে আপনার অন্ধকার-থালা
ধরিয়াছে ধরিত্রীর মাথার উপর
সে আদর্শ প্রভাতের নহে, মহেশ্বর।
জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে
সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে।

৬৪

শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ঙ্করী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলিছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তা'র ভরি' তীব্র বিষে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ;—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পঙ্কশয্যা হ'তে। লজ্জা সরম তেয়াগি'
জাতিপ্রেম নাম ধরি, প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

৬৫

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি মাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তা'রে
কাল-ঝঞ্ঝাঝঙ্কারিত দুর্য্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্দ্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট্ বিধান।

স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ-ক্ষুধানল
তত তা'র বেড়ে ওঠে,—বিশ্ব ধরাতল
আপনার খাদ্য বলি' না করি' বিচার
জঠরে পূরিতে চায়।—বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দ্দয় নিলাজ
তখন গর্জ্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি' স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্ব্বতের পানে।

৬৬

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয় দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে ল'য়ে শেষ অগ্নিকণা।

এই শ্মশানের মাঝে শক্তির সাধনা
তব আরাধনা নহে, হে বিশ্বপালক।
তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয় ত লুকায়ে আছে পূর্ব্ব সিন্ধুতীরে
বহু ধৈর্য্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে
সর্ব্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায়।

৬৭

সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি'
হে ভারত, সর্ব্বদুঃখে রহ তুমি জাগি'
সরল নির্ম্মল চিত্ত ; সকল বন্ধনে
আত্মারে স্বাধীন রাখি'—পুষ্প ও চন্দনে
আপনার অন্তরের মাহাত্ম্যমন্দির
সজ্জিত সুগন্ধি করি', দুঃখনম্রশির
তাঁর পদতলে নিত্য রাখিয়া নীরবে।

তাঁহ'তে বঞ্চিত করে তোমারে এ ভবে
এমন কেহই নাই—সেই গর্ব্বভরে
সর্ব্ব ভয়ে থাক তুমি নির্ভয় অন্তরে
তাঁর হস্ত হ'তে ল'য়ে অক্ষয় সম্মান।
ধরায় হোক্ না তব যত নিম্ন স্থান
তাঁর পাদপীঠ কর সে আসন তব
যাঁর পাদরেণুকণা এ নিখিল ভব।

৬৮

সে উদার প্রত্যূষের প্রথম অরুণ
যখনি মেলিবে নেত্র—প্রশান্ত করুণ—
শুভ্রশির অভ্রভেদী উদয়শিখরে,
হে দুঃখী জাগ্রত দেশ, তব কণ্ঠস্বরে
প্রথম সঙ্গীত তা'র যেন উঠে বাজি'
প্রথম ঘোষণা ধ্বনি।

তুমি থেকো সাজি',
চন্দনচর্চ্চিত স্নাত নির্ম্মল ব্রাহ্মণ,—
উচ্চশির ঊর্দ্ধে তুলি' গাহিয়ো বন্দন—
"এস শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা,
নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখা
করিয়া লজ্জিত। তব বিশাল সন্তোষ
বিশ্বলোক-ঈশ্বরের রত্নরাজকোষ;
তব ধৈর্য্য দৈববীর্য্য; নম্রতা তোমার
সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ঠ, তাঁরি পুরস্কার।"

৬৯

তাঁরি হস্ত হ'তে নিয়ো তব দুঃখভার,
হে দুঃখী, হে দীনহীন। দীনতা তোমার
ধরিবে ঐশ্বর্য্যদীপ্তি, যদি নত রহে
তাঁরি দ্বারে। অরে কেহ নহে নহে নহে,
তিনি ছাড়া আর কেহ নাই ত্রিসংসারে
যার কাছে তব শির লুটাইতে পারে।

পিতৃরূপে রয়েছেন তিনি,—পিতৃমাঝে
নমি তাঁরে। তাঁহারি দক্ষিণ হস্ত রাজে
ন্যায়দণ্ড পরে, নতশিরে লই তুলি
তাহার শাসন ; তাঁরি চরণ-অঙ্গুলি
আছে মহত্ত্বের পরে, মহতের দ্বারে
আপনারে নম্র করে' পূজা করি তাঁরে।
তাঁরি হস্তস্পর্শরূপে করি' অনুভব
মস্তকে তুলিয়া লই দুঃখের গৌরব।

———

৭০

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য্য করি
সবিনয়ে, তব কার্য্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে; যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি' উঠে খরখড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে; যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে ল'য়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তা'রে তৃণ সম দহে।

৭১

ওরে মৌনমূক কেন আছিস্ নীরবে
অন্তর করিয়া রুদ্ধ ?   এ মুখর ভবে
তোর কোনো কথা নাই, রে আনন্দহীন ?
কোনো সত্য পড়ে নাই চোখে ?   ওরে দীন
কণ্ঠে নাই কোনো সঙ্গীতের নব তান ?

তোর গৃহপ্রান্ত চুম্বি' সমুদ্র মহান্
গাহিছে অনন্ত গাথা,—পশ্চিমে পূরবে
কত নদী নিরবধি ধায় কলরবে
তরল সঙ্গীতধারা হ'য়ে মূর্ত্তিমতী
শুধু তুমি দেখ নাই সে প্রত্যক্ষ জ্যোতি
যাহা সত্যে যাহা গীতে আনন্দে আশায়
ফুটে উঠে নব নব বিচিত্র ভাষায়।
তব সত্য তব গান রুদ্ধ হ'য়ে রাজে
রাত্রিদিন জীর্ণশাস্ত্রে শুষ্কপত্রমাঝে।

৭২

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ;

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি' পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

৭৩

আমি ভালবাসি দেব এই বাঙ্গালার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিবে নিত্য,—মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবীগান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জ্জন তটে বাজায় কিঙ্কিণী
তরল কল্লোলরোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া সাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে ;—

কর আশীর্ব্বাদ
যখনি তোমারি দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্য্যে আনন্দিত মনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

৭৪

এ নদীর কলধ্বনি যেথায় বাজে না
মাতৃকলকণ্ঠসম ; যেথায় সাজে না
কোমলা উর্ব্বরা ভূমি নব নবোৎসবে
নবীন বরণ বস্ত্রে যৌবন-গৌরবে
বসন্তে শরতে বরষায় ; রুদ্ধাকাশ
দিবস রাত্রিরে যেথা করে না প্রকাশ
পূর্ণপ্রস্ফুটিতরূপে ; যেথা মাতৃভাষা
চিত্ত-অন্তঃপুরে নাহি করে যাওয়া-আসা
কল্যাণী হৃদয়লক্ষ্মী ; যেথা নিশিদিন
কল্পনা ফিরিয়া আসে পরিচয়হীন
পরগৃহদ্বার হ'তে পথের মাঝারে,—

সেখানেও যাই যদি, মন যেন পারে
সহজে টানিয়া নিতে অন্তহীন স্রোতে
তব সদানন্দধারা সর্ব্ব ঠাঁই হ'তে।

৭৫

আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ
লগ্ন হ'য়ে রহিয়াছে রজনী দিবস
প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্য মনে আনি
রাখিব পবিত্র করি, মোর তনুখানি।
মনে তুমি বিরাজিছ, হে পরম জ্ঞান,
এই কথা সদা স্মরি' মোর সর্ব্বধ্যান
সর্ব্বচিন্তা হ'তে আমি সর্ব্বচেষ্টা করি
সর্ব্বমিথ্যা রাখি দিব দূরে পরিহরি।

হৃদয়ে রয়েছে তব অচল আসন
এই কথা মনে রেখে করিব শাসন
সকল কুটিল দ্বেষ, সর্ব্ব অমঙ্গল,—
প্রেমেরে রাখিব করি প্রস্ফুট নির্ম্মল
সর্ব্বকর্ম্মে তব শক্তি এই জেনে সার
করিব সকল কর্ম্মে তোমারে প্রচার।

৭৬

অচিন্ত্য এ ব্রহ্মাণ্ডের লোক লোকান্তরে
অনন্ত শাসন যাঁর চিরকালতরে
প্রত্যেক অণুর মাঝে হতেছে প্রকাশ ;
যুগে যুগে মানবের মহা ইতিহাস
বহিয়া চলেছে সদা ধরণীর পর
যাঁর তর্জ্জনীর ছায়া, সেই মহেশ্বর
আমার চৈতন্যমাঝে প্রত্যেক পলকে
করিছেন অধিষ্ঠান ;—তাঁহারি আলোকে
চক্ষু মোর দৃষ্টিদীপ্ত, তাঁহারি পরশে
অঙ্গ মোর স্পর্শময় প্রাণের হরষে ;

যেথা চলি যেথা রহি যেথা বাস করি
প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর এই কথা স্মরি
আপন মস্তকপরে সর্ব্বদা সর্ব্বথা
বহিব তাঁহার গর্ব্ব, নিজের নম্রতা।

———

৭৭

না গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে
হে বরেণ্য, এই বর দেহ মোর চিতে।
যে ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ তোমার ভুবন
এই তৃণভূমি হ'তে সুদূর গগন
যে আলোকে যে সঙ্গীতে যে সৌন্দর্য্য ধনে,
তা'র মূল্য নিত্য যেন থাকে মোর মনে
স্বাধীন সবল শান্ত সরল সন্তোষ।

অদৃষ্টেরে কভু যেন নাহি দিই দোষ।
কোনো দুঃখ কোনো ক্ষতি অভাবের তরে
বিস্বাদ না জন্মে যেন বিশ্বচরাচরে
ক্ষুদ্রখণ্ড হারাইয়া। ধনীর সমাজে
না হয় না হোক্ স্থান, জগতের মাঝে
আমার আসন যেন রহে সর্ব্ব ঠাঁই,
হে দেব একান্ত চিত্তে এই বর চাই।

৭৮

এ কথা স্মরণে রাখা কেন গো কঠিন
তুমি আছ সব চেয়ে, আছ নিশিদিন,
আছ প্রতিক্ষণে,—আছ দূরে, আছ কাছে.
যাহা কিছু আছে, তুমি আছ বলে' আছে ?

যেমনি প্রবেশ আমি করি লোকালয়ে,
যখনি মানুষ আসে স্তুতিনিন্দা ল'য়ে
ল'য়ে রাগ, ল'য়ে দ্বেষ, ল'য়ে গর্ব্ব তা'র,
অমনি সংসার ধরে পর্ব্বত আকার
আবরিয়া ঊর্দ্ধলোক,—তরঙ্গিয়া উঠে
লাজভয়লোভক্ষোভ ; নরের মুকুটে
যে হীরক জ্বলে তারি আলোক-ঝলকে
অন্য আলো নাহি হেরি দ্যুলোক ভূলোকে।
মানুষ সম্মুখে এলে কেন সেইক্ষণে
তোমার সম্মুখে আছি নাহি পড়ে মনে ?

৭৯

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হ'তে প্রিয়,
বিত্ত হ'তে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়
সব হ'তে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
আত্মার অন্তরতর তাঁদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার।

সে সরল শান্ত প্রেম গভীর উদার,—
সে নিশ্চিত নিঃসংশয়, সেই সুনিবিড়
সহজ মিলনাবেগ, সেই চিরস্থির
আত্মার একাগ্র লক্ষ্য, সেই সর্ব্ব কাজে
সহজেই সঞ্চরণ সদা তোমা মাঝে
গম্ভীর প্রশান্ত চিত্তে, হে অন্তরযামী,
কেমনে করিব লাভ? পদে পদে আমি
প্রেমের প্রবাহ তব সহজ বিশ্বাসে
অন্তরে টানিয়া লব নিশ্বাসে নিশ্বাসে?

৮০

হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা-অতীত,
সেথা হ'তে আনন্দের অব্যক্ত সঙ্গীত
ঝরিয়া পড়িছে নামি',—অদৃশ্য অগম
হিমাদ্রিশিখর হ'তে জাহ্নবীর সম।

সে ধ্যানাভ্রভেদী শৃঙ্গ, যেথা স্বর্ণলেখা
জগতের প্রাতঃকালে দিয়েছিল দেখা
আদি অন্ধকার মাঝে,—যেথা রক্তচ্ছবি
অস্ত যাবে জগতের শ্রান্ত সন্ধ্যারবি ;
নব নব ভুবনের জ্যোতির্বাষ্পরাশি
পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকা যার বক্ষে আসি
ফিরিছে সৃজনবেগে মেঘখণ্ড সম
যুগে যুগান্তরে—চিত্তবাতায়ন মম
সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রিদিন
রাখিব উন্মুক্ত করি, হে অন্তবিহীন।

৮১

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে।
সেথা ঊষা ডান হাতে ধরি' স্বর্ণ থালা
নিয়ে আসে একখানি মাধুর্য্যের মালা
নীরবে পরায়ে দিতে ধরার ললাটে ;
সন্ধ্যা আসে নম্রমুখে ধেনুশূন্য মাঠে
চিহ্নহীন পথ দিয়ে ল'য়ে স্বর্ণঝারি
পশ্চিম সমুদ্র হ'তে ভরি' শান্তিবারি।

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চারক্ষেত্র,—সেথা শুভ্র ভাস
দিন নাই রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই গন্ধ নাই—নাই নাই বাণী।

৮২

তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে
প্রিয়তম, তবু শুধু মাধুর্য্য মাঝারে
চাহি না নিমগ্ন করে' রাখিতে হৃদয়।
আপনি যেথায় ধরা দিলে, স্নেহময়,
বিচিত্র সৌন্দর্য্যডোরে, কত স্নেহে প্রেমে
কত রূপে—সেথা আমি রহিব না থেমে
তোমার প্রণয়-অভিমানে ; চিত্তে মোর
জড়ায়ে বাঁধিবনাক সন্তোষের ডোর।

আমার অতীত তুমি যেথা, সেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অনন্তের টানে
সকল বন্ধন মাঝে,—যেথায় উদার
অন্তহীন শান্তি আর মুক্তির বিস্তার।

তোমার মাধুর্য্য যেন বেঁধে নাহি রাখে,
তব ঐশ্বর্য্যের পানে টানে সে আমাকে।

৮৩

হে দূর হইতে দূর, হে নিকটতম,
যেথায় নিকটে তুমি সেথা তুমি মম,
যেথায় সুদূরে তুমি সেথা আমি তব।
কাছে তুমি নানা ভাবে নিত্য নব নব
সুখে দুঃখে জনমে মরণে ; তব গান
জলস্থল শূন্য হ'তে করিছে আহ্বান
মোরে সর্ব্ব কর্ম্ম মাঝে,—বাজে গূঢ়স্বরে
প্রহরে প্রহরে চিত্ত-কুহরে কুহরে
তোমার মঙ্গল-মন্ত্র।

যেথা দূর তুমি
সেথা আত্মা হারাইয়া সর্ব্ব তটভূমি
তোমার নিঃসীম মাঝে পূর্ণানন্দভরে
আপনারে নিঃশেষিয়া সমর্পণ করে।
কাছে তুমি কর্ম্মতট আত্মা-তটিনীর,
দূরে তুমি শান্তিসিন্ধু অনন্ত গভীর।

৮৪

মুক্ত কর, মুক্ত কর নিন্দা প্রশংসার
দুশ্চ্ছেদ্য শৃঙ্খল হ'তে। সে কঠিন ভার
যদি খসে' যায় তবে মানুষের মাঝে
সহজে ফিরিব আমি সংসারের কাজে,—
তোমারি আদেশ শুধু জয়ী হবে, নাথ।
তোমার চরণপ্রান্তে করি' প্রণিপাত
তব দণ্ড পুরস্কার অন্তরে গোপনে
লইব নীরবে তুলি',—নিঃশব্দ গমনে
চলে' যাব কর্ম্মক্ষেত্র মাঝখান দিয়া
বহিয়া অসংখ্য কাজে একনিষ্ঠ হিয়া,
সঁপিয়া অব্যর্থ গতি সহস্র চেষ্টায়
এক নিত্য ভক্তিবলে; নদী যথা ধায়
লক্ষ লোকালয় মাঝে নানা কর্ম্ম সারি'
সমুদ্রের পানে ল'য়ে বন্ধহীন বারি।

৮৫

দুর্দ্দিন ঘনায়ে এল ঘন অন্ধকারে,
হে প্রাণেশ। দিগ্বিদিক্ বৃষ্টিবারিধারে
ভেসে যায়, কুটিল কটাক্ষে হেসে যায়
নিষ্ঠুর বিদ্যুৎশিখা—উতরোল বায়
তুলিল উতলা করি' অরণ্য কানন।

আজি তুমি ডাক অভিসারে, হে মোহন,
হে জীবনস্বামী। অশ্রুসিক্ত বিশ্বমাঝে
কোনো দুঃখে, কোনো ভয়ে, কোনো বৃথা কাজে
রহিব না রুদ্ধ হ'য়ে। এ দীপ আমার
পিচ্ছিল তিমির-পথে যেন বারম্বার
নিবে নাহি যায়—যেন আর্দ্র সমীরণে
তোমার আহ্বান বাজে। দুঃখের বেষ্টনে
দুর্দ্দিন রচিল আজি নিবিড় নির্জ্জন,
হোক্ আজি তোমা সাথে একান্ত মিলন।

৮৬

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম। দিক্‌-চক্রবাল
ভয়ঙ্কর শূন্য হেরি, নাই কোনোখানে
সরল সজল রেখা,—কেহ নাহি আনে
নব-বারি-বর্ষণের শ্যামল সংবাদ।

যদি ইচ্ছা হয়, দেব, আন বজ্রনাদ
প্রলয়-মুখর হিংস্র ঝটিকার সাথে।
পলে পলে বিদ্যুতের বক্র কষাঘাতে
সচকিত কর মোর দিক্ দিগন্তর।
সংহর সংহর, প্রভো, নিস্তব্ধ প্রখর
এই রুদ্র, এই ব্যাপ্ত, এ নিঃশব্দ দাহ
নিঃসহ নৈরাশ্য তাপ। চাহ নাথ চাহ
জননী যেমন চাহে সজল নয়নে,
পিতার ক্রোধের দিনে, সন্তানের পানে

৮৭

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি' বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্দ্ধ পানে চাহি। ওহে নাথ,
এ রুদ্র মধ্যাহ্ন মাঝে কবে অকস্মাৎ
পথিক পবন কোন্ দূর হ'তে এসে
ব্যগ্র শাখা প্রশাখায় চক্ষের নিমেষে
কানে কানে রটাইবে আনন্দমর্ম্মর,
প্রতীক্ষায় পুলকিয়া বন বনান্তর ?

গম্ভীর মাভৈঃ মন্দ্র কোথা হ'তে বহে'
তোমার প্রাসাদপুঞ্জ ঘন সমারোহে
ফেলিবে আচ্ছন্ন করি নিবিড়চ্ছায়ায় ?
তা'র পরে বিপুল বর্ষণ ; তা'র পরে
পরদিন প্রভাতের সৌম্য রবিকরে
রিক্ত মালঞ্চের মাঝে পূজা-পুষ্পরাশি
নাহি জানি কোথা হ'তে উঠিবে বিকাশি' ?

———

৮৮

এ কথা মানিব আমি এক হ'তে দুই
কেমনে যে হ'তে পারে জানি না কিছুই।
কেমনে যে কিছু হয়, কেহ হয় কেহ,
কিছু থাকে কোনোরূপে, কারে বলে দেহ,
কারে বলে আত্মা মন, বুঝিতে না পেরে
চিরকাল নিরখিব বিশ্ব জগতেরে
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্ চিত্তে।

বাহিরে যাহার
কিছুতে নারিব যেতে আদি অন্ত তা'র
অর্থ তা'র তত্ত্ব তা'র বুঝিব কেমনে
নিমেষের তরে? এই শুধু জানি মনে
সুন্দর সে, মহান্ সে, মহা ভয়ঙ্কর,
বিচিত্র সে, অজ্ঞেয় সে, মম মনোহর।

ইহা জানি, কিছুই না জানিয়া অজ্ঞাতে
নিখিলের চিত্তস্রোত ধাইছে তোমাতে।

৮৯

জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য্য সংসারের মহা নিকেতনে,
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অর্দ্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মত ?

তবু ত প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি' নিরখিনু ধরা
কনককিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা,
নিরখিনু সুখে দুঃখে খচিত সংসার,
তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমেষেই মনে হ'ল মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম।

রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননী মুরতি

৯০

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর ; আজি তা'র তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে
সংসারে বিদায় দিতে আঁখি ছলছলি'
জীবন আঁকড়ি' ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে।

ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম-মুহূর্ত্ত হ'তে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্ব্বে ? মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্ত্তে চেনার মত। জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে' হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।
স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

৯১

বাসনারে খর্ব্ব করি' দাও, হে প্রাণেশ।
সে শুধু সংগ্রাম করে ল'য়ে এক লেশ
বৃহতের সাথে। পণ রাখিয়া নিখিল
জিনিয়া নিতে সে চাহে শুধু একতিল।
বাসনার ক্ষুদ্র রাজ্য করি একাকার
দাও মোরে সন্তোষের মহা অধিকার।

অযাচিত সে সম্পদ অজস্র আকারে
উষার আলোক হ'তে নিশার আঁধারে
জলে স্থলে রচিয়াছে অনন্ত বিভব—
সেই সর্ব্বলভ্য সুখ অমূল্য দুর্লভ
সব চেয়ে। সে মহা সহজ সুখখানি
পূর্ণ শতদলসম কে দিবে গো আনি
জল স্থল আকাশের মাঝখান হ'তে,
ভাসাইয়া আপনারে সহজের স্রোতে।

———

৯২

শক্তি-দম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন
দেশ হ'তে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তা'র
শান্তিময়-পল্লী যত করে ছারখার।
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে ;

বস্তুভারহীন মন সর্ব্ব জলেস্থলে
পরিব্যাপ্ত করি' দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্ব্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে। আজি তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

৯৩

কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক্ বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষসম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি' শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।

শুনো না কি বলে তা'রা, তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ঘরে,
থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের পরে
অদৃশ্য মুকুট তব। দেখিতে যা' বড়
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়,
তারি কাছে অভিভূত হ'য়ে বারে বারে
লুটায়ো না আপনায়। স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত,
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি' চিত।

৯৪

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ : শিখায়েছ বীরে
ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি' সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

৯৫

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মত, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য্য যত।

আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্র-রুধির-পুষ্ট বিলাস-লালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জ্জে মুখর ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্ব্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্দ্ধায়
নিঃসঙ্কোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে, হায়,
নীরব-গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল—নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ ?
কে রাখিবে ভরি' নিজ অনন্ত-আগার
আত্মার সম্পদরাশি মঙ্গল উদার ?

৯৬

অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে।
তাই মোরা লজ্জানত ; তাই সর্ব্ব গায়ে
ক্ষুধার্ত্ত দুর্ভর দৈন্য করিছে দংশন ;
তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন
সম্মান বহে না আর ; নাহি ধ্যানবল
শুধু জপমাত্র আছে ; শুচিত্ব কেবল,
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার ;

সন্তোষের অন্তরেতে বীর্য্য নাহি আর,
কেবল জড়ত্বপুঞ্জ ;—ধর্ম্ম প্রাণহীন
ভারসম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন।
তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য। বৃথা চেষ্টা, ভাই,
সব সজ্জা লজ্জাভরা, চিত্ত যেথা নাই।

———

৯৭

শক্তি মোর অতি অল্প, হে দীনবৎসল,
আশা মোর অল্প নহে। তব জলস্থল
তব জীবলোক মাঝে যেথা আমি যাই
যেথায় দাঁড়াই আমি সর্ব্বত্রেই চাই
আমার আপন স্থান। দানপত্রে তব
তোমার নিখিলখানি আমি লিখি লব।

আপনারে নিশিদিন আপনি বহিয়া
প্রতিক্ষণে ক্লান্ত আমি। শ্রান্ত সেই হিয়া
তোমার সবার মাঝে করিব স্থাপন
তোমার সবারে করি আমার আপন।
নিজ ক্ষুদ্র দুঃখ সুখ জলঘট সম
চাপিছে দুর্ভর ভার মস্তকেতে মম,
ভাঙি' তাহা, ডুব দিব বিশ্বসিন্ধুনীরে,
সহজে বিপুল জল বহি' যাবে শিরে।

৯৮

মাঝে মাঝে কভু যবে অবসাদ আসি'
অন্তরের আলোক পলকে ফেলে গ্রাসি'
মন্দ পদে যবে শ্রান্তি আসে তিল তিল
তোমার পূজার বৃন্ত করে যে শিথিল
ম্রিয়মাণ—তখনো না যেন করি ভয়,
তখনো অটল আশা যেন জেগে রয়
তোমা পানে।

তোমা পরে করিয়া নির্ভর
সে শ্রান্তির রাত্রে যেন সকল অন্তর
নির্ভয়ে অর্পণ করি পথধূলিতলে
নিদ্রারে আহ্বান করি। প্রাণপণ বলে
ক্লান্ত চিত্তে নাহি তুলি ক্ষীণ কলরব
তোমার পূজার অতি দরিদ্র উৎসব।

রাত্রি এনে দাও তুমি দিবসের চোখে
আবার জাগাতে তা'রে নবীন আলোকে

৯৯

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর। বীর্য্য দেহ সুখের সহিতে,
সুখেরে কঠিন করি; বীর্য্য দেহ দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে; ভকতিরে বীর্য্য দেহ
কর্ম্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি'; বীর্য্য দেহ, ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীন জ্ঞান,—বলের চরণে
না লুটিতে; বীর্য্য দেহ, চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে দিতে রাখি'।

বীর্য্য দেহ তোমার চরণে পাতি' শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

———

১০০

সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে
সেই ঘরে র'ব সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রেখে দিয়ো তা'র একটি দুয়ার খুলিয়া।
মোর সব কাজে মোর সব অবসরে
সে দুয়ার র'বে তোমারি প্রবেশ তরে,
সেথা হ'তে বায়ু বহিবে হৃদয় পরে
চরণ হইতে তব পদরজ তুলিয়া।
সে দুয়ার খুলি আসিবে তুমি এ ঘরে,
আমি বাহিরিব সে দুয়ারখানি খুলিয়া।

আর যত সুখ পাই বা না পাই, তবু
এক সুখ শুধু মোর তরে তুমি রাখিয়ো।
সে সুখ কেবল তোমার আমার, প্রভু,
সে সুখের পরে তুমি জাগ্রত থাকিয়ো।
তাহারে না ঢাকে আর যত সুখগুলি,
সংসার যেন তাহাতে না দেয় ধূলি,
সব কোলাহল হ'তে তা'রে তুমি তুলি'
যতন করিয়া আপন অঙ্কে ঢাকিয়ো।
আর যত সুখে ভরুক ভিক্ষাঝুলি
সেই এক সুখ মোর তরে তুমি রাখিয়ো।

যত বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী,
　　এক বিশ্বাস রহে যেন চিতে লাগিয়া।
যে অনল তাপ যখনি সহিব আমি
　　দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া।
দুখ পশে যবে মর্ম্মের মাঝখানে
তোমার লিখন-স্বাক্ষর যেন আনে,
রুক্ষ বচন যতই আঘাত হানে
　　সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া।
শত বিশ্বাস ভেঙে যদি যায় প্রাণে
　　এক বিশ্বাসে রহে যেন মন লাগিয়া।

খেয়া

উৎসর্গ

বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

করকমলেষু।

বন্ধু,

এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।

কি পেয়েছে আকাশ হ'তে,

কি এসেছে বায়ুর স্রোতে,

পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে

তা'র সে প্রাণের কথা।

যত্নভরে খুঁজে খুঁজে

তোমায় নিতে হবে বুঝে,

ভেঙে দিতে হবে যে তা'র

নীরব ব্যাকুলতা।

আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু,

সন্ধ্যা এল, স্বপনভরা
পবন এরে চুমে।
ডালগুলি সব পাতা নিয়ে
জড়িয়ে এল ঘুমে।
ফুলগুলি সব নীল নয়ানে
চুপি চুপি আকাশপানে
কাহার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন্ ধেয়ানে রতা
আমার লজ্জাবতীলতা।

বন্ধু,

আন তোমার তড়িৎ পরশ,
হরষ দিয়ে দাও,—
করুণ চক্ষু মেলে ইহার
মর্ম্মপানে চাও।
সারাদিনের গন্ধগীতি,
সারাদিনের আলোর স্মৃতি
নিয়ে এযে হৃদয়ভারে
ধরায় অবনতা—
আমার লজ্জাবতীলতা।

বন্ধু,

তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয় ;—
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।
এই যে মুদে আছে লাজে
পড়বে তুমি এরি মাঝে
জীবন মৃত্যু রৌদ্রছায়া
ঝটিকার বারতা।
আমার লজ্জাবতীলতা।

১৮ই আষাঢ়
১৩১৩
কলিকাতা।

খেয়া

শেষ খেয়া

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোম্‌টা-পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।
ও পারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন্‌ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।
নামায়ে মুখ চুকায়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,
তাদের পানে ভাঁটার টানে যাব যে আজ ঘর-ছাড়া
সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে' যায়।
ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায়?

সাঁজের বেলা ভাঁটার স্রোতে ও পার হ'তে এক-টানা
একটি দুটি যায় যে তরী ভেসে।
কেমন করে' চিন্‌ব ওরে ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।
অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁষে
ছায়ায় যেন ছায়ার মত যায়,
ডাক্‌লে আমি ক্ষণেক থামি হেথায় পাড়ি ধর্‌বে সে
এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায় ?
ওরে আয় !
আমায় নিয়ে যাবি কেরে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায় ?

ঘরেই যারা যাবার তা'রা কখন্ গেছে ঘরপানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে ;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তা'রে ?
ফুলের বাহার নাইক যাহার ফসল যাহার ফল্‌ল না,
অশ্রু যাহার ফেল্‌তে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো সাঁজের আলো জ্ব্‌ল্‌ল না

সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কেরে
বেলা-শেষের শেষ খেয়ায়!

ঘাটের পথ

ওরা চলেছে দীঘির ধারে।
ঐ শোনা যায় বেণুবনছায়
কঙ্কণ ঝঙ্কারে।
আমার চুকেছে দিবসের কাজ,
শেষ হ'য়ে গেছে জল-ভরা আজ,
দাঁড়ায়ে রয়েছি দ্বারে।
ওরা চলেছে দীঘির ধারে।

আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে—
শাখা-থরথর পাতা-মরমর
ছায়া-সুশীতল বাটে?
বেলা বেশি নাই, দিন হ'ল শোধ,
ছায়া বেড়ে যায়, পড়ে' আসে রোদ,
এ বেলা কেমনে কাটে?
আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে?

ওগো কি আমি কহিব আর ?
ভাবিস্‌নে কেহ ভয় করি আমি
ভরা-কলসের ভার।
যা হোক্ তা হোক্ এই ভালবাসি,
বহে' নিয়ে যাই, ভরে' নিয়ে আসি,
কতদিন কতবার।
ওগো আমি কি কহিব আর।

এ কি শুধু জল নিয়ে আসা ?
এই আনাগোনা কিসের লাগি যে
কি কব, কি আছে ভাষা !
কত-না দিনের আঁধারে আলোতে
বহিয়া এনেছি এই বাঁকা পথে
কত কাঁদা কত হাসা !
একি শুধু জল নিয়ে আসা ?

আমি ডরি নাই ঝড়জল।
উড়েছে আকাশে উতলা বাতাসে
উদ্দাম অঞ্চল।

বেণুশাখাপরে বারি ঝরঝরে,
এ-কূলে ও-কূলে কালো ছায়া পড়ে,
পথঘাট পিচ্ছল।
আমি ডরি নাই ঝড়জল।

আমি গিয়াছি আঁধার সাঁঝে।
শিহরি শিহরি উঠে পল্লব
নির্জ্জন বনমাঝে।
বাতাস থমকে, জোনাকি চমকে,
ঝিল্লীর সাথে ঝমকে ঝমকে
চরণে ভূষণ বাজে।
আমি গিয়াছি আঁধার সাঁঝে।

যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা—
ঘরের ভিতরে না দেয় থাকিতে
অকারণ আকুলতা,—
আপনার মনে একা পথে চলি,
কাঁখের কলসী বলে ছলছলি
জলভরা কলকথা,
যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা।

ঘাটের পথ

ওগো দিনে কতবার করে'
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে।
কুসুমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে,
কপোত-কূজন-করুণ আকাশে
উদাসীন মেঘ ঘোরে—
ওগো দিনে কতবার করে'।

আমি বাহির হইব বলে'
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে!
তাই কানাকানি পাতায় পাতায়,—
কালো লহরীর মাথায় মাথায়
চঞ্চল আলো দোলে—
আমি বাহির হইব বলে'।

আজ ভরা হ'য়ে গেছে বারি।
আঙিনার দ্বারে চাহি পথপানে
ঘর ছেড়ে যেতে নারি।

দিনের আলোক ম্লান হ'য়ে আসে,
বধূগণ ঘাটে যায় কলহাসে
কক্ষে লইয়া ঝারি।
মোর ভরা হ'য়ে গেছে বারি।

ঘাটে

(বাউলের সুর)

আমার নাই বা হ'ল পারে যাওয়া।
যে হাওয়াতে চল্‌ত তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া
নেই যদি বা জম্‌ল পাড়ি
ঘাট আছে ত বস্‌তে পারি,
আমার আশার তরী ডুবল যদি
দেখ্‌ব তোদের তরী বাওয়া॥
হাতের কাছে কোলের কাছে
যা আছে সেই অনেক আছে,
আমার সারাদিনের এই কি রে কাজ
ওপার পানে কেঁদে চাওয়া ?
কম কিছু মোর থাকে হেথা
পূরিয়ে নেব' প্রাণ দিয়ে তা,
আমার সেই খানেতেই কল্পলতা
যেখানে মোর দাবি-দাওয়া॥

শুভক্ষণ

১

ওগো মা—

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর

ঘরের সমুখপথে,

আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ ল'য়ে

রহিব বল কি মতে ?

বলে' দে আমায় কি করিব সাজ,

কি ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,

পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে

কোন্ বরণের বাস ?

মাগো, কি হ'ল তোমার, অবাক্‌নয়নে

মুখপানে কেন চাস্ ?

আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে

সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,

ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ

যাবে সে সুদূর পুরে ;—

শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হ'তে

বাজিবে ব্যাকুল সুরে !

তবু   রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
শুধু   সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বল কি মতে ?

ত্যাগ

২

ওগো মা,
রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার পরে।
মাগো   কি হ'ল তোমার, অবাক্‌নয়নে
চাহিস্ কিসের তরে !

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে' আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধূলায় রহিল ঢাকা।

তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বল কি মতে ?

আগমন

তখন রাত্রি আঁধার হ'ল
সাঙ্গ হ'ল কাজ—
আমরা মনে ভেবেছিলেম
আস্‌বে না কেউ আজ।
মোদের গ্রামে দুয়ার যত
রুদ্ধ হ'ল রাতের মত,
দুয়েক জনে বলেছিল
"আস্‌বে মহারাজ।"

আমরা হেসে বলেছিলেম
"আস্‌বে না কেউ আজ!"

দ্বারে যেন আঘাত হ'ল
শুনেছিলেম সবে,
আমরা তখন বলেছিলেম
বাতাস বুঝি হবে!

নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে
শুয়েছিলেম আলসভরে,
দুয়েক জনে বলেছিল
"দূত এল বা তবে !"
আমরা হেসে বলেছিলেম
"বাতাস বুঝি হবে !"

নিশীথরাতে শোনা গেল
কিসের যেন ধ্বনি।
ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম
মেঘের গরজনি।
ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি
কাঁপ্‌ল ধরা থরহরি ;
দুয়েক জনে বলেছিল
"চাকার ঝনঝনি।"
ঘুমের ঘোরে কহি মোরা
"মেঘের গরজনি।"

তখনো রাত আঁধার আছে,
উঠ্‌ল বেজে ভেরী,
কে ফুকারে—"জাগ সবাই
আর কোরো না দেরি।"

বক্ষ পরে দু'হাত চেপে
আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে,
দুয়েক জনে কহে কানে—
"রাজার ধ্বজা হেরি।"
আমরা জেগে উঠে বলি
"আর তবে নয় দেরি!"

কোথায় আলো, কোথায় মাল্য,
কোথায় আয়োজন!
রাজা আমার দেশে এল
কোথায় সিংহাসন!
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,
কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা!
দুয়েক জনে কহে কানে—
"বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্তকরে শূন্যঘরে
কর অভ্যর্থন।"

ওরে দুয়ার খুলে দেরে—
বাজা শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা!

বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক্ ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা।
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো
দুঃখরাতের রাজা!

দুঃখমূর্ত্তি

দুখের বেশে এসেছ বলে'
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে' ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে, স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি
মরণরূপে আসিলে, প্রভু,
চরণ ধরি' মরিব হে—
যেমন করে' দাও না দেখা
তোমারে নাহি ডরিব হে।

নয়নে আজি ঝরিছে জল
ঝরুক্ জল নয়নে হে!
বাজিছে বুকে বাজুক, তব
কঠিন বাহুবাঁধনে হে।

তুমি যে আছ বক্ষে ধরে'
বেদনা তাহা জানাক মোরে,
চাব না কিছু, কব না কথা,
চাহিয়া র'ব বদনে হে!
নয়নে আজি ঝরিছে জল
ঝরুক্ জল নয়নে হে!

মুক্তিপাশ

ওগো নিশীথে কখন্ এসেছিলে তুমি
কখন্ যে গেছ বিহানে
তাহা কে জানে!
আমি চরণশবদ পাই নি শুনিতে
ছিলেম কিসের ধেয়ানে
তাহা কে জানে!
রুদ্ধ আছিল আমার এ গেহ,
কতকাল আসে-যায় নাই কেহ,
তাই মনে মনে ভাবিতেছিলাম
এখনো রয়েছে যামিনী—
যেমন বন্ধ আছিল সকলি
বুঝি বা রয়েছে তেমনি।
হে মোর গোপনবিহারি,
ঘুমায়ে ছিলাম যখন, তুমি কি
গিয়েছিলে মোরে নেহারি?
আজ নয়ন মেলিয়া একি হেরিলাম
বাধা নাই কোনো বাধা নাই—
আমি বাঁধা নাই।

ওগো যে আঁধার ছিল শয়ন ঘেরিয়া
আধা নাই তা'র আধা নাই,
আমি বাঁধা নাই।
তখনি উঠিয়া গেলেম ছুটিয়া,
দেখিনু কে মোর আগল টুটিয়া
ঘরে ঘরে যত দুয়ার-জানালা
সকলি দিয়াছে খুলিয়া ;—
আকাশ বাতাস ঘরে আসে মোর
বিজয়পতাকা তুলিয়া।
হে বিজয়ী বীর অজ্ঞানা,
কখন্ যে তুমি জয় করে' যাও
কে পায় তাহার ঠিকানা !

আমি ঘরে বাঁধা ছিনু, এবার আমারে
আকাশে রাখিলে ধরিয়া
দৃঢ় করিয়া।
সব বাঁধা খুলে দিয়ে মুক্তিবাঁধনে
বাঁধিলে আমারে হরিয়া
দৃঢ় করিয়া।
রুদ্ধদুয়ার ঘরে কতবার
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার,

এবার তোমার আশাপথ চাহি
বসে' র'ব খোলা দুয়ারে,—
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে।
হে মোর পরাণবঁধু হে—
কখন্ যে তুমি দিয়ে চলে' যাও
পরাণে পরশমধু হে!

প্রভাতে

এক রজনীর বরষণে শুধু
কেমন করে'
আমার ঘরের সরোবর আজি
উঠেছে ভরে'।
নয়ন মেলিয়া দেখিলাম ওই
ঘন নীল জল করে থইথই,
কূল কোথা এর, তল মেলে কই
কহগো মোরে—
এক বরষায় সরোবর দেখ
উঠেছে ভরে'!

কাল রজনীতে কে জানিত মনে
এমন হবে
ঝরঝর বারি তিমির নিশীথে
ঝরিল যবে,—

প্রভাতে

ভরা শ্রাবণের নিশি দুপহরে
শুনেছিনু শুয়ে দীপহীন ঘরে
কেঁদে যায় বায়ু পথে প্রান্তরে
কাতর রবে,
তখন সে রাতে কে জানিত মনে
এমন হবে!

হের হের মোর অকূল অশ্রু-
সলিল মাঝে
আজি এ অমল কমলকান্তি
কেমনে রাজে!
একটিমাত্র শ্বেত শতদল
আলোক-পুলকে করে ঢলঢল,
কখন্ ফুটিল বল্ মোরে বল্
এমন সাজে,
আমার অতল অশ্রু-সাগর-
সলিল মাঝে!

আজি একা বসে' ভাবিতেছি মনে
ইহারে দেখি,
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কি!

ইহারি লাগিয়া হৃদ্ বিদারণ,
এত ক্রন্দন, এত জাগরণ,
ছুটেছিল ঝড় ইহারি বদন
বক্ষে লেখি!
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কি!

———

দান

ভেবেছিলেম চেয়ে নেব—
চাই নি সাহস করে'—
সন্ধ্যেবেলায় যে মালাটি
গলায় ছিলে পরে'—
আমি চাই নি সাহস করে'।
ভেবেছিলেম সকাল হ'লে
যখন পারে যাবে চলে'
ছিন্নমালা শয্যাতলে
রইবে বুঝি পড়ে'!
তাই আমি কাঙালের মত
এসেছিলেম ভোরে—
তবু চাই নি সাহস করে'।

এ ত মালা নয়গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে' ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারি—
এ যে তোমার তরবারি।

তরুণ আলো জাল্‌না বেয়ে
পড়্‌ল তোমার শয়ন ছেয়ে,
ভোরের পাখী শুধায় গেয়ে
"কি পেলি তুই নারী ?"
নয় এ মালা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি।

তাই ত আমি ভাবি বসে'
এ কি তোমার দান ?
কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি
নাই যে হেন স্থান।
ওগো এ কি তোমার দান ?
শক্তিহীনা মরি লাজে,
এ ভূষণ কি আমায় সাজে ?
রাখ্‌তে গেলে বুকের মাঝে
ব্যথা যে পায় প্রাণ।
তবু আমি বইব বুকে
এই বেদনার মান—
নিয়ে তোমারি এই দান।

আজ্‌কে হ'তে জগৎমাঝে
ছাড়্‌ব আমি ভয়,
আজ হ'তে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়্‌ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে'
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তা'রে বরণ করে'
রাখ্‌ব পরাণময়।
তোমার তরবারি আমার
কর্‌বে বাঁধনক্ষয়।
আমি ছাড়্‌ব সকল ভয়।

তোমার লাগি অঙ্গ ভরি'
কর্‌ব না আর সাজ
নাই বা তুমি ফিরে এলে
ওগো হৃদয়রাজ।
আমি করব না আর সাজ

ধূলায় বসে' তোমার তরে
কাঁদব না আর একলা ঘরে,
তোমার লাগি ঘরে-পরে
মান্‌ব না আর লাজ।
তোমার তরবারি আমায়
সাজিয়ে দিল আজ,
আমি করব না আর সাজ।

বালিকা বধূ

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা
এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা,
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তা'র
খেলিবার ধন শুধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু।

জানে না করিতে সাজ।
কেশবেশ তা'র হ'লে একাকার
মনে নাহি মানে লাজ।
দিনে শতবার ভাঙিয়া গড়িয়া,
ধূলা দিয়ে ঘর রচনা করিয়া,
ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন
ঘরকরণের কাজ।
জানে না করিতে সাজ।

কহে এরে গুরুজনে
"ও যে তোর পতি, ও তোর দেবতা,"
ভীত হ'য়ে তাহা শোনে।
কেমন করিয়া পূজিবে তোমায়
কোনোমতে তাহা ভাবিয়া না পায়,
খেলা ফেলি কভু মনে পড়ে তা'র—
"পালিব পরাণপণে
যাহা কহে গুরুজনে।"

বাসকশয়নপরে
তোমার বাহুতে বাঁধা রহিলেও
অচেতন ঘুমভরে।
সাড়া নাহি দেয় তোমার কথায়
কত শুভক্ষণ বৃথা চলি যায়,
যে হার তাহারে পরালে, সে হার
কোথায় খসিয়া পড়ে
বাসকশয়নপরে।

শুধু দুর্দ্দিনে ঝড়ে
-দশদিক্ ত্রাসে আঁধারিয়া আসে
ধরাতলে অম্বরে—

তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলাধূলা কোথা পড়ে' থাকে তা'র
তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া,
হিয়া কাঁপে থরথরে—
দুঃখদিনের ঝড়ে।

মোরা মনে করি ভয়
তোমার চরণে অবোধজনের
অপরাধ পাছে হয়।
তুমি আপনার মনে মনে হাস,
এই দেখিতেই বুঝি ভালবাস,
খেলাঘরদ্বারে দাঁড়াইয়া আড়ে
কি যে পাও পরিচয়।
মোরা মিছে করি ভয়।

তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে
ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়নতলে রহিবে জাগিয়া,
শতযুগ করি মানিবে তখন

ক্ষণেক অদর্শনে,
তুমি বুঝিয়াছ মনে।

ওগো বর, ওগো বঁধু,
জান জান তুমি—ধূলায় বসিয়া
এ বালা তোমারি বধূ।
রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জ্জন ঘরে,
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ
নন্দনবন-মধু—
ওগো বর, ওগো বঁধু।

অনাহত

দাঁড়িয়ে আছ আধেক-খোলা
বাতায়নের ধারে
নূতন বধূ বুঝি ?
আস্‌বে কখন্ চুড়ি-ওলা
তোমার গৃহদ্বারে
ল'য়ে তাহার পুঁজি।
দেখ্‌চ চেয়ে গোরুর গাড়ি
উড়িয়ে চলে ধূলি
খর রোদের কালে ;
দূর নদীতে দিচ্ছে পাড়ি
বোঝাই নৌকাগুলি
বাতাস লাগে পালে।

আধেক-খোলা বিজনঘরে
ঘোমটা-ছায়ায় ঢাকা
একলা বাতায়নে
বিশ্ব তোমার আঁখির পরে
কেমন পড়ে আঁকা
তাই ভাবি যে মনে।

ছায়াময় সে ভুবনখানি
স্বপন দিয়ে গড়া
রূপকথাটি ছাঁদা,
কোন্ সে পিতামহীর বাণী
নাইক আগাগোড়া
দীর্ঘ ছড়া বাঁধা।

আমি ভাবি, হঠাৎ যদি
বৈশাখের এক দিন
বাতাস বহে বেগে—
লজ্জা ছেড়ে নাচে নদী
শূন্যে বাঁধনহীন,
পাগল উঠে জেগে,—
যদি তোমার ঢাকাঘরে
যত আগল আছে
সকলি যায় দূরে—
ঐ যে বসন নেমে পড়ে
তোমার আঁখির কাছে
ও যদি যায় উড়ে,—

তীব্র তড়িৎহাসি হেসে
বজ্রভেরীর স্বরে
তোমার ঘরে ঢুকি'

জগৎ যদি এক নিমেষে
শক্তিমূর্ত্তি ধরে'
দাঁড়ায় মুখোমুখি—
কোথায় থাকে আধেক-ঢাকা
অলস দিনের ছায়া,
বাতায়নের ছবি,
কোথায় থাকে স্বপনমাখা
আপনগড়া মায়া,—
উড়িয়া যায় সবি।

তখন তোমার ঘোম্‌টা-খোলা
কালো চোখের কোণে
কাঁপে কিসের আলো,
ডোবে তোমার আপ্‌না-ভোলা
প্রাণের আন্দোলনে
সকল মন্দভালো।
বক্ষে তোমার আঘাত করে
উত্তাল নর্ত্তনে
রক্ততরঙ্গিণী।
অঙ্গে তোমার কি সুর তোলে
চঞ্চল কম্পনে
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী।

আজ্‌কে তুমি আপ্‌নাকে ঐ
 আধেক আড়াল করে'
 দাঁড়িয়ে ঘরের কোণে
দেখ্‌ছ তোমার জগৎটাকে
 কি যে মায়ায় ভরে'
 তাহাই ভাবি মনে।
অর্থবিহীন খেলার মত
 তোমার পথের মাঝে
 চল্‌ছে যাওয়া আসা,
উঠে ফুটে মিলায় কত
 ক্ষুদ্র দিনের কাজে
 ক্ষুদ্র কাঁদা হাসা।

বাঁশি

ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি
শুধু ক্ষণেক তরে
দাওগো আমার করে।
শরৎ প্রভাত গেল ব'য়ে,
দিন যে এল ক্লান্ত হ'য়ে,
বাঁশি-বাজা সাঙ্গ যদি
কর আলসভরে
তবে তোমার বাঁশিখানি
শুধু ক্ষণেক তরে
দাওগো আমার করে।

আর কিছু নয় আমি কেবল
করব নিয়ে খেলা
শুধু একটি বেলা।
তুলে নেব' কোলের পরে,
অধরেতে রাখ্‌ব ধরে',
তা'রে নিয়ে যেমন খুসি
যেথা সেথায় ফেলা—

এমনি করে' আপন মনে
করব্ আমি খেলা
শুধু একটি বেলা।

তা'র পরে যেই সন্ধ্যে হবে
এনে ফুলের ডালা
গেঁথে তুল্‌ব মালা।
সাজাব তায় যূথীর হারে,
গন্ধে ভরে' দেব' তা'রে,
করব আমি আরতি তা'র
নিয়ে দীপের থালা।
সন্ধ্যে হ'লে সাজাব তায়
ভরে' ফুলের ডালা
গেঁথে যূথীর মালা।

রাতে উঠবে আধেক শশী
তারার মধ্যখানে,
চাবে তোমার পানে

তখন আমি কাছে আসি
ফিরিয়ে দেব' তোমার বাঁশি,
তুমি তখন বাজাবে সুর
গভীর রাতের তানে
রাতে যখন আধেক শশী
তারার মধ্যখানে
চাবে তোমার পানে

—

অনাবশ্যক

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
আমি তা'রে জিজ্ঞাসিলাম ডেকে
"একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে।
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখ বালা।

গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল "ভাসিয়ে দেব' আলো
দিনের শেষে, তাই এসেছি কূলে।"
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।

ভরা সাঁঝে আঁধার হ'য়ে এলে
আমি ডেকে জিজ্ঞাসিলাম তা'রে—
"তোমার ঘরে সকল আলো জ্বেলে
এ দীপখানি সঁপিতে যাও কারে?

আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখ বালা।”

আমার মুখে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে রৈল চেয়ে ভুলে,
সে কহিল, “আমার এ যে আলো
আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে।”
চেয়ে দেখি শূন্যে গগন-কোণে
প্রদীপখানি জ্বলে অকারণে।

অমাবস্যা আঁধার দুই পহরে
জিজ্ঞাসিলাম তাহার কাছে গিয়ে,
“ওগো তুমি চলেছ কার তরে
প্রদীপ খানি বুকের কাছে নিয়ে?
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখ বালা।”

অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক মোরে দেখ্‌ল চেয়ে তবে,

সে কহিল—"এনেছি এই আলো
দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।"
চেয়ে দেখি লক্ষ দীপের সনে
দীপখানি তা'র জ্বলে অকারণে

অবারিত

ওগো তোরা বল্‌ত, এ'রে
ঘর বলি কোন্ মতে ?
এ'রে কে বেঁধেছে হাটের মাঝে
আনাগোনার পথে ?
আস্‌তে যেতে বাঁধে তরী
আমারি এই ঘাটে,
যে খুসি সেই আসে,—আমার
এই ভাবে দিন কাটে।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
কি কাজ নিয়ে আছি,—আমার
বেলা ব'য়ে যায় যে, আমার
বেলা ব'য়ে যায় রে।

পায়ের শব্দ বাজে তাদের,
রজনী দিন বাজে।
ওগো মিথ্যে তাদের ডেকে বলি
"তোদের চিনি না যে!"

কাউকে চেনে পরশ আমার,
কাউকে চেনে ঘ্রাণ,
কাউকে চেনে বুকের রক্ত
কাউকে চেনে প্রাণ।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি—"আমার ঘরে
যার খুসি সেই আয় রে, তোরা
যার খুসি সেই আয় রে" !

সকাল বেলায় শঙ্খ বাজে
পূবের দেবালয়ে,—
ওগো স্নানের পরে আসে তা'রা
ফুলের সাজি ল'য়ে।
মুখে তাদের আলো পড়ে
তরুণ আলোখানি ;
অরুণ পায়ের ধূলোটুকু
বাতাস লহে টানি।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—

অবারিত

ডেকে বলি—"আমার বনে
তুলিবি ফুল, আয়রে তোরা
তুলিবি ফুল আয় রে।"

দুপুর বেলা ঘণ্টা বাজে
রাজার সিংহদ্বারে।
ওগো কি কাজ ফেলে আসে তা'রা
এই বেড়াটির ধারে!
মলিনবরণ মালাখানি
শিথিল কেশে সাজে,
ক্লিষ্টকরুণ রাগে তাদের
ক্লান্ত বাঁশি বাজে।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি—"এই ছায়াতে
কাটাবি দিন, আয় রে তোরা
কাটাবি দিন আয় রে।"

রাতের বেলা ঝিল্লি ডাকে
গহন বন মাঝে।
ওগো ধীরে ধীরে দুয়ারে মোর
কার সে আঘাত বাজে?

যায় না চেনা মুখখানি তা'র,
কয় না কোনো কথা,
ঢাকে তা'রে আকাশভরা
উদাস নীরবতা।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
চেয়ে থাকি সে মুখপানে
রাত্রি বহে' যায়, নীরবে
রাত্রি বহে' যায় রে

গোধূলি লগ্ন

"আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি-লগনরে।
বিবাহের রঙে রাঙা হ'য়ে আসে
সোনার গগন রে।
শেষ করে' দিল পাখী গান-গাওয়া,
নদীর উপরে পড়ে' এল হাওয়া,
ও পারের তীর ভাঙা মন্দির
আঁধারে মগনরে।
আসিছে মধুর ঝিল্লি-নূপুরে
গোধূলি লগন রে।

আমার দিন কেটে গেছে কখনো খেলায়,
কখনো কত কি কাজে।
এখন কি শুনি পূরবীর সুরে
কোন্ দূরে বাঁশি বাজে।

বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে,
বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
নব-মিলনের সাজে ?
সারা হ'ল কাজ মিছে কেন আজ
ডাক মোরে আর কাজে ?

এখন নিরিবিলি ঘরে সাজাতে হবে রে
বাসক-শয়ন যে।
ফুলশেজ লাগি রজনীগন্ধা
হয়নি চয়ন যে।
সারা যামিনীর দীপ সযতনে
জ্বালায়ে তুলিতে হবে বাতায়নে,
যূথীদল আনি গুণ্ঠন খানি
করিব বয়ন যে।
সাজাতে হবেরে নিবিড় রাতের
বাসক-শয়ন যে।

প্রাতে এসেছিল যারা কিনিতে বেচিতে
চলে' গেছে তা'রা সব।
রাখালের গান হ'ল অবসান,
না শুনি ধেনুর রব।

গোধূলি লগ্ন

এই পথ দিয়ে প্রভাতে দুপুরে
যারা এল আর যারা গেল দূরে
কে তা'রা জানিত আমার নিভৃত
সন্ধ্যার উৎসব।
কেনাবেচা যারা করে' গেল সারা
চলে' গেল তা'রা সব।

আমি জানি যে আমার হ'য়ে গেছে গণা
গোধূলি-লগন রে।
ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন
অস্ত-গগনরে—
তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার,
কে লইবে টানি বাহুটি আমার,
আমায় কে জানে কি মন্ত্রে গানে
করিবে মগনরে—
সব গান সেরে আসিবে যখন
গোধূলি লগন রে।

লীলা

আমি শরৎশেষের মেঘের মত
তোমার গগনকোণে
সদাই ফিরি অকারণে।
তুমি আমার চিরদিনের
দিনমণি গো—
আজো তোমার কিরণপাতে
মিশিয়ে দিয়ে আলোর সাথে
দেয় নি মোরে বাষ্প করে'
তোমার পরশনি—
তোমা হ'তে পৃথক্ হ'য়ে
বৎসর মাস গণি।

ওগো এমনি তোমার ইচ্ছা যদি,
এম্‌নি লেখা তব
তবে খেলাও নব নব।
ল'য়ে আমার তুচ্ছ কণিক
ক্ষণিকতা গো—
সাজাও তা'রে বর্ণে বর্ণে,
ডুবাও তা'রে তোমার স্বর্ণে,

বায়ুর স্রোতে ভাসিয়ে তা'রে
খেলাও যথা-তথা,—
শূন্য আমায় নিয়ে রচ
নিত্য বিচিত্রতা।

ওগো আবার যবে ইচ্ছা হবে
সাঙ্গ কোরো খেলা
ঘোর নিশীথরাত্রিবেলা।
অশ্রুধারে ঝরে' যাব
অন্ধকারে গো—
প্রভাতকালে র'বে কেবল
নির্ম্মলতা শুভ্রশীতল,
রেখাবিহীন মুক্ত আকাশ
হাস্‌বে চারিধারে,—
মেঘের খেলা মিশিয়ে যাবে
জ্যোতিঃসাগরপারে।

মেঘ

আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে,
শাদা কালো আসন মেলে
পড়ে’ আছে আকাশটা খোষ্‌-খেয়ালি ;
আমরা যে সব রাশি রাশি
মেঘের পুঞ্জ ভেসে আসি,
আমরা তারি খেয়াল তারি হেঁয়ালি।
মোদের কিছু ঠিক ঠিকানা নাই,
আমরা আসি আমরা চলে’ যাই।

ঐ যে সকল জ্যোতির মালা,
গ্রহ তারা রবির ডালা,
জুড়ে আছে নিত্যকালের পসরা ;
ওদের হিসেব পাকা খাতায়
আলোর লেখা কালো পাতায়,
মোদের তরে আছে মাত্র খসড়া ;
রং বেরঙের কলম দিয়ে এঁকে
যেমন খুসি মোছে আবার লেখে।

আমরা কভু বিনা কাজে
ডাক দিয়ে যাই মাঝে মাঝে,
        অকারণে মুচ্‌কে হাসি হামেসা
তাই বলে' সব মিথ্যে না কি ?
বৃষ্টি সে ত নয়কো ফাঁকি,
        বজ্রটা ত নিতান্ত নয় তামাসা।
শুধু আমরা থাকিনে কেউ, ভাই,
হাওয়ায় আসি হাওয়ায় ভেসে যাই।

নিরুদ্যম

তখন　　আকাশতলে ঢেউ তুলেছে
　　　　　　পাখীরা গান গেয়ে ;
　　　　তখন পথের দুটি ধারে
　　　　ফুল ফুটেছে ভারে ভারে,
　　　　মেঘের কোণে রং ধরেছে
　　　　　　দেখিনি কেউ চেয়ে।
মোরা　　আপন মনে ব্যস্ত হ'য়ে
　　　　　　চলেছিলেম ধেয়ে।

মোরা　　সুখের বশে গাইনি ত গান,
　　　　　　করিনি কেউ খেলা ;
　　　　চাইনি ভুলে ডাইনে-বাঁয়ে,
　　　　হাটের লাগি যাইনি গাঁয়ে,
　　　　হাসিনি কেউ, কইনি কথা,
　　　　　　করিনি কেউ হেলা ;
মোরা　　ততই বেগে চলেছিলেম
　　　　　　যতই বাড়ে বেলা।

নিরুদ্যম

শেষে	সূর্য্য যখন মাঝ আকাশে,
কপোত ডাকে বনে,
তপ্ত হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
শুক্‌নো পাতা বেড়ায় উড়ে,
বটের তলে রাখালশিশু
ঘুমায় অচেতনে,
আমি	জলের ধারে শুলেম এসে
শ্যামল তৃণাসনে।

আমার	দলের সবাই আমার পাশে
চেয়ে গেল হেসে ;
চলে' গেল উচ্চ শিরে,
চাইল না কেউ পিছু ফিরে,
মিলিয়ে গেল সুদূর ছায়ায়
পথতরুর শেষে ;
তা'রা	পেরিয়ে গেল কত যে মাঠ,
কত দূরের দেশে !

ওগো	ধন্য তোমরা দুখের যাত্রী,
ধন্য তোমরা সবে !
লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই,
মনের মাঝে সাড়া না পাই,

মগ্ন হলেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে,—
পাখীর গানে, বাঁশির তানে,
কম্পিত পল্লবে।

আমি মুগ্ধতনু দিলেম মেলে
বসুন্ধরার কোলে।
বাঁশের ছায়া কি কৌতুকে
নাচে আমার চক্ষে মুখে,
আমের মুকুল গন্ধে আমায়
বিধুর করে' তোলে
নয়ন মুদে আসে মৌমাছিদের
গুঞ্জন-কল্লোলে।

সেই রৌদ্রে-ঘেরা সবুজ আরাম
মিলিয়ে এল প্রাণে।
ভুলে গেলেম কিসের তরে
বাহির হলেম পথের পরে;
ঢেলে দিলেম চেতনা মোর
ছায়ায় গন্ধে গানে;
ধীরে ঘুমিয়ে প'লেম অবশ দেহে
কখন্ কে তা জানে।

শেষে গভীর ঘুমের মধ্য হ'তে
ফুট্‌ল যখন আঁখি
চেয়ে দেখি, কখন্ এসে
দাঁড়িয়ে আছ শিয়রদেশে
তোমার হাসি দিয়ে আমার
অচৈতন্য ঢাকি।
ওগো ভেবেছিলেম আছে আমার
কত না পথ বাকি।

মোরা ভেবেছিলেম পরাণপণে
সজাগ র'ব সবে;
সন্ধ্যা হবার আগে যদি
পার হ'তে না পারি নদী,
ভেবেছিলেম তবেই মোদের
সকল ব্যর্থ হবে।
যখন আমি থেমে গেলেম, তুমি
আপনি এলে কবে।

———

কৃপণ

আমি ভিক্ষা করে' ফিরতেছিলেম
গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন চলেছিলে
তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব্ব এক স্বপ্নসম
লাগ্‌তেছিল চক্ষে মম
কি বিচিত্র শোভা তোমার
কি বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাব্‌তেছিলেম
এ কোন্ মহারাজ।

আজি শুভক্ষণে রাত পোহালো
ভেবেছিলেম তবে,
আজ আমারে দ্বারে দ্বারে
ফিরতে নাহি হবে।
বাহির হ'তে নাহি হ'তে
কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধন ধান্য
ছড়াবে দুইধারে—
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব,
নেব ভারে ভারে।

দেখি সহসা রথ থেমে গেল
আমার কাছে এসে,
আমার মুখপানে চেয়ে
নাম্‌লে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা
জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,
হেনকালে কিসের লাগি
তুমি অকস্মাৎ
"আমায় কিছু দাওগো" বলে'
বাড়িয়ে দিলে হাত।

মরি, এ কি কথা রাজাধিরাজ,
"আমায় দাওগো কিছু!"
শুনে ক্ষণকালের তরে
রৈনু মাথা নীচু।
তোমার কিবা অভাব আছে?
ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে?
এ কেবল কৌতুকের বশে
আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হ'তে দিলেম তুলে
একটি ছোট কণা।

যবে পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি—এ কি,
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজ-ভিখারীরে
স্বর্ণ হ'য়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে'
তোমায় কেন দিইনি আমার
সকল শূন্য করে'॥

কুয়ার ধারে

তোমার কাছে চাইনি কিছু,
জানাইনি মোর নাম,
তুমি যখন বিদায় দিলে
নীরব রহিলাম।
একলা ছিলেম কুয়ার ধারে
নিমের ছায়াতলে,
কলস নিয়ে সবাই তখন
পাড়ায় গেছে চলে'।
আমায় তা'রা ডেকে গেল
"আয়গো বেলা যায়।"
কোন্ আলসে রইনু বসে'
কিসের ভাবনায়?
পদধ্বনি শুনি নাইকো
কখন্ তুমি এলে।
কইলে কথা ক্লান্তকণ্ঠে,
করুণ চক্ষু মেলে—
"তৃষাকাতর পান্থ আমি"—
শুনে চম্‌কে উঠে
জলের ধারা দিলেম ঢেলে
তোমার করপুটে।

মর্ম্মরিয়া কাঁপে পাতা,
　　　　কোকিল কোথা ডাকে
বাব্‌লা ফুলের গন্ধ ওঠে
　　　　পল্লিপথের বাঁকে।

যখন তুমি শুধালে নাম
　　　　পেলেম বড় লাজ,
তোমার মনে থাকার মত
　　　　করেছি কোন্ কাজ?
তোমায় দিতে পেরেছিলেম
　　　　একটু তৃষার জল
এই কথাটি আমার মনে
　　　　রহিল সম্বল।
কুয়ার ধারে দুপুর বেলা
　　　　তেম্‌নি ডাকে পাখী,
তেমনি কাঁপে নিমের পাতা,
　　　　আমি বসেই থাকি।

জাগরণ

পথ চেয়ে ত কাট্‌ল নিশি
লাগ্‌চে মনে ভয়—
সকাল বেলা ঘুমিয়ে পড়ি
যদি এমন হয়।
যদি তখন হঠাৎ এসে
দাঁড়ায় আমার দুয়ার দেশে ;
বনচ্ছায়ায় ঘেরা এ ঘর
আছে ত তা'র জানা,—
ওগো তোরা পথ ছেড়ে দিস্
করিস্‌নে কেউ মানা।

যদি বা তা'র পায়ের শব্দে
ঘুম না ভাঙে মোর
শপথ আমার তোরা কেহ
ভাঙাস্‌নে সে ঘোর।
চাইনে জাগ্‌তে পাখীর রবে
নতুন আলোর মহোৎসবে,
চাইনে জাগ্‌তে হাওয়ায় আকুল
বকুলফুলের বাসে,
তোরা আমায় ঘুমতে দিস্
যদিইবা সে আসে।

ওগো আমার ঘুম যে ভালো
গভীর অচেতনে,
যদি আমায় জাগায় তারি
আপন পরশনে।
ঘুমের আবেশ যেম্‌নি টুটি
দেখ্‌ব তারি নয়ন দুটি
মুখে আমার তারি হাসি
পড়বে সকৌতুকে—
সে যেন মোর সুখের স্বপন
দাঁড়াবে সম্মুখে।

সে আস্‌বে মোর চোখের পরে
সকল আলোর আগে,
তাহারি রূপ মোর প্রভাতের
প্রথম হ'য়ে জাগে।
প্রথম চমক লাগ্‌বে সুখে
চেয়ে তারি করুণ মুখে,
চিত্ত আমার উঠ্‌বে কেঁপে
তা'র চেতনায় ভরে'—
তোরা আমায় জাগাস্‌নে কেউ,
জাগাবে সেই মোরে।

ফুল ফোটানো

তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।
যতই বলিস্, যতই করিস্,
যতই তারে তুলে ধরিস্,
ব্যগ্র হ'য়ে রজনীদিন
আঘাত করিস্ বোঁটাতে,
তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।

দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে
ম্লান করতে পারিস্ তা'রে,
ছিঁড়তে পারিস্ দলগুলি তা'র,
ধূলায় পারিস্ লোটাতে,
তোদের বিষম গণ্ডগোলে
যদিই বা সে মুখটি খোলে,
ধরবে না রং—পারবে না তা'র
গন্ধটুকু ছোটাতে।
তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।

যে পারে সে আপ্‌নি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণপ্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপ্‌নি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।

নিশ্বাসে তা'র নিমেষেতে
ফুল যেন চায় উড়ে যেতে,
পাতার পাখা মেলে দিয়ে
হাওয়ায় থাকে লোটাতে।
রং যে ফুটে ওঠে কত
প্রাণের ব্যাকুলতার মত,
যেন কারে আনতে ডেকে
গন্ধ থাকে ছোটাতে।
যে পারে সে আপ্‌নি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।

হার

মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে,
জানি আমরা পারব না।
হারাও যদি হারব খেলায়
তোমার খেলা ছাড়ব না
কেউ বা ওঠে, কেউ বা পড়ে,
কেউ বা বাঁচে, কেউ বা মরে,
আমরা না হয় মরার পথে
করব প্রয়াণ রসাতলে,
হারের খেলাই খেল্‌ব মোরা
বসাও যদি হারের দলে

আমরা বিনা পণে খেলব না গো
খেলব রাজার ছেলের মত
ফেলব খেলায় রতন মাণিক
যেথায় মোদের আছে যত।
সর্ব্বনাশা তোমার যে ডাক,
যায় যদি যাক্‌ সকলি যাক্‌,

খেয়া

শেষ কড়িটি চুকিয়ে দিয়ে
খেলা মোদের করব সারা।
তা'র পরে কোন্ বনের কোণে
হারের দলটি হব হারা।

তবু এই হারা ত শেষ হারা নয়,
আবার খেলা আছে পরে।
জিতল যে সে জিতল কি না
কে বলবে তা সত্য করে'।
হেরে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন,
শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেব' আপনারে।
তা'র পরে কি করবে তুমি
সে কথা কেউ ভাবতে পারে ?

বন্দী

বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে
এত কঠিন করে' ?

প্রভু আমায় বেঁধেছে যে
বজ্রকঠিন ডোরে।
মনে ছিল সবার চেয়ে
আমিই হব বড়
রাজার কড়ি করেছিলেম
নিজের ঘরে জড়।
ঘুম লাগিতে শুয়েছিলেম
প্রভুর শয্যা পেতে,
জেগে দেখি বাঁধা আছি
আপন ভাণ্ডারেতে।

বন্দী ওগো কে গড়েছে
বজ্রবাঁধন খানি ?

আপনি আমি গড়েছিলেম
বহু যতন মানি।

ভেবেছিলেম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস,
আমি র'ব একলা স্বাধীন
সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনী দিন
লোহার শিকল খানা,-
কত আগুন কত আঘাত
নাইক তা'র ঠিকানা।
গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারি এই ডোর।

পথিক

পথিক, ওগো পথিক, যাবে তুমি,
এখন এ যে গভীর অমানিশা।
নদীর পারে তমাল-বনভূমি
গহন ঘন অন্ধকারে মিশা।
মোদের ঘরে হয়েছে দীপ জ্বালা,
বাঁশির ধ্বনি হৃদয়ে এসে লাগে,
নবীন আছে এখনো ফুলমালা,
তরুণ আঁখি এখনো দেখ জাগে।
বিদায়-বেলা এখনি কিগো হবে,
পথিক, ওগো পথিক, যাবে তবে ?

তোমারে মোরা বাঁধিনি কোনো ডোরে
রুধিয়া মোরা রাখিনি তব পথ,
তোমার ঘোড়া রয়েছে সাজ পরে'
বাহিরে দেখ দাঁড়ায়ে তব রথ।
বিদায়-পথে দিয়েছি বটে বাধা,
কেবল শুধু করুণ কলগীতে।
চেয়েছি বটে রাখিতে হেথা বাঁধা
কেবল শুধু চোখের চাহনিতে।
পথিক ওগো মোদের নাহি বল,
রয়েছে শুধু আকুল আঁখিজল।

নয়নে তব কিসের এত গ্লানি,
রক্তে তব কিসের তরলতা ?
আঁধার হ'তে এসেছে নাহি জানি
তোমার প্রাণে কাহার কি বারতা।
সপ্তঋষি গগনসীমা হ'তে
কখন কি যে মন্ত্র দিল পড়ি,—
তিমির রাতি শব্দহীন স্রোতে
হৃদয়ে তব আসিল অবতরি।
বচনহারা অচেনা অদ্‌ভুত
তোমার কাছে পাঠাল কোন্ দূত ?

এ মেলা যদি না লাগে তব ভালো,
শান্তি যদি না মানে তব প্রাণ,
সভার তবে নিবায়ে দিব আলো,
বাঁশির তবে থামায়ে দিব তান।
স্তব্ধ মোরা আঁধারে র'ব বসি,
ঝিল্লিরব উঠিবে জেগে বনে,
কৃষ্ণরাতে প্রাচীন ক্ষীণ শশী
চক্ষে তব চাহিবে বাতায়নে।
পথ-পাগল পথিক রাখ কথা,
নিশীথে তব কেন এ অধীরতা ?

মিলন

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো—আমার
জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
পরাণ কি নিধি কুড়ালো—ডুবিয়া
নিবিড় নীরব শোভাতে।
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায়
দেখেছি একেলা আলোকে—দেখেছি
আমার হৃদয়-রাজারে।
আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তা-সনে
সে নীরব সভামাঝারে—দেখেছি
চির জনমের রাজারে।

ওগো সে কি মোরে শুধু দেখেছিল চেয়ে
অথবা জুড়ালো পরশে—তাহার
কমল-করের পরশে—
আমি সে কথা সকলি গিয়েছি যে ভুলে
ভুলেছি পরম হরষে।
আমি জানি না কি হ'ল, শুধু এই জানি
চোখে মোর সুখ মাখালো—কে যেন
সুখ-অঞ্জন মাখালো,—

কার আঁখিভরা হাসি উঠিল প্রকাশি
যে দিকেই আঁখি তাকালো।

আজ মনে হ'ল কারে পেয়েছি—কারে যে
পেয়েছি সে কথা জানি না।
আজ কি লাগি উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
সারা আকাশের আঙিনা—কিসে যে
পূরেছে শূন্য জানি না।
এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে,
আলোক আমার তনুতে—কেমনে
মিলে গেছে মোর তনুতে ;—
তাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল
আমার অণুতে অণুতে।

আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে
দেহমন মোর ফুরালো—যেন রে
নিঃশেষে আজি ফুরালো,—
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো—আমার
আদি ও অন্ত জুড়ালো।

———

বিচ্ছেদ

তোমার বীণার সাথে আমি
সুর দিয়ে যে যাব
তারে তারে খুঁজে বেড়াই
সে সুর কোথায় পাব

যেমন সহজ ভোরের জাগা,
স্রোতের আনাগোনা,
যেমন সহজ পাতায় শিশির,
মেঘের মুখে সোনা,
যেমন সহজ জ্যোৎস্নাখানি
নদীর বালু-পাড়ে,
গভীর রাতে বৃষ্টিধারা
আষাঢ়-অন্ধকারে,—
খুঁজে মরি তেম্নি সহজ,
তেম্নি ভরপুর,
তেম্নিতর অর্থ-ছোটা
আপনি-ফোটা সুর ;

তেম্‌নিতর নিত্য-নবীন,
অফুরন্ত প্রাণ,
বহুকালের পুরানো সেই
সবার জানা গান।

আমার যে এই নূতন গড়া
নূতন-বাঁধা তার
নূতন সুরে করতে সে যায়
সৃষ্টি আপনার।
মেশে না তাই চারিদিকের
সহজ সমীরণে,
মেলে না তাই আকাশ-ডোবা
স্তব্ধ আলোর সনে।
জীবন আমার কাঁদে যে তাই
দণ্ডে পলে পলে,
যত চেষ্টা করি কেবল
চেষ্টা বেড়ে চলে।
ঘটিয়ে তুলি কত কি যে
বুঝি না এক তিল,
তোমার সঙ্গে অনায়াসে
হয় না সুরের মিল।

বিকাশ

আজ　　বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।
কুঁড়ির মত ফেটে গিয়ে
ফুলের মত উঠ্‌ল কেঁদে,
সুধাকোষের সুগন্ধ তা'র
পারলে না আর রাখ্‌তে বেঁধে।
ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোকপানে তুলে দে।
আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠ্‌রে ফুটে,
চোখের পরে আলস ভরে
রাখিস্‌নে আর আঁচল টানি।
আজ　　বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি।

সীমা

সে টুকু তোর অনেক আছে
　　যে টুকু তোর আছে খাঁটি।
তা'র চেয়ে লোভ করিস্ যদি
　　সকলি তোর হবে মাটি।
এক মনে তোর একতারাতে
　　একটি যে তার সেইটে বাজা,—
ফুলবনে তোর একটি কুসুম
　　তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।
যেখানে তোর বেড়া, সেথায়
　　আনন্দে তুই থামিস্ এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
　　সেই কড়ি তুই নিস্‌রে হেসে।
লোকের কথা নিস্‌নে কানে
ফিরিস্ নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে
　　হৃদয়ে তোর আছেন রাজা,—
একতারাতে একটি যে তার
　　আপন মনে সেইটে বাজা।

ভার

তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার
করিয়া দিয়েছ সোজা,
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
সকলি হয়েছে বোঝা।
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু,
নামাও।
ভারের বেগেতে চলেছি আমার
এ যাত্রা তুমি থামাও।

যে তোমার ভার বহে, কভু তা'র
সে ভারে ঢাকে না আঁখি,
পথে বাহিরিলে জগৎ তা'রে ত
দেয় না কিছুই ফাঁকি।
অবারিত আলো ধরে আসি তা'র
হাতে,
বনে পাখী গায় নদীধারা ধায়,
চলে সে সবার সাথে।

তুমি কাজ দিলে কাজেরি সঙ্গে
দাও যে অসীম ছুটি,
তোমার আদেশ আবরণ হ'য়ে
আকাশ লয় না লুটি।

বাসনায় মোরা বিশ্বজগৎ
ঢাকি,
তোমা পানে চেয়ে যত করি ভোগ
তত আরো থাকে বাকি।

আপনি যে দুখ ডেকে আনি, সে যে
জ্বালায় বজ্রানলে,
অঙ্গার করে' রেখে যায়, সেথা
কোনো ফল নাহি ফলে।
তুমি যাহা দাও সে যে দুঃখের
দান,
শ্রাবণ-ধারায় বেদনার রসে
সার্থক করে প্রাণ।

যেখানে যা কিছু পেয়েছি, কেবলি
সকলি করেছি জমা—
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব,
কেহ নাহি করে ক্ষমা।
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু,
নামাও।
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে
এ যাত্রা মোর থামাও।

টীকা

আজ পূরবে প্রথম নয়ন মেলিতে
হেরিনু অরুণ শিখা,—হেরিনু
কমলবরণ শিখা।
তখনি হাসিয়া প্রভাত তপন
দিলেন আমারে টীকা—আমার
হৃদয়ে জ্যোতির টীকা।

কে যেন আমার নয়ন-নিমেষে
রাখিল পরশমণি,
যে দিকে তাকাই সোনা করে' দেয়
দৃষ্টির পরশনি।
অন্তর হ'তে বাহিরে সকলি
আলোকে হইল মিশা,
নয়ন আমার হৃদয় আমার
কোথাও না পায় দিশা।

আজ যেমনি নয়ন তুলিয়া চাহিনু
কমলবরণ শিখা—আমার
অন্তরে দিল টীকা।

ভাবিয়াছি মনে দিব না মুছিতে
এ পরশ-রেখা দিব না ঘুচিতে,
সন্ধ্যার পানে নিয়ে যাব বহি
নব প্রভাতের লিখা
উদয় রবির টীকা।

বৈশাখে

তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ
আমলা গাছের কচি পাতায় ;
কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে
নিমের ফুলে গন্ধে মাতায়।
কেউ কোথা নেই মাঠের পরে,
কেউ কোথা নেই শূন্য ঘরে,
আজ দুপরে আকাশতলে
রিমিঝিমি নূপুর বাজে।
বারে বারে ঘুরে ঘুরে
মৌমাছিদের গুঞ্জ স্বরে
কার চরণের নৃত্য যেন
ফিরে আমার বুকের মাঝে
রক্তে আমার তালে তালে
রিমিঝিমি নূপুর বাজে।

ঘন মহুল শাখার মত
নিশ্বাসিয়া উঠিছে প্রাণ ;
গায়ে আমার লেগেছে কার
এলোচুলের সুদূর ঘ্রাণ।
আজি রোদের প্রখর তাপে
বাঁধের জলে আলো কাঁপে,
বাতাস বাজে মর্ম্মরিয়া
সারি-বাঁধা তালের বনে।
আমার মনের মরীচিকা
আকাশপারে পড়ল লিখা,
লক্ষ্যবিহীন দূরের পরে
চেয়ে আছি আপন মনে।
অলস ধেনু চরে' বেড়ায়
সারি-বাঁধা তালের বনে।

আজিকার এই তপ্ত দিনে
কাট্‌ল বেলা এমনি করে'।
গ্রামের ধারে ঘাটের পথে
এল গভীর ছায়া পড়ে'।

বৈশাখে

সন্ধ্যা এখন পড়চে হেলে
শাল বনেতে আঁচল মেলে,
আঁধার-ঢালা দীঘির ঘাটে
হয়েছে শেষ-কলস ভরা।
মনের কথা কুড়িয়ে নিয়ে
ভাবি মাঠের মধ্যে গিয়ে—
সারা দিনের অকাজে আজ
কেউ কি মোরে দেয়নি ধরা ?
আমার কি মন শূন্য, যখন
হ'ল বধূর কলস-ভরা ?

—

বিদায়

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি ত আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মাল্য লও না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই

অনেক দূরে এলেম সাথে সাথে,
চলেছিলেম সবাই হাতে হাতে।
এইখানেতে দুটি পথের মোড়ে
হিয়া আমার উঠ্‌ল কেমন করে'
জানিনে কোন্ ফুলের গন্ধ ঘোরে
সৃষ্টিছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে।
আর ত চলা হয় না সাথে সাথে।

তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে সব মিছে হয়েছে মোর কাছে।

বিদায়

রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙা গড়া,
মতের লাগি দেশ বিদেশে লড়া,
আলবালে জল সেচন করা
উচ্চশাখা স্বর্ণ চাঁপার গাছে।
পারিনে আর চল্‌তে সবার পাছে।

আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি
আমার প্রাণে বাজাল আজ বাঁশি।
লাগ্‌ল আলস পথে চলার মাঝে,
হঠাৎ বাধা পড়ল সকল কাজে,
একটি কথা পরাণ জুড়ে বাজে
"ভালবাসি, হায়রে ভালবাসি!
সবার বড় হৃদয়-ভরা হাসি।"

তোমরা তবে বিদায় দেহ মোরে,
অকাজ আমি নিয়েছি সাধ করে'।
মেঘের পথের পথিক আমি আজি
হাওয়ার মুখে চলে' যেতেই রাজি,
অকূল-ভাসা তরীর আমি মাঝি
বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে।
তোমরা সবে বিদায় দেহ মোরে।

———

পথের শেষ

পথের নেশা আমায় লেগেছিল,
　　　　পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।
সূর্য্য তখন পূর্ব্ব গগন-মূলে,
নৌকা তখন বাঁধা নদীর কূলে,
শিশির তখন শুকায়নিক ফুলে,
　　　　শিবালয়ে উঠ্‌ল বেজে শাঁখ,
পথের নেশা তখন লেগেছিল,
　　　　পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।

আঁকাবাঁকা রাঙা মাটির লেখা
　　　　ঘরছাড়া ঐ নানা দেশের পথ—
প্রভাত কালে অপার পানে চেয়ে
কি মোহগান উঠ্‌তেছিল গেয়ে,
উদার সুরে ফেলতেছিল ছেয়ে
　　　　বহুদূরের অরণ্য পর্ব্বত,
নানা দিনের নানা-পথিক-চলা
　　　　ঘরছাড়া ঐ নানাদেশের পথ।

ভাবি নাইক কেন কিসের লাগি
　　　　ছুটে চলে' এলেম পথের পরে।
নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ,
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক,

পথের শেষ

প্রতি পদেই অন্তর উৎসুক
　　　　অজানা কোন্ নিরুদ্দেশের তরে ;
ভোরের বেলা দুয়ার খুলে দিয়ে
　　　　বাহির হ'য়ে এলেম পথের পরে।

বেলা এখন অনেক হ'য়ে গেছে,
　　　　পেরিয়ে চলে' এলেম বহুদূর।
ভেবেছিলেম পথের বাঁকে বাঁকে
নব নব ভাগ্য আমায় ডাকে,
হঠাৎ যেন দেখ্‌তে পাব কা'কে,
　　　　শুন্‌তে যেন পাব নূতন সুর।
তা'র পরেতে অনেক বেলা হলো
　　　　পেরিয়ে চলে' এলেম বহুদূর।

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
　　　　ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
　　　　তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
　　　　ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা॥

নীড় ও আকাশ

নীড়ে বসে' গেয়েছিলেম
　　　　আলোছায়ার বিচিত্র গান।
সেই গানেতে মিশেছিল
　　　　বনভূমির চঞ্চল প্রাণ।
দুপুর বেলার গভীর ক্লান্তি,
রাত্রিবেলার নিবিড় শান্তি,
প্রভাত কালের বিজয় যাত্রা,
　　　　মলিন মৌন সন্ধ্যাবেলার,
পাতার কাঁপা, ফুলের ফোটা,
শ্রাবণ রাতে জলের ফোঁটা,
উস্‌খুস্‌ শব্দ টুকুন্‌
　　　　কোটর মাঝে কীটের খেলার,
কত আভাস আসা যাওয়ার,
ঝরঝরাণি হঠাৎ হাওয়ার,
বেণুবনের ব্যাকুল বার্ত্তা
　　　　নিশ্বসিত জ্যোৎস্নারাতে,
ঘাসের পাতার, মাটির গন্ধ
কত ঋতুর কত ছন্দ,
সুরে সুরে জড়িয়ে ছিল,
　　　　নীড়ে গাওয়া গানের সাথে॥

নীড় ও আকাশ

আজ কি আমায় গাইতে হবে
নীল আকাশের নির্জ্জন গান ?
নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে
ছড়িয়ে দেব' মুক্ত পরাণ ?
গন্ধবিহীন বায়ুস্তরে,
শব্দবিহীন শূন্যপরে
ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে,
সঙ্গিবিহীন নির্ম্মমতায়
মিশে যাব অবাধ সুখে,
উড়ে যাব ঊর্দ্ধমুখে,
গেয়ে যাব পূর্ণসুরে
অর্থবিহীন কলকথায় ?
আপন মনের পাইনে দিশা,
ভুলি শঙ্কা, হারাই তৃষা,
যখন করি বাঁধনহারা
এই আনন্দ-অমৃত-পান।
তবু নীড়েই ফিরে আসি,
এম্‌নি কাঁদি এম্‌নি হাসি
তবুও এই ভালবাসি
আলোছায়ার বিচিত্র গান।

সমুদ্রে

সকাল বেলায় ঘাটে যেদিন
ভাসিয়ে দিলেম নৌকাখানি
কোথায় আমার যেতে হবে
সে কথা কি কিছুই জানি ?
শুধু শিকল দিলেম খুলে,
শুধু নিশান দিলেম তুলে
টানিনি দাঁড়, ধরিনি হাল,
ভেসে গেলেম স্রোতের মুখে ;
তীরে তরুর ডালে ডালে
ডাক্‌ল পাখী প্রভাত কালে,
তীরে তরুর ছায়ায় রাখাল
বাজায় বাঁশি মনের সুখে।

তখন আমি ভাবিনাইকো
সূর্য্য যাবে অস্তাচলে,
নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে
পড়ব এসে সাগর-জলে ;

ঘাটে ঘাটে তীরে তীরে
যে তরী ধায় ধীরে ধীরে,
বাইতে হবে নিয়ে তা'রে
নীল পাথারে একলা প্রাণে।
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
মুখে আমার রৈল চেয়ে,
সিন্ধু-শকুন উড়ে গেল
কূলে আপন কুলায় পানে।

দুলুক তরী ঢেউয়ের পরে
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ।
গাওরে আজি নিশীথ রাতে
অকূল-পাড়ির আনন্দ গান।
যাক্ না মুছে তটের রেখা
নাই বা কিছু গেল দেখা,
অতল বারি দিক্ না সাড়া
বাঁধন-হারা হাওয়ার ডাকে,
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লওরে বুকে দু'হাত মেলি
অন্তবিহীন অজানাকে।

দিন শেষ

ভাঙা অতিথ্‌শালা

ফাটা ভিতে অশথ বটে

মেলেছে ডালপালা।

প্রখর রোদে তপ্ত পথে

কেটেছে দিন কোনোমতে,

মনে ছিল সন্ধ্যাবেলায়

মিলবে হেথা ঠাঁই ;

মাঠের পরে আঁধার নামে,

হাটের লোকে ফির্‌ল গ্রামে,

হেথায় এসে চেয়ে দেখি

নাই যে কেহ নাই।

কতকালে কত লোকে

কত দিনের শেষে

ধুয়েছিল পথের ধূলা

এইখানেতে এসে।

দিন শেষ

বসেছিল জ্যোৎস্না রাতে
স্নিগ্ধ শীতল আঙিনাতে,
কয়েছিল সবাই মিলে
নানাদেশের কথা।
প্রভাত হ'লে পাখীর গানে
জেগেছিল নূতন প্রাণে,
দুলেছিল ফুলের ভারে
পথের তরুলতা।

আমি যে দিন এলেম, সেদিন
দীপ জ্বলে না ঘরে।
বহুদিনের শিখার কালী
আঁকা ভিতের পরে।
শুষ্কজলা দীঘির পাড়ে
জোনাক ফিরে ঝোপে ঝাড়ে,
ভাঙা পথের বাঁশের শাখা
ফেলে ভয়ের ছায়া।
আমার দিনের যাত্রাশেষে
কার অতিথি হলেম এসে?
হায় রে বিজন দীর্ঘ রাত্রি,
হায় রে ক্লান্ত কায়া।

সমাপ্তি

বন্ধ হ'য়ে এল স্রোতের ধারা,
শৈবালেতে আটক্ প'ল তরী ;
নৌকা-বাওয়া এবার কর সারা,
নাই রে হাওয়া, পাল নিয়ে কি করি।
এখন তবে চল নদীর তটে,
গোধূলিতে আকাশ হ'ল রাঙা,
পশ্চিমেতে আঁকা আগুন-পটে
বাব্‌লাবনে ঐ দেখা যায় ডাঙা।
ভেসো না আর, যেয়ো না আর ভেসে,
চল এখন, যাবে যে দূরদেশে।

এখন তোমায় তারার ক্ষীণালোকে
চলতে হবে মাঠের পথে একা,
গিরিকানন পড়্‌বে কি আর চোখে,
কুটীরগুলি যাবে কি আর দেখা ?
পিছন হ'তে দখিন-সমীরণে
ফুলের গন্ধ আস্‌বে আঁধার বেয়ে
অসময়ে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে
আবেশেতে দিবে হৃদয় ছেয়ে।

সমাপ্তি

চল এবার কোরো না আর দেরি—
মেঘের আভাস আকাশকোণে হেরি

হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি
ব্যবসা তোর বন্ধ হ'য়ে গেল।
এখন ঘরে আয় রে ফিরে মাঝি,
আঙিনাতে আসনখানি মেল।
ভুলে যা রে দিনের আনাগোনা
জ্বালতে হবে সারারাতের আলো,
শ্রান্ত ওরে, রেখে দে জাল-বোনা,
গুটিয়ে ফেল সকল মন্দভালো।
ফিরিয়ে আন ছড়িয়ে-পড়া মন,
সফল হোক্ রে সকল সমাপন।

কোকিল

আজ বিকেলে কোকিল ডাকে,
শুনে মনে লাগে
বাংলা দেশে ছিলেম যেন
তিনশো বছর আগে।
সেদিনের সে স্নিগ্ধ গভীর
গ্রামপথের মায়া
আমার চোখে ফেলেছে আজ
অশ্রুজলের ছায়া।

পল্লীখানি প্রাণে ভরা
গোলায় ভরা ধান,
ঘাটে শুনি নারীর কণ্ঠে
হাসির কলতান।
সন্ধ্যাবেলায় ছাদের পরে
দখিন হাওয়া বহে,
তারার আলোয় কারা বসে'
পুরাণ-কথা কহে।

ফুলবাগানের বেড়া হ'তে
হেনার গন্ধ ভাসে,
কদম শাখার আড়াল থেকে
চাঁদটি উঠে আসে।

কোকিল

বধূ তখন বিনিয়ে খোঁপা
চোখে কাজল আঁকে,
মাঝে মাঝে বকুল বনে
কোকিল কোথা ডাকে

তিনশো বছর কোথায় গেল,
তবু বুঝিনাকো
আজো কেন ওরে কোকিল
তেমনি সুরেই ডাক !
ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে
ফেটেছে সেই ছাদ,
রূপকথা আজ কাহার মুখে
শুন্‌বে সাঁঝের চাঁদ ?

সহর থেকে ঘণ্টা বাজে,
সময় নাই রে হায়—
ঘর্ঘরিয়া চলেছি আজ
কিসের ব্যর্থতায় !
আর কি বধূ গাঁথ মালা,
চোখে কাজল আঁক ?
পুরানো সেই দিনের সুরে
কোকিল কেন ডাক ?

দীঘি

জুড়াল রে দিনের দাহ, ফুরাল সব কাজ,
কাট্‌ল সারা দিন।
সাম্‌নে আসে বাক্যহারা স্বপ্নভরা রাত
সকল কর্ম্মহীন।
তারি মাঝে দীঘির জলে যাবার বেলাটুকু,
একটুকু সময়,
সেই গোধূলি এল এখন, সূর্য্য ডুবুডুবু,
ঘরে কি মন রয়?

কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো
শীতল জলরাশি,
নিবিড় হ'য়ে নেমেছে তায় তীরের তরু হ'তে
সকল ছায়া আসি।
দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ঐ পারে
জলের কিনারায়,
পথে চল্‌তে বধূ যেমন নয়ন রাঙা করে'
বাপের ঘরে চায়।

দীঘি

শেওলা-পিছল পৈঁঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে'
ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মত যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।
ভেসে গেলেম আপন মনে ভেসে গেলেম পারে,
ফিরে এলেম ভেসে,
সাঁতার দিয়ে চলে' গেলেম, চলে' এলেম যেন
সকল-হারা দেশে !

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগভীর,
গভীর ভয়ঙ্কর,
তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হ'য়ে আছ,
মাটির পিঞ্জর।
পাশে তোমার ধূলার ধরা কাজের রঙ্গভূমি,
প্রাণের নিকেতন,
হঠাৎ থেমে তোমার পরে নত হ'য়ে পড়ে'
দেখিছে দর্পণ।

তীরের কর্ম্ম সেরে আমি গায়ের ধূলো নিয়ে
নামি তোমার মাঝে ;
এ কোন অশ্রুভরা গীতি ছল্‌ছলিয়ে উঠে
কানের কাছে বাজে ?

ছায়া-নিচোল দিয়ে ঢাকা মরণভরা তব
বুকের আলিঙ্গন
আমায় নিল কেড়ে নিল সকল বাঁধা হ'তে
কাড়িল মোর মন।

শিউলিশাখে কোকিল ডাকে করুণ কাকলীতে
ক্লান্ত আশার ডাক।
ম্লান ধূসর আকাশ দিয়ে দূরে কোথায় নীড়ে
উড়ে গেল কাক।
মর্ম্মরিয়া মর্ম্মরিয়া বাতাস গেল মরে'
বেণুবনের তলে,
আকাশ যেন ঘনিয়ে এল ঘুমঘোরের মত
দীঘির কালো জলে।

সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারা উঠ্‌ল গাছের আড়ে,
বাজ্‌ল দূরে শাঁখ।
রন্ধ্রবিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে
গেল বকের ঝাঁক।
পথে কেবল জোনাক জ্বলে নাইক কোনো আলো
এলেম যবে ফিরে।
দিন ফুরালো রাত্রি এল, কাট্‌ল মাঝের বেলা
দীঘির কালো নীরে।

ঝড়

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে
ঝড় এল রে আজ,
মেঘের ডাকে ডাক মিলিয়ে
বাজ্ রে মৃদঙ্ বাজ।
আজ্‌কে তোরা কি গাবি গান,
কোন্ রাগিণীর সুরে ?
কালো আকাশ নীল ছায়াতে
দিল যে বুক পূরে।

বৃষ্টিধারায় ঝাপ্‌সা মাঠে
ডাক্‌চে ধেনুদল,
তালের তলে শিউরে ওঠে
বাঁধের কালো জল।
পোড়ো বাড়ির ভাঙা ভিতে
ওঠে হাওয়ার হাঁক,
শূন্যক্ষেতের ওপার যেন
এপারকে দেয় ডাক।

খেয়া

আমাকে আজ কে খুঁজেছে
পথের থেকে চেয়ে ?
জলের বিন্দু পড়ছে রে তা'র
অলক বেয়ে বেয়ে।
মল্লারেতে মীড় মিলায়ে
বাজে আমার প্রাণ,
দুয়ার হ'তে কে ফিরেছে
না গেয়ে তা'র গান ?

আয়গো তোরা ঘরেতে আয়,
বস্‌গো তোরা কাছে।
আজ যে আমার সমস্ত মন
আসন মেলে আছে।
জলে স্থলে শূন্যে হাওয়ায়
ছুটেছে আজ কি ও ?
ঝড়ের পরে পরাণ আমার
উড়ায় উত্তরীয়।

আস্‌বি তোরা কা'রা কা'রা
বৃষ্টিধারার স্রোতে
কোন্ সে পাগল পারাবারের
কোন্ পরপার হ'তে ?

আস্‌বি তোরা ভিজে বনের
কান্না নিয়ে সাথে,
আস্‌বি তোরা গন্ধরাজের
গাঁথন নিয়ে হাতে।

ওরে আজি বহুদূরের
বন্ধু দিনের পানে
পাঁজর টুটে বেদনা মোর
ছুটেছে কোন্ খানে ?
ফুরিয়ে যাওয়ার ছায়াবনে,
ভুলে যাওয়ার দেশে
সকল গড়া সকল ভাঙা
সকল গানের শেষে।

কাজল মেঘে ঘনিয়ে ওঠে
সজল ব্যাকুলতা
এলোমেলো হাওয়ায় ওড়ে
এলোমেলো কথা।
দুল্‌চে দূরে বনের শাখা,
বৃষ্টি পড়ে বেগে ;
মেঘের ডাকে কোন্ অশান্ত
উঠিস্ জেগে জেগে ?

প্রতীক্ষা

আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন্ হবে ?
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে ?
নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,—
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা,
কেনাবেচা নানান্ হাটে হাটে।

সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে
গন্ধ তারি কুঞ্জে উঠে জাগি,
ভরেছি জুঁই পদ্মপাতার পুটে
তোমার কর-পদ্মদলের লাগি।
রেখেছি আজ শান্ত শীতল করে'
অঙ্গন মোর চন্দন-সৌরভে।
সেরেছি কাজ সারাটা দিন ধরে'
তোমার এবার সময় কখন্ হবে !

প্রতীক্ষা

আজিকে চাঁদ উঠ্‌বে প্রথম রাতে
নদীর পারে নারিকেলের বনে,
দেবালয়ের বিজন আঙিনাতে
পড়বে আলো গাছের ছায়া সনে।
দখিন হাওয়া উঠবে হঠাৎ বেগে
আস্‌বে জোয়ার সঙ্গে তারি ছুটে ;
বাঁধা তরী ঢেউয়ের দোলা লেগে
ঘাটের পরে মরবে মাথা কুটে।

জোয়ার যখন মিশিয়ে যাবে কূলে,
থম্‌থমিয়ে আসবে যখন জল,
বাতাস যখন পড়বে ঢুলে ঢুলে,—
চন্দ্র যখন নামবে অস্তাচলে,—
শিথিল তনু তোমার ছোঁওয়া ঘুমে
চরণতলে পড়বে লুটে তবে।
বসে' আছি শয়ন পাতি ভূমে
তোমার এবার সময় হবে কবে ?

গান শোনা

আমার এ গান শুন্‌বে তুমি যদি
শোনাই কখন বল ?
ভরা চোখের মত যখন নদী
করবে ছল ছল,
ঘনিয়ে যখন আস্‌বে মেঘের ভার
বহুকালের পরে,
না যেতে দিন সজল অন্ধকার
নাম্‌বে তোমার ঘরে ;

যখন তোমার কাজ কিছু নেই হাতে,
তবুও বেলা আছে,
সাথী তোমার আস্‌ত যারা রাতে
আসেনি কেউ কাছে ;
তখন আমায় মনে পড়ে যদি,
গাইতে যদি বল,—
নবমেঘের ছায়ায় যখন নদী
করবে ছল ছল।

গান শোনা

ম্লান আলোয় দখিন বাতায়নে
বস্‌বে তুমি একা—
আমি গাব বসে' ঘরের কোণে
যাবে না মুখ দেখা।
ফুরাবে দিন, আঁধার ঘন হবে,
বৃষ্টি হবে সুরু,
উঠবে বেজে মৃদুগভীর রবে
মেঘের গুরু গুরু।

ভিজে পাতার গন্ধ আস্‌বে ঘরে,
ভিজে মাটির বাস,
মিলিয়ে যাবে বৃষ্টির ঝর্ঝরে
বনের নিশ্বাস।
বাদল সাঁঝে আঁধার বাতায়নে
বস্‌বে তুমি একা,
আমি গেয়ে যাব আপন মনে,
যাবে না মুখ দেখা।

জলের ধারা ঝরবে দ্বিগুণ বেগে,
বাড়বে অন্ধকার,
নদীর ধারে বনের সঙ্গে মেঘে
ভেদ র'বে না আর ;

কাঁসর ঘণ্টা দূরে দেউল হ'তে
জলের শব্দে মিশে
আঁধার পথে ঝোড়ো হাওয়ার স্রোতে
ফিরবে দিশে দিশে।

শিরীষ ফুলের গন্ধ থেকে থেকে
আস্‌বে জলের ছাঁটে,
উচ্চরবে পাইক যাবে হেঁকে
গ্রামের শূন্য বাটে।
জলের ধারা ঝরবে বাঁশের বনে,
বাড়বে অন্ধকার,
গানের সাথে বাদলা রাতের সনে
ভেদ র'বে না আর।

ও ঘর হ'তে যবে প্রদীপ জ্বেলে
আন্‌বে আচম্বিত,
সেতারখানি মাটির পরে ফেলে
থামাব মোর গীত।
হঠাৎ যদি মুখ ফিরিয়ে তবে
চাহ আমার পানে,
এক নিমিষে হয় ত বুঝে লবে
কি আছে মোর গানে।

গান শোনা

নামায়ে মুখ নয়ন করে’ নীচু
বাহির হ’য়ে যাব
একলা ঘরে যদি কোনো কিছু
আপন মনে ভাব।
থামায়ে গান আমি চলে’ গেলে,
যদি আচম্বিত
বাদল রাতে আঁধারে চোখ মেলে
শোন আমার গীত।

জাগরণ

কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ
উঠল অনেক রাতে,
খানিক কালো খানিক আলো
পড়ল আঙিনাতে।
ওরে আমার নয়ন আমার
নয়ন নিদ্রাহারা,
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
কত গুণ্‌বি তারা ?

সাড়া কারো নাই রে সবাই
ঘুমায় অকাতরে।
প্রদীপগুলি নিবে গেল
দুয়ার দেওয়া ঘরে।
তুই কেন আজ বেড়াস্‌ ফিরি
আলোয় অন্ধকারে ?
তুই কেন আজ দেখিস্‌ চেয়ে
বনপথের পারে ?

জাগরণ

শব্দ কোথাও শুন্‌তে কি পাস
মাঠে তেপান্তরে ?
মাটি কোথাও উঠ্‌চে কেঁপে
ঘোড়ার পদভরে ?
কোথাও ধূলো উড়চে কি রে
কোনো আকাশকোণে ?
আগুনশিখা যায় কি দেখা
দূরের আম্রবনে ?

সন্ধ্যাবেলা তুই কি কারো
লিখন পেয়েছিলি ?
বুকের কাছে লুকিয়ে রেখে
শান্তি হারাইলি ?
নাচে রে তাই রক্ত নাচে
সকল দেহমাঝে,
বাজে রে তাই কি কথা তোর
পাঁজর জুড়ে বাজে।

আজিকে এই খণ্ড চাঁদের
ক্ষীণ আলোকের পরে
ব্যাকুল হ'য়ে অশান্ত প্রাণ
আঘাত করে' মরে।

কি লুকিয়ে আছে ওরে,
কি রেখেছে ঢেকে,
কিসের কাঁপন কিসের আভাস
পাই যে থেকে থেকে ?

ওরে কোথাও নাই রে হাওয়া
স্তব্ধ বাঁশের শাখা ;
বালুতটের পাশে নদী
কালীর বর্ণে আঁকা।
বনের পরে চেপে আছে
কাহার অভিশাপ,—
ধরণীতল মূর্চ্ছা গেছে
ল'য়ে আপন তাপ।

ওরে হেথায় আনন্দ নেই
পুরানো তোর বাড়ি।
ভাঙা দুয়ার বাদুড়কে ঐ
দিয়েছে পথ ছাড়ি'।
সন্ধ্যা হ'তে ঘুমিয়ে পড়ে
যে যেথা পায় স্থান।
জাগে না কেউ বীণা হাতে,
গাহে না কেউ গান।

হেথা কি তোর দুয়ারে কেউ
পৌঁছবে আজ রাতে ?
এক হাতে তা'র ধ্বজা তুলে
আলো আরেক হাতে ?
হঠাৎ কিসের চঞ্চলতা
ছুটে আস্‌বে বেগে,
গ্রামের পথে পাখীরা সব
গেয়ে উঠবে জেগে।

উঠবে মৃদঙ বেজে বেজে
গর্জ্জি গুরু গুরু
অঙ্গে হঠাৎ দেবে কাঁটা,
বক্ষ দুরু দুরু।
ওরে নিদ্রাবিহীন আঁখি,
ওরে শান্তিহারা,
আঁধার পথে চেয়ে চেয়ে
কার পেয়েছিস্‌ সাড়া ?

———

হারাধন

বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন
সৃষ্টি করার কাজে
সকল তারা উঠ্‌ল ফুটে
নীল আকাশের মাঝে ;
নবীন সৃষ্টি সাম্‌নে রেখে
সুরসভার তলে
ছায়াপথে দেব্‌তা সবাই
বসেন দলে দলে।
গাহেন তাঁরা "কি আনন্দ !
এ কি পূর্ণ ছবি !
এ কি মন্ত্র, এ কি ছন্দ,
গ্রহ চন্দ্র রবি !"

হেনকালে সভায় কে গো
হঠাৎ বলি উঠে—
"জ্যোতির মালায় একটি তারা
কোথায় গেছে টুটে।"

ছিঁড়ে গেল বীণার তন্ত্রী,
থেমে গেল গান,
হারা তারা কোথায় গেল
পড়িল সন্ধান।
সবাই বলে "সেই তারাতেই
স্বর্গ হ'ত আলো—
সেই তারাটাই সবার বড়,
সবার চেয়ে ভালো।"

সেদিন হ'তে জগৎ আছে
সেই তারাটির খোঁজে,
তৃপ্তি নাহি দিনে, রাত্রে
চক্ষু নাহি বোজে।
সবাই বলে "সকল চেয়ে
তা'রেই পাওয়া চাই।"
সবাই বলে "সে গিয়েছে
ভুবন কানা তাই।"
শুধু গভীর রাত্রি বেলায়
স্তব্ধ তারার দলে—
"মিথ্যা খোঁজা, সবাই আছে"
নীরব হেসে বলে।

চাঞ্চল্য

নিশ্বাস রুধে দু'চক্ষু মুদে
তাপসের মত যেন
স্তব্ধ ছিলি যে ওরে বনভূমি
চঞ্চল হ'লি কেন ?
হঠাৎ কেন রে দুলে ওঠে শাখা,
যাবে না ধরায় আর ধরে' রাখা,
ঝট্‌পট্‌ করে' হানে যেন পাখা
খাঁচায় বনের পাখী।
ওরে আমলকি, ওরে কদম্ব,
কে তোদের গেল ডাকি ?

"ঐযে ঈশানে উড়েছে নিশান,
বেজেছে বিষাণ বেগে—
আমার বরষা কালো বরষা যে
ছুটে আসে কালো মেঘে।"

চাঞ্চল্য

ওরে নীলজল অতল অটল
ভরা ছিলি কূলে কূলে
হঠাৎ এমন শিহরি শিহরি
উঠিলি কেন রে দুলে ?
তালতরুছায়া করে টলমল,
কেন কলকল কেন ছল ছল,
কি কথা বলিতে হ'লি চঞ্চল,
ফুটিতে চাহে না বাক্,—
কাঁদিয়া হাসিয়া সাড়া দিতে চাস্
কার শুনেছিস্ ডাক ?

"ঐযে আকাশে পূবের বাতাসে
উতলা উঠেছে জেগে,—
আজি মোর বর মোর কালো ঝড়
ছুটে আসে কালো মেঘে।"
পরাণ আমার রুধিয়া দুয়ার
আপনার গৃহমাঝে
ছিলি এতদিন বিশ্রামহীন,
কি জানি কত কি কাজে।
আজিকে হঠাৎ কি হ'ল রে তোর,
ভেঙে যেতে চায় বুকের পাঁজর,

অকারণে বহে নয়নের লোর,
কোথা যেতে চাস্ ছুটে ?
কে রে সে পাগল ভাঙিল আগল,
কে দিল দুয়ার টুটে ?

"জানি না ত আমি কোথা হ'তে নামি
কি ঝড়ে আঘাত লেগে
জীবন ভরিয়া মরণ হরিয়া
কে আসিছে কালো মেঘে ?"

প্রচ্ছন্ন

কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি কিসের প্রতীক্ষায়
কেন আছ সবার পিছে ?
যারা ধূলাপায়ে ধায় গো পথে তোমায় ঠেলে যায়
তা'রা তোমায় ভাবে মিছে।
আমি তোমার লাগি কুসুম তুলি, বসি তরুর মূলে,
আমি সাজিয়ে রাখি ডালি—
ওগো যে আসে সেই একটি দুটি নিয়ে যে যায় তুলে
আমার সাজি হয় যে খালি।

ওগো সকাল গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,
চোখে লাগচে ঘুমঘোর ;
সবাই ঘরের পানে যাবার বেলা আমায় দেখে হাসে
মনে লজ্জা লাগে মোর।
আমি বসে' আছি বসনখানি টেনে মুখের পরে
যেন ভিখারিণীর মত
কেহ শুধায় যদি "কি চাও তুমি" থাকি নিরুত্তরে
করি দুটি নয়ন নত।

আজি কোন্ লাজে বা বল্‌ব আমি তোমায় শুধু চাহি,-
আমি বল্‌ব কেমন করে’—
শুধু তোমারি পথ চেয়ে আমি রজনীদিন বাহি,—
তুমি আস্‌বে আমার তরে ?
আমার দৈন্যখানি যত্নে রাখি, রাজৈশ্বর্য্যে তব
তা’রে দিব বিসর্জ্জন,
ওগো অভাগিনীর এ অভিমান কাহার কাছে কব,
তাহা রৈল সঙ্গোপন।

আমি সুদূরপানে চেয়ে চেয়ে ভাবি আপন মনে
হেথা তৃণে আসন মেলে—
তুমি হঠাৎ কখন আসবে হেথায় বিপুল আয়োজনে
তোমার সকল আলো জ্বেলে।
তোমার রথের পরে সোনার ধ্বজা ঝল্‌বে ঝলমল
সাথে বাজ্‌বে বাঁশির তান,—
তোমার প্রতাপভরে বসুন্ধরা করবে টলমল
আমার উঠ্‌বে নেচে প্রাণ।

তখন পথের লোকে অবাক্ হ’য়ে সবাই চেয়ে র’বে,
তুমি নেমে আস্‌বে পথে।
হেসে দু’হাত ধরে’ ধূলা হ’তে আমায় তুলে লবে—
তুমি লবে তোমার রথে।

প্রচ্ছন্ন

আমার ভূষণবিহীন মলিনবেশে ভিখারিণীর সাজে
তোমার দাঁড়াব বাম পাশে,
তখন লতার মত কাঁপব আমি গর্ব্বে সুখে লাজে
সকল বিশ্বের সকাশে।

ওগো সময় বয়ে' যাচ্চে চলে' রয়েচি কান পেতে
কোথা কইগো চাকার ধ্বনি।
তোমার এ পথ দিয়ে কত না লোক গর্ব্বে গেল মেতে
কতই জাগিয়ে রনরনি।
তবে তুমিই কিগো নীরব হ'য়ে র'বে ছায়ার তলে
তুমি র'বে সবার শেষে—
হেথায় ভিখারিণীর লজ্জা কিগো ঝরবে নয়নজলে
তা'রে রাখবে মলিন বেশে?

অনুমান

পাছে দেখি তুমি আসনি, তাই
আধেক আঁখি মুদিয়ে চাই,
ভয়ে চাইনে ফিরে।
আমি দেখি যেন আপন মনে
পথের শেষে দূরের বনে
আস্‌চ তুমি ধীরে।
যেন চিন্‌তে পারি সেই অশান্ত
তোমার উত্তরীয়ের প্রান্ত
ওড়ে হাওয়ার পরে।
আমি একলা বসে' মনে গণি
শুন্‌চি তোমার পদধ্বনি
মর্ম্মরে মর্ম্মরে।
ভোরে নয়ন মেলে অরুণ রাগে
যখন আমার প্রাণে জাগে
অকারণের হাসি
যখন নবীন তৃণে লতায় গাছে
কোন্ জোয়ারের স্রোতে নাচে
সবুজ সুধারাশি,—

অনুমান

যখন নব মেঘের সজল ছায়া
যেন রে কার মিলন-মায়া
ঘনায় বিশ্ব জুড়ে,
যখন পুলকে নীল শৈল ঘেরি
বেজে ওঠে কাহার ভেরী,
ধ্বজা কাহার উড়ে,—
তখন মিথ্যা সত্য কেই বা জানে,
সন্দেহ আর কেই বা মানে,
ভুল যদি হয় হো'ক।
ওগো জানি না কি আমার হিয়া
কে ভুলাল পরশ দিয়া,
কে জুড়াল চোখ ?
সেকি তখন আমি ছিলাম একা
কেউ কি মোরে দেয়নি দেখা ?
কেউ আসেনাই পিছে ?
তখন আড়াল হ'তে সহাস আঁখি
আমার মুখে চায়নি না কি ?
একি এমন মিছে ?

———

বর্ষাপ্রভাত

ওগো   এমন সোনার মায়াখানি
কে যে গড়েছে।
মেঘ টুটে আজ প্রভাত আলো
ফুটে পড়েছে।
বাতাস কাহার সোহাগ মাগে,
গাছে পালায় চমক লাগে,
হৃদয় আমার বিভাসরাগে
কি গান ধরেছে।

আজ   বিশ্বদেবীর দ্বারের কাছে
কোন্ সে ভিখারী
ভোরের বেলা দাঁড়িয়েছিল
দু'হাত বিথারি';—
আঁজল ভরে' সোনা দিতে
ছাপিয়ে পড়ে চারি ভিতে,
লুটিয়ে গেল পৃথিবীতে,
এ কি নেহারি।

বর্ষাপ্রভাত

ওগো পারিজাতের কুঞ্জবনে
স্বর্গপুরীতে
মৌমাছিরা লেগেছিল
মধু চুরিতে।
আজ প্রভাতে একেবারে
ভেঙেছে চাক সুধার ভারে,
সোনার মধু লক্ষধারে
লাগে ঝরিতে।

আজ সকাল হ'তেই খবর এল,—
লক্ষ্মী একেলা
অরুণরাগে পাতবে আসন
প্রভাত বেলা।
শুনে দিগ্‌বিদিকে টুটে
আলোর পদ্ম উঠ্‌ল ফুটে,
বিশ্বহৃদয়মধুপ জুটে
করেছে মেলা।

ওকি সুরপুরীর পর্দ্দাখানি
নীরবে খুলে
ইন্দ্রাণী আজ দাঁড়িয়ে আছেন
জানালা-মূলে ?

কে জানে গো কি উল্লাসে
হেরেন ধরা মধুর হাসে,
আঁচলখানি নীলাকাশে
পড়েছে দুলে।

ওগো কাহারে আজ জানাই আমি-
—কি আছে ভাষা—
আকাশপানে চেয়ে আমার
মিটেছে আশা।
হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাইনে-কিছুর স্বর্গ-শেষে,
ঘুচে গেছে এক নিমেষে
সকল পিপাসা।

বর্ষা-সন্ধ্যা

আমায় অম্‌নি খুসি করে' রাখ
কিছুই না দিয়ে,—
শুধু তোমার বাহুর ডোরে
বাহু বাঁধিয়ে।
এম্‌নি ধূসর মাঠের পারে,
এম্‌নি সাঁঝের অন্ধকারে,
বাজাও আমার প্রাণের তারে
গভীর ঘা দিয়ে।
আমায় অম্‌নি রাখ বন্দী করে'
কিছুই না দিয়ে।

আমি আপ্‌নাকে আজ বিছিয়ে দেব'
কিছুই না করি
দু'হাত মেলে-দিয়ে, তোমার
চরণ পাকড়ি।
আষাঢ় রাতের সভায় তব
কোনো কথাই নাহি কব,
বুক দিয়ে সব চেপে লব
নিখিল আঁকড়ি।
আমি রাতের সাথে মিশিয়ে র'ব
কিছুই না করি।

আজ বাদল হাওয়ায় কোথারে জুঁই
গন্ধে মেতেছে ?
লুপ্ত তারার মালা কে আজ
লুকিয়ে গেঁথেছে ?
আজি নীরব অভিসারে
কে চলেছে আকাশপারে,
কে আজি এই অন্ধকারে
শয়ন পেতেছে ?
আজ বাদল হাওয়ায় জুঁই আপনার
গন্ধে মেতেছে।

ওগো আজকে আমি সুখে র'ব
কিছুই না নিয়ে,
আপন হ'তে আপন মনে
সুধা ছানিয়ে।
বনে হ'তে বনান্তরে
ঘনধারায় বৃষ্টি ঝরে,
নিদ্রাবিহীন নয়ন পরে
স্বপন বানিয়ে।
ওগো আজকে পরাণ ভরে' লব
কিছুই না নিয়ে।

— ———

"সব-পেয়েছি"র দেশ

সব-পেয়েছির দেশে কারো
নাইরে কোঠাবাড়ি,
দুয়ার খোলা পড়ে' আছে,
কোথায় গেল দ্বারী ?
অশ্বশালায় অশ্ব কোথায়
হস্তিশালায় হাতী,
স্ফটিকদীপে গন্ধতৈলে
জ্বালায় না কেউ বাতি।
রমণীরা মোতির সীঁথি
পরে না কেউ কেশে
দেউলে নেই সোনার চূড়া
সব-পেয়েছির দেশে।

পথের ধারে ঘাস উঠেছে
গাছের ছায়াতলে,
স্বচ্ছতরল স্রোতের ধারা
পাশ দিয়ে তা'র চলে।
কুটীরেতে বেড়ার পরে
দোলে ঝুমকো লতা ;
সকাল হ'তে মৌমাছিদের
ব্যস্ত ব্যাকুলতা।

ভোরের বেলা পথিকেরা
কি কাজে যায় হেসে—
সাঁঝে ফেরে বিনা-বেতন
সব-পেয়েছির দেশে।

আঙিনাতে দুপুর বেলা
মৃদুকরুণ গেয়ে
বকুলতলার ছায়ায় বসে'
চরকা কাটে মেয়ে।
মাঠে মাঠে ঢেউ দিয়েছে
নতুন কচি ধানে,
কিসের গন্ধ কাহার বাঁশি
হঠাৎ আসে প্রাণে।
নীল আকাশের হৃদয়খানি
সবুজ বনে মেশে,
যে চলে সেই গান গেয়ে যায়
সব-পেয়েছির দেশে।

সওদাগরের নৌকা যত
চলে নদীর পরে—
হেথায় ঘাটে বাঁধে না কেউ
কেনাবেচার তরে।

"সব-পেয়েছি"র দেশ

সৈন্যদলে উড়িয়ে ধ্বজা
কাঁপিয়ে চলে পথ ;
হেথায় কভু নাহি থামে
মহারাজের রথ।
এক রজনীর তরে হেথা
দূরের পান্থ এসে
দেখতে না পায় কি আছে এই
সব-পেয়েছির দেশে।

নাইক পথে ঠেলাঠেলি,
নাইক হাটে গোল,
ওরে কবি এইখানে তোর
কুটীরখানি তোল্ !
ফেল্‌রে ধুয়ে পথের ধূলো,
নামিয়ে দেরে বোঝা,
বেঁধেনে তোর সেতারখানা
রেখে দে তোর খোঁজা
পা ছড়িয়ে বস্‌রে হেথায়
সারাদিনের শেষে,
তারায় ভরা আকাশতলে
সব-পেয়েছির দেশে।

সার্থক নৈরাশ্য

তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা
  নিদ্রা   ছিল না চোখের কোণে ;
আষাঢ় আঁধারে আকাশে মেঘের মেলা,
  কোথাও   বাতাস ছিল না বনে।
বিরাম ছিল না তপ্ত শয়নতলে,
  কাঙাল   ছিল বসে' মোর প্রাণে :
দু'হাত বাড়ায়ে কি জানি কি কথা বলে,
  কাঙাল   চায় যে কারে কে জানে
দিল আঁধারের সকল রন্ধ্র ভরি'
  তাহার   ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত ভাষা ;
মনে হ'ল যেন বর্ষার বিভাবরী
  আজি   হারালরে সব আশা।
অনাথ জগতে যেন এক সুখ আছে
  তাও   জগৎ খুঁজে না মেলে ;
আঁধারে কখন সে এসে যায়গো পাছে
  বুকে   রেখেছে আগুন জ্বেলে।
দাও দাও বলে' হাঁকিনু সুদূরে চেয়ে
  আমি   ফুকারি ডাকিনু কারে।
এমন সময়ে অরুণ-তরণী বেয়ে
  প্রভাত   নামিল গগনপারে।

সার্থক নৈরাশ্য

পেয়েছি পেয়েছি নিবাও নিশার বাতি,
আমি কিছুই চাইনে আর।
ওগো নিষ্ঠুর শূন্য নীরব রাতি
তোমায় করিগো নমস্কার।
বাঁচালে, বাঁচালে,—বধির আঁধার তব
আমায় পৌঁছিয়া দিল কূলে।
বঞ্চিত করি যা দিয়েছ কারে কব,
আমায় জগতে দিয়েছ তুলে।
ধন্য প্রভাত রবি,
আমার লহগো নমস্কার।
ধন্য মধুর বায়ু
তোমায় নমিহে বারম্বার।
ওগো প্রভাতের পাখী
তোমার কল-নির্ম্মল স্বরে
আমার প্রণাম ল'য়ে
বিছাও দূর গগনের পরে।
ধন্য ধরার মাটি
জগতে ধন্য জীবের মেলা।
ধূলায় নমিয়া মাথা
ধন্য আমি এ প্রভাত বেলা

———

প্রার্থনা

আমি বিকাব না কিছুতে আর
আপ্‌নারে।
আমি দাঁড়াতে চাই সবার তলে
সবার সাথে এক সারে।
সকাল বেলার আলোর মাঝে
মলিন যেন না হই লাজে,
আলো যেন পশিতে পায়
মনের মধ্যে এক-বারে।
বিকাব না বিকাব না
আপ্‌নারে।

আমি বিশ্ব সাথে র'ব সহজ-
বিশ্বাসে।
আমি আকাশ হ'তে বাতাস নেব'
প্রাণের মধ্যে নিশ্বাসে।
পেয়ে ধরার মাটির স্নেহ
পুণ্য হবে সর্ব্ব দেহ,

গাছের শাখা উঠ্‌বে দুলে
আমার মনের উল্লাসে
বিশ্বে র'ব সহজ সুখে
বিশ্বাসে ।

আমি সবায় দেখে খুসি হব
অন্তরে ।
কিছু বেসুর যেন বাজে না আর
আমার বীণাযন্তরে ।
যাহাই আছে নয়ন ভরি
সবই যেন গ্রহণ করি,
চিত্তে নামে আকাশ-গলা
আনন্দিত মন্তরে ।
সবায় দেখে তৃপ্ত র'ব
অন্তরে ।

———

খেয়া

তুমি এপার-ওপার কর কে গো
ওগো খেয়ার নেয়ে ?
আমি ঘরের দ্বারে বসে' বসে'
দেখি যে তাই চেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
ভাঙিলে হাট দলে দলে
সবাই যবে ঘাটে চলে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

তুমি সন্ধ্যাবেলা ওপার-পানে
তরণী যাও বেয়ে,
দেখে মন আমার কেমন সুরে
ওঠে যে গান গেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

কালো জলের কলকলে
আঁখি আমার ছলছলে,
ওপার হ'তে সোনার আভা
পরাণ ফেলে ছেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

দেখি তোমার মুখে কথাটি নেই
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কি-যে তোমার চোখে লেখা আছে
দেখি যে তাই চেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
আমার মুখে ক্ষণতরে
যদি তোমার আঁখি পড়ে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

স্মরণ

১

আজি প্রভাতেও শ্রান্ত নয়নে
রয়েছে কাতর ঘোর।
দুখ-শয্যায় করি জাগরণ
রজনী হয়েছে ভোর।
নব ফুটন্ত ফুল-কাননের,
নব জাগ্রত শীত পবনের
সাথী হইবারে পারেনি আজিও
এ দেহ-হৃদয় মোর!
আজি মোর কাছে প্রভাত তোমার
কর গো আড়াল কর'।
এ খেলা এ মেলা এ আলো এ গীত
আজি হেথা হ'তে হর'!
প্রভাত-জগত হ'তে মোরে ছিঁড়ি
করুণ আঁধারে লহ মোরে ঘিরি,
উদাস হিয়ারে তুলিয়া বাঁধুক্
তব স্নেহবাহু-ডোর!

২

সে যখন বেঁচেছিল গো, তখন
যা দিয়েছে বারবার
তা'র প্রতিদান দিব যে এখন
সে সময় নাহি আর !
রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত,
তুমি তা'রে আজি লয়েছ, হে নাথ,
তোমারি চরণে দিলাম সঁপিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার !
তা'র কাছে যত করেছিনু দোষ,
যত ঘটেছিল ত্রুটি,
তোমা কাছে তা'র মাগি লব ক্ষমা
চরণের তলে লুটি !
তা'রে যাহা কিছু দেওয়া হয় নাই,
তা'রে যাহা কিছু সঁপিবারে চাই,
তোমারি পূজার থালায় ধরিনু
আজি সে প্রেমের হার !

৬

প্রেম এসেছিল, চলে' গেল সে যে খুলি দ্বার
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার
তারি সাথে শেষ চেনা।
সে আসি প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন,
তুলি ল'বে মোরে রথে।
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হ'তে কোন্ গৃহহীন
গ্রহ তারকার পথে।

ততকাল আমি একা বসি র'ব খুলি দ্বার,
কাজ করি ল'ব শেষ।
দিন হবে যবে আরেক অতিথি আসিবার
পাবে না সে বাধালেশ!
পূজা-আয়োজন সব সারা হবে একদিন,
প্রস্তুত হ'য়ে র'ব,
নীরবে বাড়ায়ে বাহু-দুটি সেই গৃহহীন
অতিথিরে বরি ল'ব।

স্মরণ

যে জন আজিকে ছেড়ে চলে' গেল খুলি দ্বার
সেই বলে' গেল ডাকি,
মোছ আঁখিজল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি।
সেই বলে' গেল, গাঁথা সেরে নিয়ো একদিন
জীবনের কাঁটা বাছি,
নব গৃহ মাঝে বহি এনো, তুমি গৃহহীন,
পূর্ণ মালিকাগাছি!

৪

তখন নিশীথ রাত্রি ; গেলে ঘর হ'তে
যে পথে চলনি কভু সে অজানা পথে।
যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলে না কারো বিদায়-বারতা।
সুপ্তিমগ্ন বিশ্ব মাঝে বাহিরিলে একা,
অন্ধকারে খুঁজিলাম, না পেলাম দেখা।
মঙ্গল মূরতি সেই চিরপরিচিত
অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত!

গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে ?
এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে ?
বিশ-বৎসরের তব সুখদুঃখ ভার
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার!
প্রতি দিবসের প্রেমে কতদিন ধরে'
যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল-করে,
পরিপূর্ণ করি তা'রে স্নেহের সঞ্চয়ে
আজ তুমি চলে' গেলে কিছু নাহি ল'য়ে ?

স্মরণ

তোমার সংসার মাঝে, হায়, তোমা-হীন
এখনো আসিবে কত সুদিন-দুর্দ্দিন,—
তখন এ শূন্য ঘরে চিরাভ্যাস টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে ?
আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে—
হে কল্যাণি, গেলে যদি, গেলে মোর আগে,
মোর লাগি' কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা তরে ?

৫

আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই,
যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।
আমার ঘরেতে নাথ, এইটুকু স্থান—
সেথা হ'তে যা হারায় মেলে না সন্ধান।
অনন্ত তোমার গৃহ, বিশ্বময় ধাম,
হে নাথ, খুঁজিতে তা'রে সেথা আসিলাম।
দাঁড়ালেম তব সন্ধ্যাগগনের তলে,
চাহিলাম তোমাপানে নয়নের জলে।
কোনো মুখ, কোনো সুখ, আশাতৃষা কোনো
যেথা হ'তে হারাইতে পারে না কখনো,
সেথায় এনেছি মোর পীড়িত এ হিয়া,
দাও তা'রে, দাও তা'রে, দাও ডুবাইয়া!
ঘরে মোর নাহি আর যে অমৃত রস,
বিশ্বমাঝে পাই সেই হারানো পরশ।

———

৬

ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে
তোমার করুণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠস্বরে।
আজ তুমি বিশ্বমাঝে চলে' গেলে যবে
বিশ্বমাঝে ডাক মোরে সে করুণ রবে!
খুলি দিয়া গেলে তুমি যে গৃহ-দুয়ার
সে দ্বার রুধিতে কেহ কহিবে না আর।
বাহিরের রাজপথ দেখালে আমায়,
মনে র'য়ে গেল তব নিঃশব্দ বিদায়।
আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হ'য়ে।
নিখিল নক্ষত্র হ'তে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক সিন্দূরের লেখা।
একান্তে বসিয়া আজি করিতেছি ধ্যান
সবার কল্যাণে হোক্ তোমার কল্যাণ!

৭

যত দিন কাছে ছিলে বল কি উপায়ে
আপনারে রেখেছিলে এমন লুকায়ে ?
ছিলে তুমি আপনার কর্ম্মের পশ্চাতে
অন্তর্যামী বিধাতার চোখের সাক্ষাতে।
প্রতি দণ্ড-মুহূর্ত্তের অন্তরাল দিয়া
নিঃশব্দে চলিয়া গেছ নম্র-নত-হিয়া।
আপন সংসারখানি করিয়া প্রকাশ
আপনি ধরিয়াছিলে কি অজ্ঞাতবাস !
আজি যবে চলি গেলে খুলিয়া দুয়ার
পরিপূর্ণ রূপখানি দেখালে তোমার।
জীবনের সব দিন সব খণ্ড কাজ
ছিন্ন হ'য়ে পদতলে পড়ি গেল আজ।—
তব দৃষ্টিখানি আজি বহে চিরদিন
চির জনমের দেখা পলক-বিহীন।

———

৮

মিলন সম্পূর্ণ আজি হ'ল তোমা সনে
এ বিচ্ছেদ-বেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল।
তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব,
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব।
তোমার অদৃশ্য হাত হেরি মোর কাজে,
তোমারি কামনা মোর কামনার মাঝে।
দুজনের কথা দোঁহে শেষ করি লব
সে রাত্রে ঘটেনি হেন অবকাশ তব ?
বাণীহীন বিদায়ের সেই বেদনায়
চারিদিকে চাহিয়াছি ব্যর্থ বাসনায়।
আজি এ হৃদয়ে সর্ব্ব-ভাবনার নীচে
তোমার আমার বাণী একত্রে মিলিছে!

৯

হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর !
সরস্বতী রূপ আজি ধরেছ মধুর,
দাঁড়ায়েছ সঙ্গীতের শতদল দলে।
মানস-সরসী আজি তব পদতলে
নিখিলের প্রতিবিম্বে রচিছে তোমায়।
চিত্তের সৌন্দর্য্য তব বাধা নাহি পায়—
সে আজি বিশ্বের মাঝে মিশিছে পুলকে
সকল আনন্দে আর সকল আলোকে
সকল মঙ্গল সাথে ! তোমার কঙ্কণ
কোমল কল্যাণপ্রভা করেছ অর্পণ
সকল সতীর করে। স্নেহাতুর হিয়া
নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে লাগিয়া।
সেই বিশ্বমূর্ত্তি তব আমারি অন্তরে
লক্ষ্মী-সরস্বতী রূপে পূর্ণরূপ ধরে।

১০

তোমার সকল কথা বল নাই, পারনি বলিতে,
আপনারে খর্ব্ব করি রেখেছিলে, তুমি হে লজ্জিতে,
যত দিন ছিলে হেথা। হৃদয়ের গূঢ় আশাগুলি
যখন চাহিত তা'রা কাঁদিয়া উঠিতে কণ্ঠ তুলি
তর্জ্জনী-ইঙ্গিতে তুমি গোপনে করিতে সাবধান
ব্যাকুল সঙ্কোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান!
আপনার অধিকার নীরবে নির্ম্মম নিজ করে
রেখেছিলে সংসারের সবার পশ্চাতে হেলাভরে;
লজ্জার অতীত আজি মৃত্যুতে হয়েছ মহীয়সী,—
মোর হৃদিপদ্মদলে নিখিলের অগোচরে বসি
নতনেত্রে বল তব জীবনের অসমাপ্ত কথা
ভাষাবাধাহীন বাক্যে! দেহমুক্ত তব বাহুলতা
জড়াইয়া দাও মোর মর্ম্মের মাঝারে একবার—
আমার অন্তরে রাখ তোমার অন্তিম অধিকার।

১১

মৃত্যুর নেপথ্য হ'তে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে! ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণস্নানে। অপরূপ নব রূপখানি
লভিয়াছ এ বিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয় কৃপা হ'তে।
স্মিতস্নিগ্ধমুগ্ধমুখে এ চিত্তের নিভৃত আলোতে
নির্ব্বাক্ দাঁড়ালে আসি! মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া।
আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা-উৎসব,
জ্বলে নাই দীপমালা; আজিকার আনন্দ গৌরব
প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যহারা অশ্রুনিমগন।
আজিকার এই বার্ত্তা জানে নি শোনে নি কোনোজন।
আমার অন্তর শুধু জ্বেলেছে প্রদীপ একখানি,—
আমার সঙ্গীত শুধু একা গাঁথে মিলনের বাণী।

১২

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব
মুহূর্ত্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।
উঠেছ আমার শোকযজ্ঞহুতাশনে
নবীন নির্ম্মল মূর্ত্তি,—আজি তুমি সতী
ধরিয়াছ অনিন্দিত সতীত্বের জ্যোতি,—
নাহি তাহে শোকদাহ, নাহি মলিনিমা,—
ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়া মহিমা
নিঃশেষে মিশিয়া গেছ মোর চিত্ত সনে।
তাই আজি অনুভব করি সর্ব্বমনে—
মোর পুরুষের প্রাণ গিয়েছে বিস্তারি
নিত্য তাহে মিলি গিয়া মৃত্যুহীন নারী!

১৩

তুমি মোর জীবনের মাঝে
   মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
চির-বিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে গিয়েছ মোর হিয়া,
এঁকে গেছ সব ভাবনায়
   সূর্য্যাস্তের বরণ চাতুরী।
জীবনের দিক্‌চক্রসীমা
লভিয়াছে অপূর্ব্ব মহিমা,
অশ্রুধৌত হৃদয়-আকাশে
   দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।
তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।

তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী
   মরণেরে করেছ মঙ্গল।
জীবনের পরপার হ'তে
প্রতিক্ষণে মর্ত্ত্যের আলোতে
পাঠাইছ তব চিত্তখানি
   মৌনপ্রেমে সজল-কোমল।

স্মরণ

মৃত্যুর নিভৃত স্নিগ্ধ ঘরে
বসে আছ বাতায়ন পরে,
জ্বালায়ে রেখেছ দীপখানি
চিরন্তন আশায়-উজ্জ্বল।
তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী
মরণেরে করেছ মঙ্গল।

তুমি মোর জীবন মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।
প্রাণ তব করি অনাবৃত
মৃত্যুমাঝে মিলালে অমৃত,
মরণেরে জীবনের প্রিয়
নিজ হাতে করিয়াছ, প্রিয়া
খুলিয়া দিয়াছ দ্বারখানি,
যবনিকা লইয়াছ টানি,
জন্ম-মরণের মাঝখানে
নিস্তব্ধ রয়েছ দাঁড়াইয়া।
তুমি মোর জীবন-মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।

১৪

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু'চারিটি
স্মৃতির খেলেনা ক'টি বহু যত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।
যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবিচন্দ্র তারা
তারি কাছ হ'তে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই ক'টি তুচ্ছ বস্তু চুরি করে' ল'য়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে,—বলেছিলে মনে
অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে!
আশ্রয় আজিকে তা'রা পাবে কার কাছে?
জগতের কারো নয় তবু তা'রা আছে।
তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ
তোমারে তেমনি আজ রাখেনি কি কেহ?

———

১৫

এ সংসারে একদিন নব-বধূবেশে
তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে,
রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত
সে কি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ ?
শুধু এক মুহূর্ত্তের এ নহে ঘটনা,
অনাদিকালের এই আছিল মন্ত্রণা।
দোঁহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব দোঁহে
বহু যুগ আসিয়াছি এই আশা বহে'।
নিয়ে গেছ কতখানি মোর প্রাণ হ'তে,
দিয়ে গেছ কতখানি এ জীবনস্রোতে !
কত দিনে কত রাত্রে কত লজ্জাভয়ে
কত ক্ষতিলাভে কত জয়ে পরাজয়ে
রচিতেছিলাম যাহা মোরা শ্রান্তিহারা
সাঙ্গ কে করিবে তাহা মোরা দোঁহে ছাড়া ?

১৬

স্বল্প-আয়ু এ জীবনে যে কয়টি আনন্দিত দিন—
কম্পিত পুলকভরে সঙ্গীতের বেদনা-বিলীন—
লাভ করেছিলে, লক্ষ্মী, সে কি তুমি নষ্ট করি যাবে ?
সে আজি কোথায় তুমি যত্ন করি রাখিছ কি ভাবে
তাই আমি খুঁজিতেছি ! সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ মেঘস্তরে
চেয়ে দেখি একদৃষ্টে,—সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে
লিখিয়াছ সে জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী !
আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্ম্মর-রাগিণী
তোমার সে কবেকার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার।
আতপ্ত শীতের রৌদ্রে নিজহস্তে করিছ বিস্তার
কত শীতমধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা !
আপনার পানে চেয়ে বসে' বসে' ভাবি এই কথা—
কত তব রাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে,
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছে কাছে !

১৭

বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি
কে জানিত তব শোক সেই মত করি
আনি দিবে অকস্মাৎ জীবনে আমার
বাধাহীন মিলনের নিবিড় সঞ্চার !
মোর অশ্রুবিন্দুগুলি কুড়ায়ে আদরে
গাঁথিয়া সীমন্তে পরি ব্যর্থশোক পরে
নীরবে হানিছ তব কৌতুকের হাসি ।
ক্রমে সবা হ'তে যত দূরে গেলে ভাসি
তত মোর কাছে এলে ! জানি না কি করে'
সবারে বঞ্চিয়া তব সব দিলে মোরে !
মৃত্যুমাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন,
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি নাই মোর শোক !

১৮

সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণী ;
আমার জীবন আজি সাজাও তেমনি
নির্ম্মল সুন্দর-করে! ফেলি দাও বাছি
যেথা আছে যত ক্ষুদ্র তৃণকুটাগাছি—
অনেক আলস্যক্লান্ত দিনরজনীর
উপেক্ষিত ছিন্নখণ্ড যত। আন নীর,
সকল কলঙ্ক আজি করগো মার্জ্জনা
বাহিরে ফেলিয়া দাও যত আবর্জ্জনা।
যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেথায় নীরবে এস দ্বার খুলি ধীরে—
মঙ্গল-কনক-ঘটে পুণ্যতীর্থ জল
সযত্নে ভরিয়া রাখ, পূজা-শতদল
স্বহস্তে তুলিয়া আন। সেথা দুইজনে
দেবতার সম্মুখেতে বসি একাসনে।

১৯

পাগল বসন্ত-দিন কতবার অতিথির বেশে
তোমার আমার দ্বারে বীণাহাতে এসেছিল হেসে ;
ল'য়ে তা'র কত গীত কত মন্ত্র মন ভুলাবার,
যাদু করিবার কত পুষ্পপত্র আয়োজন ভার !—
কুহুতানে হেঁকে গেছে "খোলো ওগো খোলো দ্বার খোলো !
কাজকর্ম্ম ভোলো আজি, ভোলো বিশ্ব, আপনারে ভোলো !"
এসে এসে কত দিন চলে' গেছে দ্বারে দিয়ে নাড়া,—
আমি ছিনু কোন্ কাজে, তুমি তা'রে দাও নাই সাড়া।
আজ তুমি চলে' গেছ, সে এল দক্ষিণ বায়ু বহি',
আজ তা'রে ক্ষণকাল ভুলে থাকি হেন সাধ্য নাহি।
আনিছে সে দৃষ্টি তব, তোমার প্রকাশহীন বাণী,
মর্ম্মরি তুলিছে কুঞ্জে তোমার আকুল চিত্তখানি।
মিলনের দিনে যারে কতবার দিয়েছিনু ফাঁকি,
তোমার বিচ্ছেদ তা'রে শূন্যঘরে আনে ডাকি ডাকি !

———

২০

এস বসন্ত এস আজ তুমি
আমারো দুয়ারে এসো !
ফুল তোলা নাই, ভাঙা আয়োজন,
নিবে গেছে দীপ, শূন্য আসন,
আমার ঘরের শ্রীহীন মলিন
দীনতা দেখিয়া হেসো,
তবু বসন্ত তবু আজ তুমি
আমারো দুয়ারে এসো !

আজিকে আমার সব বাতায়ন
রয়েছে—রয়েছে খোলা।
বাধাহীন দিন পড়ে' আছে আজ,
নাই কোনো আশা, নাই কোনো কাজ,
আপনা-আপনি দক্ষিণ বায়ে
দুলিছে চিত্ত-দোলা।
শূন্য ঘরের সব বাতায়ন
আজিকে রয়েছে খোলা।

কত দিবসের হাসি ও কান্না
হেথা হ'য়ে গেছে সারা।
ছাড়া পাক্ তা'রা তোমার আকাশে,
নিশ্বাস পাক্ তোমার বাতাসে,

নব নব রূপে লভুক জন্ম
　বকুলে চাঁপায় তা'রা,
গত দিবসের হাসি ও কান্না
　যত হ'য়ে গেছে সারা।

আমার বক্ষে বেদনার মাঝে
　কর তব উৎসব!
আন তব হাসি, আন তব বাঁশি,
ফুলপল্লব আন রাশি রাশি,
ফিরিয়া ফিরিয়া গান গেয়ে যাক্
　যত পাখী আছে সব,
বেদনা আমার ধ্বনিত করিয়া
　কর তব উৎসব।

সেই কলরবে অন্তরমাঝে
　পাব, পাব আমি সাড়া।
দ্যুলোকে ভূলোকে বাঁধি এক দল,
তোমরা করিবে যবে কোলাহল,
হাসিতে হাসিতে মরণের দ্বারে
　বারে বারে দিবে নাড়া—
সেই কলরবে অন্তরমাঝে
　পাব, পাব আমি সাড়া!

———

২১

বহুরে যা এক করে ; বিচিত্রেরে করে যা সরস ;—
প্রভূতেরে করি' আনে নিজ ক্ষুদ্র তর্জ্জনীর বশ ;
বিবিধ-প্রয়াস-ক্ষুব্ধ দিবসেরে ল'য়ে আসে ধীরে
সুপ্তিসুনিবিড় শান্ত স্বর্ণময় সন্ধ্যার তিমিরে
ধ্রুবতারা-দীপ-দীপ্ত সুতৃপ্ত নিভৃত অবসানে ;
বহুবাক্য-ব্যাকুলতা ডুবায় যা একখানি গানে
বেদনার সুধারসে,—সেই প্রেম হ'তে মোরে প্রিয়া
রেখো না বঞ্চিত করি ;—প্রতিদিন থাকিয়ো জাগিয়া
আমার দিনান্ত মাঝে, কঙ্কণের কনক কিরণ
নিদ্রার আঁধারপটে আঁকি দিবে সোনার স্বপন ;
তোমার চরণ-পাত মোর স্তব্ধ সায়াহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দে পড়িবে ধরা আরক্তিম অলক্ত-আভাসে,
এ জীবন নিয়ে যাবে অনিমেষ নয়নের টানে
তোমার আপন কক্ষে পরিপূর্ণ মরণের পানে।

২২

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি ;
যে ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব্ব চরাচরে,
যে ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,—
যে ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণগন্ধগীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

২৩

জ্বালো ওগো জ্বালো ওগো সন্ধ্যাদীপ জ্বালো !
হৃদয়ের একপ্রান্তে ওইটুকু আলো
স্বহস্তে জাগায়ে রাখ ! তাহারি পশ্চাতে
আপনি বসিয়া থাক আসন্ন এ রাতে
যতনে বাঁধিয়া বেণী আজি রক্তাম্বরে
আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত কাড়িবার তরে
জীবনের জাল হ'তে। বুঝিয়াছি আজি
বহুকর্ম্মকীর্ত্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি
শুষ্ক বোঝা হ'য়ে থাকে, সব হয় মিছে
যদি সেই স্তূপাকার উদ্যোগের পিছে
না থাকে একটি হাসি ; নানা দিক্ হ'তে
নানা দর্প নানা চেষ্টা সন্ধ্যার আলোতে
এক গৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির
একটি প্রেমের পায়ে শ্রান্ত নতশির।

২৪

গোধূলি নিঃশব্দে আসি আপন অঞ্চলে ঢাকে যথা
কর্ম্মক্লান্ত সংসারের যত ক্ষত যত মলিনতা,
ভগ্ন-ভবনের দৈন্য, ছিন্ন-বসনের লজ্জা যত—
তব লাগি স্তব্ধ শোক স্নিগ্ধ দুই হাতে সেই মত
প্রসারিত করে' দিক্ অবারিত উদার তিমির
আমার এ জীবনের বহু ক্ষুব্ধ দিনযামিনীর
স্খলন খণ্ডতা ক্ষতি ভগ্ন-দীর্ণ জীর্ণতার পরে,—
সব ভালো মন্দ নিয়ে মোর প্রাণ দিক্ এক করে'
বিষাদের একখানি স্বর্ণময় বিশাল বেষ্টনে।
আজ কোনো আকাঙ্ক্ষার কোনো ক্ষোভ নাহি থাক্ মনে,
অতীত অতৃপ্তি পানে যেন নাহি চাই ফিরে ফিরে—
যাহা কিছু গেছে যাক্, আমি চলে' যাই ধীরে ধীরে
তোমার মিলনদীপ অকম্পিত যেথায় বিরাজে
ত্রিভুবন দেবতার ক্লান্তিহীন আনন্দের মাঝে।

———

২৫

জাগ রে জাগ রে চিত্ত জাগ রে !
জোয়ার এসেছে অশ্রুসাগরে !
কূল তা'র নাহি জানে,
বাঁধ আর নাহি মানে,
তাহারি গর্জ্জনগানে জাগ রে !
তরী তোর নাচে অশ্রুসাগরে !

আজি এ উষার পুণ্য-লগনে
উঠেছে নবীন সূর্য্য গগনে।
দিশাহারা বাতাসেই
বাজে মহামন্ত্র সেই
অজানা যাত্রার এই লগনে
দিক্ হ'তে দিগন্তের গগনে।

জানি না উদার শুভ্র-আকাশে
কি জাগে অরুণদীপ্ত আভাসে।
জানি না কিসের লাগি
অতল উঠেছে জাগি
বাহু তোলে কারে মাগি আকাশে,
পাগল কাহার দীপ্ত আভাসে !

স্মরণ

শূন্য মরুময় সিন্ধু-বেলাতে
বন্যা মাতিয়াছে রুদ্র-খেলাতে।
হেথায় জাগ্রত দিন
বিহঙ্গের গীতহীন,
শূন্য এ বালুকা-লীন বেলাতে,
এই ফেন-তরঙ্গের খেলাতে।

দুলে রে, দুলে রে, অশ্রু দুলে রে
আঘাত করিয়া বক্ষ-কূলেরে।
সম্মুখে অনন্ত লোক
যেতে হবে যেথা হোক্‌,
অকূল আকুল শোক দুলে রে
ধায় কোন্‌ দূর স্বর্ণ-কূলে রে !

আঁকড়ি থেকো না অন্ধ ধরণী,
খুলে দে খুলে দে বন্ধ তরণী !
অশান্ত পালের পরে
বায়ু লাগে হাহা করে',
দূরে তোর থাক পড়ে' ধরণী !
আর না রাখিস্‌ রুদ্ধ তরণী !

২৬

আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিয়া র'ব দুয়ারে,
রাখিব জ্বালি' আলো।
তুমি ত ভালো বেসেছ আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।
আমার লাগি তোমারে আর হবে না কভু সাজিতে,
তোমার লাগি আমি
এখন হ'তে হৃদয় খানি সাজায়ে ফুল-রাজিতে
রাখিব দিনযামী।

তোমার বাহু কত না দিন শ্রান্তিদুখ ভুলিয়া
গিয়েছে সেবা করি।
আজিকে তা'রে সকল তা'র কর্ম্ম হ'তে তুলিয়া
রাখিব শিরে ধরি'।
এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি চলিলে
সঁপিয়া মনপ্রাণ,
এখন হ'তে আমার পূজা লহ গো আঁখি-সলিলে,
আমার স্তবগান।

২৭

ভালো তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা,
তোমার হাসিটি ছিল বড় সুখে ভরা।
মিলি নিখিলের স্রোতে
জেনেছিলে খুসি হ'তে,
হৃদয়টি ছিল তাই হৃদিপ্রাণহরা।
তোমার আপন ছিল এই শ্যাম ধরা।

আজি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়া
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া।
তোমার সে হাসিটুক,
সে চেয়ে-দেখার সুখ
সবারে পরশি চলে বিদায় গাহিয়া
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়া।

তোমার সে ভালো-লাগা মোর চোখে আঁকি,
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।
আজি আমি একা-একা
দেখি দুজনের দেখা,
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি,
আমার তারায় তব মুগ্ধদৃষ্টি আঁকি।

স্মরণ

এই যে শীতের আলো শিহরিছে বনে,
শিরীষের পাতাগুলি ঝরিছে পবনে—
তোমার আমার মন
খেলিতেছে সারাক্ষণ
এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে,
এই শীত-মধ্যাহ্নের মর্ম্মরিত বনে।

আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ।
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হ'য়ে আছ
আমারি জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ!

উৎসর্গ

রেভারেণ্ড সি, এফ্, এণ্ডরুজ্

প্রিয়বন্ধুবরেষু

শান্তিনিকেতন

১লা বৈশাখ

১৩২১

১

ভোরের পাখী ডাকে কোথায়
ভোরের পাখী ডাকে !
ভোর না হ'তে ভোরের খবর
কেমন করে' রাখে !
এখনো যে আঁধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি
কালীবরণ পুচ্ছ-ডোরের
হাজার লক্ষ পাকে।
ঘুমিয়ে-পড়া বনের কোণে
পাখী কোথায় থাকে !

ওগো তুমি ভোরের পাখী,
ভোরের ছোট পাখী,
কোন্ অরুণের আভাস পেয়ে
মেল তোমার আঁখি !
কোমল তোমার পাখার পরে
সোনার রেখা স্তরে স্তরে,

উৎসর্গ

বাঁধা আছে ডানায় তোমার
ঊষার রাঙা রাখী।
ওগো তুমি ভোরের পাখী,
ভোরের ছোট পাখী!

রয়েছে বট, শতেক জটা
ঝুল্‌চে মাটি ব্যেপে,
পাতার উপর পাতার ঘটা
উঠ্‌ছে ফুলে' কেঁপে।
তাহারি কোন্ কোণের শাখে
নিদ্রাহারা ঝিঁঝির ডাকে
বাঁকিয়ে গ্রীবা ঘুমিয়েছিলে
পাখাতে মুখ ঝেঁপে,
যেখানে বট দাঁড়িয়ে একা
জটায় মাটি ব্যেপে!

ওগো ভোরের সরল পাখী
কহ আমায় কহ—
ছায়ায় ঢাকা দ্বিগুণ রাতে
ঘুমিয়ে যখন রহ,
হঠাৎ তোমার কুলায় পরে
কেমন করে' প্রবেশ করে

উৎসর্গ

আকাশ হ'তে আঁধার পথে
   আলোর বার্ত্তাবহ ?
ওগো ভোরের সরল পাখী
   কহ আমায় কহ !

কোমল তোমার বুকের তলে
   রক্ত নেচে উঠে,
উড়্‌বে বলে' পুলক জাগে
   তোমার পক্ষপুটে।
চক্ষু মেলি পূবের পানে
নিদ্রাভাঙা নবীন গানে
অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তোমার
   উৎসসমান ছুটে !
কোমল তোমার বুকের তলে
   রক্ত নেচে উঠে।

এত আঁধারমাঝে তোমার
   এতই অসংশয় !
বিশ্বজনে কেহই তোরে
   করে না প্রত্যয়।
তুমি ডাক—"দাঁড়াও পথে,
সূর্য্য আসেন স্বর্ণরথে,

উৎসর্গ

রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয় !”
এত আঁধারমাঝে তোমার
এতই অসংশয় !

আনন্দেতে জাগো আজি
আনন্দেতে জাগো !
ভোরের পাখী ডাকে যে ঐ
তন্দ্রা এখন না গো।
প্রথম আলো পড়ুক্ মাথায়,
নিদ্রা-ভাঙা আঁখির পাতায়,
জ্যোতির্ম্ময়া উদয়-দেবীর
আশীর্ব্বচন মাগো !
ভোরের পাখী গাহিছে ঐ,
আনন্দেতে জাগো।

২

কেবল তব মুখের পানে
চাহিয়া
বাহির হ'নু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া।
অরুণ আজি উঠেছে,
অশোক আজি ফুটেছে,
না ষদি উঠে, না যদি ফুটে,
তবুও আমি চলিব ছুটে,
তোমার মুখে চাহিয়া।

নয়ন পাতে ডেকেছ মোরে
নীরবে।
হৃদয় মোর নিমেষ মাঝে
উঠেছে ভরি' গরবে।
শঙ্খ তব বাজিল,
সোনার তরী সাজিল,
না যদি বাজে, না যদি সাজে,
গরব যদি টুটে গো লাজে,
চলিব তবু নীরবে।

উৎসর্গ

কথাটি আমি শুধাবনাক
তোমারে।
দাঁড়াবনাক ক্ষণেক তরে
দ্বিধার ভরে দুয়ারে।
বাতাসে পাল ফুলিছে,
পতাকা আজি দুলিছে,
না যদি ফুলে, না যদি দুলে,
তরণী যদি না লাগে কূলে,
শুধাবনাক তোমারে।

৬

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।
ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশ-চকিত,
কোথা গো স্বপনবিহারী!
তুমি এস এস গভীর গোপনে,
এস গো নিবিড় নীরব চরণে,
বসনে প্রদীপ নিবারি,
এস গো গোপনে!
মোর কিছু ধন আছে সংসারে
বাকি সব আছে স্বপনে
নিভৃত স্বপনে।

উৎসর্গ

রাজপথ দিয়ে আসিয়ো না তুমি
পথ ভরিয়াছে আলোকে,
প্রখর আলোকে।
সবার অজানা, হে মোর বিদেশী,
তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপনবিহারী!
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি
পরম পুলকে।
এস প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে,
এসো না পথের আলোকে
প্রখর আলোকে!

———

২

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
ছলনা,
যে কথা তুমি বলিতে চাও
সে কথা তুমি বল না!

তোমারে পাছে সহজে ধরি
কিছুরি তব কিনারা নাই,
দশের দলে টানি গো পাছে
বিরূপ তুমি, বিমুখ তাই।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
ছলনা,
যে পথে তুমি চলিতে চাও
সে পথে তুমি চল না!

উৎসর্গ

সবার চেয়ে অধিক চাহ
তাই কি তুমি ফিরিয়া যাও?
হেলার ভরে খেলার মত
ভিক্ষাঝুলি ভাসায়ে দাও?
বুঝেছি আমি বুঝেছি তব
ছলনা,
সবার যাহে তৃপ্তি হ'ল
তোমার তাহে হ'ল না!

৫

আপনারে তুমি করিবে গোপন
কি করি ?
হৃদয় তোমার আঁখির পাতায়
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি !
আজ আসিয়াছ কৌতুক-বেশে,
মাণিকের হার পরি এলোকেশে,
নয়নের কোণে আধ হাসি হেসে
এসেছ হৃদয়-পুলিনে।
ভুলিনে তোমার বাঁকা কটাক্ষে,
ভুলিনে চতুর নিঠুর বাক্যে
ভুলিনে !
কর-পল্লবে দিলে যে আঘাত
করিব কি তাহে আঁখিজলপাত
এমন অবোধ নহি গো !
হাস তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো !

উৎসর্গ

আজ এই বেশে এসেছ আমায়
ভুলাতে !
কভু কি আসনি দীপ্ত ললাটে
স্নিগ্ধ পরশ বুলাতে ?
দেখেছি তোমার মুখ কথাহারা
জলে ছলছল ম্লান আঁখিতারা,
দেখেছি তোমার ভয়-ভরে সারা
করুণ পেলব মূরতি।
দেখেছি তোমার বেদনা-বিধুর
পলক-বিহীন নয়নে মধুর
মিনতি।
আজি হাসিমাখা নিপুণ শাসনে
তরাস আমি যে পাব মনে মনে
এমন অবোধ নহি গো !
হাস তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো !

উৎসর্গ

তোমায় চিনি ব'লে' আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে ;
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়—
"কে গো সে"—শুধায় তব পরিচয়,
"কে গো সে ?"—
তখন কি কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি "কি জানি কি জানি !"
তুমি শুনে হাস, তা'রা দুষে মোরে
কি দোষে !

তোমার অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি
অনেক গানে।
গোপন বারতা লুকায়ে রাখিতে
পারিনি আপন প্রাণে !

উৎসর্গ

কত জন মোরে ডাকিয়া কয়েছে—
"যা গাহিছ তা'র অর্থ রয়েছে
কিছু কি ?"
তখন কি কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি "অর্থ কি জানি !"
তা'রা হেসে যায়, তুমি হাস বসে'
মুচুকি।

তোমায় জানি না চিনি না এ কথা বল ত
কেমনে বলি ?
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও,
খনে খনে যাও ছলি !
জ্যোৎস্না নিশীথে, পূর্ণ শশীতে,
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
লখিতে !
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি,
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি,
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
চকিতে !

উৎসর্গ

তোমায় খনে খনে আমি বাঁধিতে চেয়েছি
কথার ডোরে।
চিরকাল তরে গানের স্থরেতে
রাখিতে চেয়েছি ধরে' !
সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁশিতে ভরেছি কোমল নিখাদ,
তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি
দিলে কি ?
কাজ নাই, তুমি যা খুসি তা কর,
ধরা নাই দাও, মোর মন হর',
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন
পুলকি !

৭

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগসম !
ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল করে' চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না !

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম !
বাহু মেলি তা'রে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে' চাই
যাহা পাই তাহা চাই না !

উৎসর্গ

নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে
চাহে যেন বাঁশি মম,
উতলা পাগলসম !
যারে বাঁধি ধরে' তা'র মাঝে আর
রাগিণী খুঁজিয়া পাই না !
যাহা চাই তাহা ভুল করে' চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

৮

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী !
দিন চলে' যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী !
আমি সুদূরের পিয়াসী !
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর ! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাশরি !

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী !
তুমি দুর্লভ দুরাশার মত
কি কথা আমায় শুনাও সতত,
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী !
হে সুদূর, আমি প্রবাসী !

উৎসর্গ

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ
সে কথা যে যাই পাশরি'!

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী!
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরু-মর্ম্মরে, ছায়ার খেলায়
কি মূরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি!
হে সুদূর, আমি উদাসী!
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাশরি'।

———

৯

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হ'য়ে—
কাঁদিছে আপন মনে,—
কুসুমের দলে বন্ধ হ'য়ে
করুণ কাতর স্বনে
কহিছে সে—হায় হায়,
বেলা যায় বেলা যায় গো
ফাগুনের বেলা যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
কুসুম ফুটিবে, বাঁধন টুটিবে,
পূরিবে সকল কামনা!
নিঃশেষ হ'য়ে যাবি যবে তুই
ফাগুন তখনো যাবে না!

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে
ফিরিছে আপন মাঝে,
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কি জানি কিসের কাজে।
কহিছে সে—হায় হায়,
কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
না জানিয়া দিন যায়।

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা
দখিন-পবন দ্বারে দিয়া কান
জেনেছেরে তোর কামনা।
আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চলে' যাবে না।

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে'-
ভাবিছে উদাস পারা,—
জীবন আমার কাহার দোষে
এমন অর্থ-হারা!
কহিছে সে—হায় হায়!
কেন আমি কাঁদি, কেন আছি গো
অর্থ না বুঝা যায়!
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা!
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পূরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি;
জনম ব্যর্থ যাবে না!

১০

আমার মাঝারে যে আছে, কে গো সে,
কোন্ বিরহিণী নারী ?
আপন করিতে চাহিনু তাহারে,
কিছুতেই নাহি পারি !
রমণীরে কেবা জানে—
মন তা'র কোন্ খানে !
সেবা করিলাম দিবানিশি তা'র,
গাঁথি' দিনু গলে কত ফুলহার,
মনে হ'ল, সুখে প্রসন্ন মুখে
চাহিল সে মোর পানে।
কিছু দিন যায়, একদিন হায়
ফেলিল নয়ন-বারি—
"তোমাতে আমার কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী।

রতনে জড়িত নূপুর তাহারে
পরায়ে দিলাম পায়ে,
রজনী জাগিয়া ব্যজন করিনু
চন্দন-ভিজা বায়ে।

রমণীরে কেবা জানে—
মন তা'র কোন্ খানে !
কনক-খচিত পালঙ্ক 'পরে
বসানু তাহারে বহু সমাদরে,
মনে হ'ল হেন হাসিমুখে যেন
চাহিল সে মোর পানে !
কিছু দিন যায়, লুটায়ে ধূলায়
ফেলিল নয়ন-বারি—
"এ সবে আমার কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী ।

বাহিরে আনিনু তাহারে, করিতে
হৃদয় দিগ্বিজয় ।
সারথি হইয়া রথখানি তা'র
চালানু ধরণীময় ।
রমণীরে কেবা জানে—
মন তা'র কোন্ খানে !
দিকে দিকে লোক সঁপি দিল প্রাণ,
দিকে দিকে তা'র উঠে চাটু গান,
মনে হ'ল তবে দীপ্ত গরবে
চাহিল সে মোর পানে !

কিছু দিন যায় মুখ সে ফিরায়
ফেলে সে নয়ন-বারি।
"হৃদয় কুড়ায়ে কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী।

আমি কহিলাম "কারে তুমি চাও
ওগো বিরহিণী নারী!"
সে কহিল "আমি যারে চাই, তা'র
নাম না কহিতে পারি!"
রমণীরে কেবা জানে—
মন তা'র কোন খানে!
সে কহিল "আমি যারে চাই তা'রে
পলকে যদি গো পাই দেখিবারে,
পুলকে তখনি লব তা'রে চিনি,
চাহি তা'র মুখ পানে!"
দিন চলে' যায়, সে কেবল হায়
ফেলে নয়নের বারি।
"অজানারে কবে আপন করিব"
কহে বিরহিণী নারী।

১১

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ!
প্রভাতে আজ পেয়েছি তা'র চিঠি!
পেয়েছি তাই সুখে আছি,
পেয়েছি এই সুখ
কারেও আমি দেখাবনাক সেটি!
লিখন আমি নাহিক জানি
বুঝি না কি যে রয়েছে বাণী,
যা আছে থাক্ আমার থাক্ তাহা!
পেয়েছি এই হরষে আজি
পবনে উঠে বাঁশরি বাজি',
পেয়েছি সুখে পরাণ গাহে আহা!

পণ্ডিত সে কোথা আছে,
শুনেছি নাকি তিনি
পড়িয়া দেন লিখন নানামত!
যাব না আমি তাঁর কাছে,
তাঁহারে নাহি চিনি,
থাকুন ল'য়ে পুরানো পুঁথি যত!

উৎসর্গ

শুনিয়া কথা পাব না দিশে,
বুঝেন কি না বুঝিব কিসে,
ধন্দ ল'য়ে পড়িব মহাগোলে।
তাহার চেয়ে এ লিপিখানি
মাথায় কভু রাখিব আনি
যতনে কভু তুলিব ধরি কোলে

রজনী যবে আঁধারিয়া
আসিবে চারিধারে,
গগনে যবে উঠিবে গ্রহতারা ;
ধরিব লিপি প্রসারিয়া
বসিয়া গৃহদ্বারে
পুলকে র'ব হ'য়ে পলক-হারা !
তখন নদী চলিবে বাহি'
যা আছে লেখা তাহাই গাহি ;
লিপির গান গাবে বনের পাতা ;
আকাশ হ'তে সপ্তঋষি
গাহিবে ভেদি' গহন নিশি
গভীর তানে গোপন এই গাথা।

উৎসর্গ

বুঝি না বুঝি ক্ষতি কিবা,
র'ব অবোধসম,
পেয়েছি যাহা কে লবে তাহা কাড়ি' !
রয়েছে যাহা নিশিদিবা
রহিবে তাহা মম,
বুকের ধন যাবে না বুক ছাড়ি'।
খুঁজিতে গিয়া বৃথাই খুঁজি,
বুঝিতে গিয়া ভুল যে বুঝি,
ঘুরিতে গিয়া কাছেরে করি দূর।
না বোঝা মোর লিখনখানি
প্রাণের বোঝা ফেলিল টানি',
সকল গানে লাগায়ে দিল সুর।

১২

হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা !
ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারিনে সেবা !
শিশির কহিল কাঁদিয়া—
"তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহিক আমার বল !
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল !"

"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।"
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
"ছোট হ'য়ে আমি রহিব তোমারে ভরি',
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি'।"

১৩

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালো বেসেছি।
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে'
শুধু তুমি আমি এসেছি।
দেখি চারিদিক পানে,
কি যে জেগে ওঠে প্রাণে!
তোমার আমার অসীম মিলন
যেন গো সকল খানে!
কত যুগ এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি।
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।

তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।

উৎসর্গ

মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,
মূক মেদিনীর মর্ম্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি!

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী;
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমার স্মৃতি,
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তা'র
গোপনে রয়েছে নিতি।
প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে
কতবা উঠিছে মেলিয়া—
পিতামহদের জীবনে আমরা
দুজনে এসেছি খেলিয়া!

উৎসর্গ

লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাঁথনি কি মোর জীবনে ?
সে প্রভাতে কোন্ খানে
জেগেছিনু কেবা জানে !
কি মূরতি মাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে !
হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া ;
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
র'বে চিরদিন ধরিয়া !

১৪

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া :
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তা'রে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে
ফুল-সুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলন-বিহীন
মিলনের শুভ লগনে।
আপনার যারা আছে চারিভিতে
পারিনি তাদের আপন করিতে,
তা'রা নিশি দিসি জাগাইছে চিতে
বিরহ-বেদনা সঘনে।
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে
ফিরে প্রাণ সারা গগনে।

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, ক'ব তা কেমনে ?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে !
সেই মূক মাটী মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে ।

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে !
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে !
যে ভাষায় তা'রা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি ;
চিরদিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে !
অনাদি ঊষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে ।

উৎসর্গ

এ সাত-মহলা ভবনে আমার,
চির-জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে?
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চির-জনমের ভিটাতে!

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধূলারেও মানি আপনা;
ছোট-বড়-হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা;
হই যদি মাটী, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা;
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্ত-বিহীন আপনা।

উৎসর্গ

বিশাল বিশ্বে চারি দিক হ'তে
প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে।
ওরে মাটী, তুই আমারে কি চাস ?
মোর তরে জল দু'হাত বাড়াস ?
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস
চির আহ্বান আনিছে।
পর ভাবি যারে তা'রা বারে বারে
সবাই আমারে টানিছে।

আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়,
আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যায় ঘেরে ছোট কণাটিরে
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।
জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চির-গৌরব —
এ কথা না যদি শিখিলে,
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।

উৎসর্গ

ধূলা সাথে আমি ধূলা হ'য়ে র'ব
সে গৌরবের চরণে।
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল
তাঁর পূজারতি বরণে।
যেথা যাই আর যেথায় চাহিরে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে
জনমে জনমে মরণে!
যাহা হই আমি তাই হ'য়ে র'ব
সে গৌরবের চরণে।

ধন্য রে আমি অনন্ত কাল,
ধন্য আমার ধরণী!
ধন্য এ মাটী, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণ-বরণী!
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে!
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন-তরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি
ধন্য এ মোর ধরণী!

১৫

আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই
কিসের বাতাস লেগেছে,—
জগৎ-ঘূর্ণী জেগেছে !
ঝলকি' উঠেছে রবিশশাঙ্ক
ঝলকি' উঠেছে তারা,
অযুত চক্র ঘুরিয়া উঠেছে
অবিরাম মাতোয়ারা।
স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণির মাঝখানে—
সেইখান হ'তে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্যপানে !
সুন্দরী ওগো সুন্দরী !
শতদলদলে ভুবনলক্ষ্মী
দাঁড়ায়ে রয়েছ মরি মরি !
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে,
অচল তোমার রূপরাশি !
নানাদিক হ'তে নানা দিন দেখি,—
পাই দেখিবারে ওই হাসি !

উৎসর্গ

জনমে মরণে আলোকে আঁধারে
চলেছি হরণে পূরণে,
ঘুরিয়া চলেছি ঘুরণে !
কাছে যাই যার দেখিতে দেখিতে
চলে' যায় সেই দূরে,
হাতে পাই যারে, পলক ফেলিতে
তা'রে ছুঁয়ে যাই ঘুরে।
কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক,
রাখিতে পারিনে কিছু,
মত্ত হৃদয় ছুটে' চলে' যায়
ফেনপুঞ্জের পিছু।
হে প্রেম, হে ধ্রুবসুন্দর !
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘূর্ণার পাকে খরতর !
দ্বীপগুলি তব গীতমুখরিত,
ঝরে নির্ঝর কলভাষে,
অসীমের চির-চরম শান্তি
নিমেষের মাঝে মনে আসে।

—

১৬

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কি বেশে!
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে!
ললাট তোমার নীল নভতল,
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
নীরব আশিষসম হিমাচল
তব বরাভয় কর',—
সাগর তোমার পরশি' চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ;
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে।

উৎসর্গ

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
অতীতের তপোবনেতে,—
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
প্রভাতে, হে দেব, তরুণ তপনে
দেখা দাও যবে উদয়-গগনে
মুখ আপনার ঢাকি আবরণে
হিরণ-কিরণে গাঁথা,—
তখন ভারতে শুনি চারিভিতে
মিলি কাননের বিহঙ্গ গীতে,
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
উঠে গায়ত্রীগাথা !
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে
শুনিনু আজিকে নিমেষে,
অতীত হইতে উঠিছে, হে দেব,
তব গান মোর স্বদেশে !

নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানি না
কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গলশঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে !

উৎসর্গ

ডুবায়ে ধরার রণহুঙ্কার
ভেদি বণিকের ধনঝঙ্কার
মহাকাশতলে উঠে ওঙ্কার
কোনো বাধা নাহি মানি।
ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে
দাঁড়ায়ে ভারতী তব পদতলে,
সঙ্গীততানে শূন্যে উথলে
অপূর্ব্ব মহাবাণী।
নয়ন মুদিয়া ভাবীকালপানে
চাহিনু, শুনিনু নিমেষে
তব মঙ্গলবিজয় শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে!

১৭

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কা'র যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

১৮

তোমার বীণায় কত তার আছে
কত না সুরে,
আমি তার সাথে আমার তারটি
দিবগো জুড়ে।
তার পর হ'তে প্রভাতে সাঁঝে
তব বিচিত্র রাগিণী মাঝে
আমারো হৃদয় রণিয়া রণিয়া
বাজিবে তবে ;
তোমার সুরেতে আমার পরাণ
জড়ায়ে র'বে।

তোমার তারায় মোর আশাদীপ
রাখিব জ্বালি'।
তোমার কুসুমে আমার বাসনা
দিব গো ঢালি'।
তা'র পর হ'তে নিশীথে প্রাতে
তব বিচিত্র শোভার সাথে
আমারো হৃদয় জ্বলিবে, ফুটিবে
দুলিবে সুখে,
মোর পরাণের ছায়াটি পড়িবে
তোমার মুখে।

১৯

হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহ-দুয়ারে—
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই,
মাঝে মাঝে তবু ভুলে যাই
চেয়ে চেয়ে দেখি কে আসে কে যায়
কোথা হ'তে যায় কোথা রে !

কেহ নাহি চায় থামিতে
শিরে ল'য়ে বোঝা চলে' যায় সোজা
না চাহে দখিনে বামেতে।
বকুলের শাখে পাখী গায়,
ফুল ফুটে তব আঙিনায়,
না দেখিতে পায় না শুনিতে চায়,
কোথা যায় কোন্ গ্রামেতে !

বাঁশি লই আমি তুলিয়া।
তারা ক্ষণতরে পথের উপরে
বোঝা ফেলে বসে ভুলিয়া।
আছে যাহা চিরপুরাতন
তা'রে পায় যেন হারাধন,
বলে "ফুল এ কি ফুটিয়াছে দেখি!
পাখী গায় প্রাণ খুলিয়া!"

হে রাজন্ তুমি আমারে
রেখো চিরদিন বিরামবিহীন
তোমার সিংহ-দুয়ারে!
যারা কিছু নাহি কহে' যায়,
সুখ-দুখ-ভার বহে' যায়,
তা'রা ক্ষণতরে বিস্ময়ভরে
দাঁড়াবে পথের মাঝারে,
তোমার সিংহ-দুয়ারে!

———

২০

দুয়ারে তোমার ভিড় করে' যারা আছে,
ভিক্ষা তাদের চুকাইয়া দাও আগে।
মোর নিবেদন নিভৃতে তোমার কাছে,
সেবক তোমার অধিক কিছু না মাগে।
ভাঙিয়া এসেছি ভিক্ষাপাত্র,
শুধু বীণাখানি রেখেছিমাত্র,
বসি' এক ধারে পথের কিনারে
বাজাই সে বীণা দিবসরাত্র।

দেখ কতজন মাগিছে রতন ধূলি,
কেহ আসিয়াছে যাচিতে নামের ঘটা,—
ভরি নিতে চাহে কেহ বিদ্যার ঝুলি,
কেহ ফিরে যাবে ল'য়ে বাক্যের ছটা।
আমি আনিয়াছি এ বীণা যন্ত্র,
তব কাছে লব গানের মন্ত্র,
তুমি নিজ হাতে বাঁধ এ বীণায়
তোমার একটি স্বর্ণতন্ত্র।

নগরের হাটে করিব না বেচাকেনা,
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোনো কাজে,
পাব না কিছুই, রাখিব না কারো দেনা,
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।
তরুতলে বসি মন্দ-মন্দ
ঝঙ্কার দিব কত-কি ছন্দ,
যত গান গাব, তব বাঁধা তারে
বাজিবে তোমার উদার মন্দ্র।

২১

বাহির হইতে দেখো না এমন করে',
আমায় দেখো না বাহিরে !
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।

সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে,
মেঘগর্জ্জনে ছুটে ঝঞ্ঝার মাঝে,
নীরব মন্দ্রে নিশীথ-আকাশে রাজে
আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া,-
আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে,
গরজি ছুটিয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে
বিপুল ছন্দে উদার মন্দ্রে মাতিয়া।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে-হরিতে,

সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া ;—
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে ?

নর-অরণ্যে মর্ম্মর-তান তুলি
যৌবন-বনে উড়াই কুসুমধূলি,
চিত্ত-গুহায় সুপ্ত রাগিণীগুলি
শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া
নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি'
গগনের কোণে মেলি পুলকিত আঁখি,
নীরব প্রদোষে করুণ-কিরণে ঢাকি'
থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া।

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।
নাহি জানি আমি কি পাখা লইয়া উড়ি,
খেলাই ভুলাই দুলাই ফুটাই কুঁড়ি,
কোথা হ'তে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি
সন্ধান তা'র বলিতে পারি না কাহারে।

উৎসর্গ

যে আমি স্বপন-মূরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে!
মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমিষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

২২

আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী,
আছি আমি বিশ্ব-কেন্দ্রস্থলে। "আছি আমি"
এ কথা স্মরিলে মনে মহান বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে। "আছি আর আছে"
অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার কাছে
শুধাইব অর্থ এর? তত্ত্ববিদ্ তাই
কহিতেছে, "এ নিখিলে আর কিছু নাই,
শুধু এক আছে।" করে তা'রা একাকার
অস্তিত্ব-রহস্যরাশি করি অস্বীকার।
একমাত্র তুমি জান এ ভব-সংসারে
যে আদি গোপন তত্ত্ব,—আমি কবি তা'রে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া।

২৩

শূন্য ছিল মন,
নানা কোলাহলে ঢাকা,
নানা-আনাগোনা-আঁকা
দিনের মতন।
নানা জনতায় ফাঁকা,
কর্ম্মে অচেতন
শূন্য ছিল মন।

জানি না কখন এল নূপুর-বিহীন
নিঃশব্দ গোধূলি।
দেখি নাই স্বর্ণ-রেখা,
কি লিখিল শেষ লেখা
দিনান্তের তুলি।
আমি যে ছিলাম একা
তা-ও ছিনু ভুলি।
আইল গোধূলি।

হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মত
কোন্ স্বর্গ হ'তে
চাঁদখানি ল'য়ে হেসে
শুক্ল-সন্ধ্যা এল ভেসে

আঁধারের স্রোতে।
বুঝি সে আপনি মেশে
আপন আলোতে।
এল কোথা হ'তে!

অকস্মাৎ-বিকশিত পুষ্পের পুলকে
তুলিলাম আঁখি।
আর কেহ কোথা নাই
সে শুধু আমারি ঠাঁই
এসেছে একাকী।
সম্মুখে দাঁড়াল তাই
মোর মুখে রাখি
অনিমেষ আঁখি।

রাজহংস এসেছিল কোন্ যুগান্তরে
শুনেছি পুরাণে।
দময়ন্তী আলবালে
স্বর্ণঘটে জল ঢালে
নিকুঞ্জ-বিতানে,—
কার কথা হেনকালে
কহি গেল কানে
শুনেছি পুরাণে।

উৎসর্গ

জ্যোৎস্নাসন্ধ্যা তারি মত আকাশ বহিয়া
এল মোর বুকে।
কোন্ দূর প্রবাসের
লিপিখানি আছে এর
ভাষাহীন মুখে!
সে যে কোন্ উৎসুকের
মিলন কৌতুকে
এল মোর বুকে!

দুইখানি শুভ্র ডানা ঘেরিল আমারে
সর্ব্বাঙ্গে হৃদয়ে।
স্কন্ধে মোর রাখি শির
নিস্পন্দ রহিল স্থির,
কথাটি না ক'য়ে।
কোন্ পদ্ম-বনানীর
কোমলতা ল'য়ে
পশিল হৃদয়ে?

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম
আছি আমি একা।
এই শুধু জানিলাম
জানি নাই তা'র নাম
লিপি যার লেখা।

উৎসর্গ

এই শুধু বুঝিলাম
না পাইলে দেখা
র'ব আমি একা।

ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয়, এ দিন-রজনী,
এ মোর জীবন।
হায় হায় চিরদিন
হ'য়ে আছে অর্থহীন
এ বিশ্বভুবন।
অনন্ত প্রেমের ঋণ
করিছে বহন
ব্যর্থ এ জীবন।

ওগো দূত দূরবাসী, ওগো বাক্যহীন,
হে সৌম্য-সুন্দর!
চাহি' তব মুখপানে
ভাবিতেছি মুগ্ধপ্রাণে
কি দিব উত্তর।
অশ্রু আসে দু'নয়ানে,
নির্ব্বাক্ অন্তর,
হে সৌম্য-সুন্দর!

২৪

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হ'তে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে!
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষ প্রান্তে উঠি আপনার
সহসা মুহূর্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তা'র,
ভুলিয়া গিয়েছে সব সুর,—সামগীত শব্দহারা
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরিণী ধারা!
হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দ্দম অগ্নিতাপবেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশে চেষ্টা তব হ'য়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ!
পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া।

২৫

ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হের আজি
তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরি পুলকিছে শ্যাম শস্পরাজি
প্রস্ফুটিত পুষ্পজালে ; বনস্পতি শত বরষার
আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তা'র
বল্কলে শৈবালে জটে ; সুদুর্গম তোমার শিখর
নির্ভয় বিহঙ্গ যত কলোল্লাসে করিছে মুখর।
আসি নরনারীদল তোমার বিপুল বক্ষপটে
নিঃশঙ্ক কুটীরগুলি বাঁধিয়াছে নির্ঝরিণীতটে।
যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে স্পর্দ্ধিতে আকাশ,
কম্পমান ভূমণ্ডলে, চন্দ্রসূর্য্য করিবারে গ্রাস,—
সেদিন, হে গিরি, তব এক সঙ্গী আছিল প্রলয় ;
যখনি থেমেছ তুমি বলিয়াছ, "আর নয়, নয়,"
চারিদিক হ'তে এল তোমা'পরে আনন্দ-নিশ্বাস,
তোমাব সমাপ্তি ঘেরি বিস্তারিল বিশ্বের বিশ্বাস।

২৬

আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জ্জনে
পাঠকের মত তুমি বসে' আছ অচল আসনে,
সনাতন পুঁথিখানি তুলিয়া লয়েছ অঙ্ক'পরে !
পাষাণের পত্রগুলি খুলিয়া গিয়াছে থরে থরে,
পড়িতেছ একমনে। ভাঙিল গড়িল কত দেশ,
গেল এল কত যুগ—পড়া তব হইল না শেষ।
আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা
ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেম-গাথা ?
নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্ব্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে ? কিছু নাহি চাহি যাঁর,
তিনি কেন চাহিলেন—ভালবাসিলেন নির্ব্বিকার,—
পরিলেন পরিণয়পাশ ? এই যে প্রেমের লীলা
ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা !

২৭

তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত
তপস্যার মত। স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত
নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জ্জনে,
নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জ্জনে।
তোমার সহস্রশৃঙ্গ-বাহু তুলি' কহিছ নীরবে
ঋষির আশ্বাসবাণী—"শুন শুন বিশ্বজন সবে
জেনেছি, জেনেছি আমি!" যে ওঙ্কার আনন্দ-আলোতে
উঠেছিল ভারতের বিরাট গভীর বক্ষ হ'তে
আদিঅন্তবিহীনের অখণ্ড অমৃত লোকপানে,
সে আজি উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাষাণে!
একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি-আহুতি
ভাষাহারা মহাবার্ত্তা প্রকাশিতে করেছে আকুতি,
সেই বহ্নিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্র উচ্ছ্বাসিছে মেঘধূম্রস্তূপে!

২৮

হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারংবার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মূরতি !
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,
দুর্গম দুঃসহ মৌন ; জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত
পূজাস্বর্ণপদ্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর
মহান্-দরিদ্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর।
হের তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে এ কি লীলা করেছে বেষ্টন—
মৌনেরে ঘিরিছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে
কোমল শ্যামলশোভা নিত্যনব পল্লবে কুসুমে
ছায়ারৌদ্রে মেঘের খেলায় ! গিরিশেরে রয়েছেন ঘিরি
পার্ব্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি।

২৯

ভারতসমুদ্র তা'র বাষ্পোচ্ছ্বাস নিশ্বসে গগনে
আলোক করিয়া পান, উদাস দক্ষিণ সমীরণে,
অনির্ব্বচনীয় যেন আনন্দের অব্যক্ত আবেগ !
উর্দ্ধবাহু হিমাচল, তুমি সেই উদ্বাহিত মেঘ
শিখরে শিখরে তব ছায়াচ্ছন্ন গুহায় গুহায়
রাখিছ নিরুদ্ধ করি,—পুনর্ব্বার উন্মুক্ত ধারায়
নূতন আনন্দ স্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে
অসীম জিজ্ঞাসারত সেই মহাসমুদ্রের চিতে।
সেইমত ভারতের হৃদয়সমুদ্র এতকাল
করিয়াছে উচ্চারণ উর্দ্ধপানে যে বাণী বিশাল,—
অনন্তের জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে—
রেখেছ সঞ্চয় করি হে হিমাদ্রি তুমি স্তব্ধশিরে।
তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
ভারতের পরিচয় শান্ত শিব অদ্বৈতের সনে।

উৎসর্গ

৩০

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি
হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ-নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে ?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে
যার তলে মগ্ন হ'য়ে মুহূর্ত্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি—এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্য্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষী-ধূলায় প্রস্তরে,—
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক 'পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে ! মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতি দূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীত কণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে ? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে ? সংযত গম্ভীর করি' মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে
লোক-লোকান্তের অন্তরালে,—যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে।

উৎসর্গ

হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জ্জনে
“উত্তিষ্ঠত নিবোধত!” ডাক শাস্ত্র-অভিমানীজনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হ'তে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
একত্রে দাঁড়াক্ তা'রা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া!
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক্ ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,—বসুক্ সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে!

7—24

৩১

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে ওগো,
দিক্‌দিগন্ত ঢাকি' !—
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে ওগো,
আমরা খাঁচার পাখী ;—
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর ?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া ?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া ?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকি ?—
তোমাপানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখী !

ফাল্গুন এলে সহসা দখিন পবন হ'তে
মাঝে মাঝে রহি' রহি'
আসিত সুবাস সুদূর কুঞ্জভবন হ'তে
অপূর্ব্ব আশা বহি'।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর,
কি মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুখ নাশিয়া
খাঁচার কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া

উৎসর্গ

ঘনমসী-আঁকা লোহার শলাকা
সোনার সুধায় মাখি'!
নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে
আমরা খাঁচার পাখী।

আজি দেখ ওই পূর্ব্ব অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা,—
আজি কোনো দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়েনি সোনার রেখা।
হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর।
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে,
কার সন্ধান করি অন্তরে-বাহিরে!
মরীচিকা ল'য়ে জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি
আমরা খাঁচার পাখী!

ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা!
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদনা যেন
ল'য়ে বৃথা আকুলতা!

উৎসর্গ

হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি ত লৌহডোর !
সকল মেঘের ঊর্দ্ধে যাওগো উড়িয়া,
সেথা ঢাল তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি"
কহ আমাদের ডাকি',
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখী !

৩২

নিবেদিল রাজভৃত্য,—"মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না ল'য়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নামসঙ্কীর্ত্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দরদর-উচ্ছলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন। ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি'
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হ'য়ে, দ্রুত পক্ষ মেলি'
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে, সেই মত নরনারীগণে
সোনার দেউল পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি'
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি'
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।"

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হ'তে নামি' গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে; কহিলেন নমি' তাঁর পায়ে,

উৎসর্গ

"হের প্রভু স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্ম্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়, তা'রে কেন করিয়া বর্জ্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে' ?"
"সে মন্দিরে দেব নাই"—কহে সাধু।

রাজা কহে রোষে

"দেব নাই ? হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মত কথা কহ !
রত্ন-সিংহাসনপরে দীপিতেছে রতন বিগ্রহ—
শূন্য তাহা ?"

"শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ"—সাধু কহে,
"আপনারে স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে !"
ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা,—"বিংশলক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির অম্বর ভেদিয়া,
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাই কোন স্থান ?"
শান্তমুখে কহে সাধু—"যে বৎসর বহ্নিদাহে
গৃহহীন প্রজাদলে এল চলে' প্রবাহে প্রবাহে
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে, তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশলক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি' তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সেদিন কহিলা ভগবান্—
আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান

অনন্ত নীলিমা মাঝে ; দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে,
সে আমারে গৃহ করে দান ?—চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীনসাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্রমাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে,
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্বুদ !"

রাজা জ্বলি' রোষানলে
কহিলেন, "রে ভণ্ড পামর ! মোর রাজ্য ত্যাগ করে'
এ মুহূর্ত্তে চলি' যাও।"

সন্ন্যাসী কহিল শান্তস্বরে—
"ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্ব্বাসনে
সেইখানে মহারাজ নির্ব্বাসিত কর ভক্তজনে।"

৩৩

যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে হে নারী,
কবির বিচিত্র গান নিতে পার কাড়ি'
আপন চরণপ্রান্তে ; তুমি মুগ্ধ চিতে
মগ্ন আছ আপনার গৃহের সঙ্গীতে।
স্তবে তব নাহি কান, তাই স্তব করি,
তাই আমি ভক্ত তব অনিন্দ্য সুন্দরী।
ভুবন তোমারে পূজে, জেনেও জান না ;
ভক্তদাসীসম তুমি কর আরাধনা
খ্যাতিহীন প্রিয়জনে। রাজমহিমারে
যে কর-পরশে তব পার করিবারে
দ্বিগুণ মহিমান্বিত, সে সুন্দর করে
ধূলি ঝাঁট দাও তুমি আপনার ঘরে।
সেই ত মহিমা তব সেই ত গরিমা,
সকল মাধুর্য্য চেয়ে তারি মধুরিমা!

৩৪

কত কি যে আসে কত কি যে যায়
বহিয়া চেতনা-বাহিনী !
আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তারি পড়ে' থাকে কত,—
ছিন্ন সূত্র বাছি' শত শত
তুমি গাঁথ বসে' কাহিনী,
ওগো একমনা, ওগো অগোচরা,
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী !

তব ঘরে কিছু ফেলা নাহি যায়
ওগো হৃদয়ের গেহিনী !
কত সুখ দুখ আসে প্রতিদিন
কত ভুলি, কত হয়ে আসে ক্ষীণ,
তুমি তাই লয়ে বিরামবিহীন
রচিছ জীবনকাহিনী।
আঁধারে বসিয়া কি যে কর কাজ
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী !

উৎসর্গ

কত যুগ ধরে' এমনি গাঁথিছ,
হৃদি-শতদলশায়িনী !
গভীর নিভৃতে মোর মাঝখানে
কি যে আছে কি যে নাই কেবা জানে,
কি জানি রচিলে আমার পরাণে
কত না যুগের কাহিনী !
কত জনমের কত বিস্মৃতি
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী !

৩৫

কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত! অনন্ত রাতে
কেন চেয়ে বসে' রও?
কথা কও, কথা কও!
যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগরতলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে!
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষ নীরব তাহার,—
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন;
তুমি তারে কোথা লও?
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও!

কথা কও, কথা কও!
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও!

উৎসর্গ

তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্ম্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে!
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে' যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা মাঝে
স্থির হ'য়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও!

কথা কও, কথা কও!
কোনো কথা কভু হারাওনি তুমি
সব তুমি তুলে লও,—
কথা কও, কথা কও!
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।

উৎসর্গ

যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হ'য়ে বও!
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও!

৩৬

দেখ চেয়ে গিরির শিরে
মেঘ করেছে গগন ঘিরে,
　　আর কোরো না দেরি!
ওগো আমার মনোহরণ,
ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরণ,
　　দাঁড়াও তোমায় হেরি!
দাঁড়াও গো ঐ আকাশকোলে,
দাঁড়াও আমার হৃদয় দোলে,
　　দাঁড়াও গো ঐ শ্যামলতৃণ'পরে,
আকুল চোখের বারি বেয়ে
দাঁড়াও আমার নয়ন ছেয়ে,
　　দাঁড়াও আমার জন্মজন্মান্তরে!
অমনি করে' ঘনিয়ে তুমি এস,
অমনি করে' তড়িৎ হাসি হেস,
　　অমনি করে' উড়িয়ে দিও কেশ।
অমনি করে' নিবিড় ধারাজলে
অমনি করে' ঘন তিমির তলে
　　আমায় তুমি কর নিরুদ্দেশ!

উৎসর্গ

ওগো তোমার দরশ লাগি,
ওগো তোমার পরশ মাগি,
গুমরে মোর হিয়া।
রহি রহি পরাণ বেপে
আগুনরেখা কেঁপে কেঁপে
যায় যে ঝলকিয়া।
আমার চিত্ত আকাশ জুড়ে
বলাকাদল যাচ্চে উড়ে
জানিনে কোন্ দূর সমুদ্রপারে!
সজলবায়ু উদাস ছুটে,
কোথায় গিয়ে কেঁদে উঠে
পথবিহীন গহন অন্ধকারে!
ওগো তোমার আন খেয়ার তরী,
তোমার সাথে যাব অকূল'পরি,
যাব সকল বাঁধন-বাধা-খোলা।
ঝড়ের বেলা তোমার স্মিতহাসি
লাগ্‌বে আমার সর্ব্বদেহে আসি,
তরাস-সাথে হরষ দিবে দোলা।

ঐ যেখানে ঈশানকোণে
তড়িৎ হানে ক্ষণে ক্ষণে
বিজন উপকূলে,

উৎসর্গ

তটের পায়ে মাথা কুটে'
তরঙ্গদল ফেনিয়ে উঠে
গিরির পদমূলে ;
ঐ যেখানে মেঘের বেণী
জড়িয়ে আছে বনের শ্রেণী
মর্ম্মরিছে নারিকেলের শাখা,
গরুড়সম ঐ যেখানে
ঊর্দ্ধশিরে গগনপানে
শৈলমালা তুলেছে নীল পাখা,
কেন আজি আনে আমার মনে
ঐখানেতে মিলে' তোমার সনে
বেঁধেছিলেম বহুকালের ঘর,
হোথায় ঝড়ের নৃত্যমাঝে
ঢেউয়ের সুরে আজো বাজে
যুগান্তরের মিলনগীতিস্বর।

কেগো চিরজনম ভরে'
নিয়েছ মোর হৃদয় হরে'
উঠ্‌ছে মনে জেগে!
নিত্যকালের চেনাশোনা
করচে আজি আনাগোনা
নবীন ঘন মেঘে!

উৎসর্গ

কত প্রিয়মুখের ছায়া
কোন্ দেহে আজ নিল কায়া,
ছড়িয়ে দিল দুঃখসুখের রাশি,
আজ্‌কে যেন দিশে দিশে
ঝড়ের সাথে যাচ্চে মিশে
কত জন্মের ভালবাসাবাসি!
তোমায় আমায় যতদিনের মেলা,
লোকলোকান্তে যত কালের খেলা
এক মুহূর্ত্তে আজ কর সার্থক।
এই নিমেষে কেবল তুমি একা,
জগৎ জুড়ে দাও আমারে দেখা,
জীবন জুড়ে মিলন আজি হোক্!

পাগল হ'য়ে বাতাস এল,
ছিন্ন মেঘে এলোমেলো
হচ্চে বরিষণ,
জানি না দিগ্‌দিগন্তরে
আকাশ ছেয়ে কিসের তরে
চল্‌ছে আয়োজন!
পথিক গেছে ঘরে ফিরে,
পাখীরা সব গেছে নীড়ে
তরণী সব বাঁধা ঘাটের কোলে,

উৎসর্গ

আজি পথের দুই কিনারে
জাগিছে গ্রাম রুদ্ধ দ্বারে
দিবস আজি নয়ন নাহি খোলে !
শান্ত হ'রে শান্ত হ'রে প্রাণ,
ক্ষান্ত করিস্ প্রগল্‌ভ এই গান,
স্তব্ধ করিস্ বুকের দোলাদুলি !
হঠাৎ যদি দুয়ার খুলে যায়,
হঠাৎ যদি হরষ লাগে গায়
তখন চেয়ে দেখিস্ আঁখি তুলি !

৩৭

আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে,
বাঁকা পথের ডাহিন পাশে, ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে।
কে জানে এই গ্রাম,
কে জানে এর নাম,
ক্ষেতের ধারে মাঠের পারে বনের ঘন ছায়ে।
শুধু আমার হৃদয় জানে সে ছিল এই গাঁয়ে।

বেণুশাখার আড়াল দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
কত সাঁঝের চাঁদ ওঠা সে দেখেছে এইখানে!
কত আষাঢ় মাসে
ভিজে মাটির বাসে
বাদ্‌লা হাওয়া বয়ে গেছে তাদের কাঁচা ধানে।
সে সব ঘনঘটার দিনে সে ছিল এইখানে।

এই দীঘি, ঐ আমের বাগান, ঐ যে শিবালয়,
এই আঙিনা ডাক্ নামে তার জানে পরিচয়।
এই পুকুরে তারি
সাঁতার-কাটা বারি;
ঘাটের পথ-রেখা তারি চরণ-লেখাময়।
এই গাঁয়ে সে ছিল কে সেই জানে পরিচয়!

উৎসর্গ

এই যাহারা কলস নিয়ে দাঁড়ায় ঘাটে আসি'
এরা সবাই দেখেছিল তারি মুখের হাসি।
কুশল পুছি তারে
দাঁড়াত তার দ্বারে
লাঙল কাঁধে চল্‌চে মাঠে ঐ যে প্রাচীন চাষী।
সে ছিল এই গাঁয়ে আমি যারে ভালবাসি।

পালের তরী কত যে যায় বহি' দখিন বায়ে,
দূরপ্রবাসের পথিক এসে বসে' বকুল ছায়ে ;
পারের যাত্রিদলে
খেয়ার ঘাটে চলে,
কেউ গো চেয়ে দেখে না ঐ ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে !
আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে !

৩৮

ওরে আমার কর্ম্মহারা ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া
ওরে আমার মনরে আমার মন,
জানিনে তুই কিসের লাগি কোন্ জগতে আছিস্ জাগি,
কোন্ সেকালের বিলুপ্ত ভুবন !
কোন্ পুরানো যুগের বাণী অর্থ যাহার নাহি জানি
তোমার মুখে উঠ্‌চে আজি ফুটে।
অনন্ত তোর প্রাচীন স্মৃতি কোন্ ভাষাতে গাঁথ্‌চে গীতি
শুনে চক্ষে অশ্রুধারা ছুটে।
আজি সকল আকাশ জুড়ে যাচ্চে তোমার পাখা উড়ে
তোমার সাথে চল্‌তে আমি নারি।
তুমি যাদের চিনি বলে' টান্‌চ বুকে নিচ্চ কোলে
আমি তাদের চিন্‌তে নাহি পারি।

আজ্‌কে নবীন চৈত্র মাসে পুরাতনের বাতাস আসে,
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।
মিথ্যা আজি কাজের কথা, আজ জেগেছে সে সব ব্যথা
এই জীবনে নাইক তাহার হেতু।
গভীর চিত্তে গোপন শালা সেথা ঘুমায় যে রাজবালা
জানিনে সে কোন্ জনমের পাওয়া !
দেখে নিলেম ক্ষণেক তা'রে, যেমনি আজি মনের দ্বারে
যবনিকা উড়িয়ে দিল হাওয়া।

উৎসর্গ

ফুলের গন্ধে চুপে চুপে আজি সোনার কাঠিরূপে
ভাঙাল তা'র চিরযুগের ঘুম।
দেখ্‌চে ল'য়ে মুকুর করে আঁকা তাহার ললাটপরে
কোন জনমের চন্দন-কুঙ্কুম!

আজকে হৃদয় যাহা কহে মিথ্যা নহে সত্য নহে,
কেবল তাহা অরূপ অপরূপ।
খুলে গেছে কেমন করে' আজি অসম্ভবের ঘরে
মর্চে-পড়া পুরানো কুলুপ।
সেথায় মায়াদ্বীপের মাঝে নিমন্ত্রণের বীণা বাজে,
ফেনিয়ে উঠে নীল সাগরের ঢেউ,
মর্ম্মরিত-তমাল-ছায়ে ভিজে-চিকুর শুকায় বায়ে
তাদের চেনে চেনে না বা কেউ।
শৈলতলে চরায় ধেনু রাখালশিশু বাজায় বেণু
চূড়ায় তা'রা সোনার মালা পরে।
সোনার তুলি দিয়া লিখা চৈত্র মাসের মরীচিকা
কাঁদায় হিয়া অপূর্ব্বধন-তরে।

গাছের পাতা যেমন কাঁপে দখিন বায়ে মধুর তাপে,
তেমনি মম কাঁপ্‌চে সারা প্রাণ;
কাঁপ্‌চে দেহে কাঁপ্‌চে মনে হাওয়ার সাথে আলোর সনে,
মর্ম্মরিয়া উঠ্‌চে কলতান।

কোন্ অতিথি এসেছে গো কারেও আমি চিনিনে গো,
মোর দ্বারে কে করচে আনাগোনা !
ছায়ায় আজি তরুর মূলে ঘাসের পরে নদীর কূলে
ওগো তোরা শোনা আমায় শোনা—
দূর আকাশের ঘুমপাড়ানি মৌমাছিদের মনহারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
জলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান !

শুনাস্‌নে গো ক্লান্ত বুকের বেদ্‌না যত সুখের দুখের
প্রেমের কথা, আশার নিরাশার !
শুনাও কেবল মন্দমন্দ অর্থবিহীন কথার ছন্দ
কেবল সুরের কঙ্কণ ঝঙ্কার !
ধারাযন্ত্রে সিনান করি' যত্নে তুমি এস পরি'
চাঁপাবরণ লঘুবসনখানি।
ভালে আঁক ফুলের রেখা চন্দনেরি পত্রলেখা,
কোলের 'পরে সেতার লহ টানি' !
দূর দিগন্তে মাঠের পারে সুনীল ছায়া গাছের সারে
নয়ন দুটি মগন করি চাও !
ভিন্নদেশী কবির গাঁথা অজানা কোন্ ভাষার গাথা
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া গাও !

৩৯

আমার খোলা জানালাতে
শব্দবিহীন চরণপাতে
　　কে এলে গো, কে গো তুমি এলে ?
একলা আমি বসে' আছি
অস্তলোকের কাছাকাছি
　　পশ্চিমেতে দুটি নয়ন মেলে।
অতি সুদূর দীর্ঘপথে
আকুল তব আঁচল হ'তে
　　আঁধারতলে গন্ধরেখা রাখি'
জোনাক-জ্বালা বনের শেষে
কখন্ এলে দুয়ারদেশে
　　শিথিল কেশে ললাটখানি ঢাকি' !

তোমার সাথে আমার পাশে
কত গ্রামের নিদ্রা আসে,
　　পান্থবিহীন পথের বিজনতা,

উৎসর্গ

ধূসর আলো কত মাঠের,
বধূশূন্য কত ঘাটের
আঁধার কোণে জলের কলকথা !
শৈলতটের পায়ের'পরে
তরঙ্গদল ঘুমিয়ে পড়ে
স্বপ্ন তারি আন্‌লে বহন করি',
কত বনের শাখে শাখে
পাখীর যে গান সুপ্ত থাকে
এনেছ তাই মৌন নূপুর ভরি'।

মোর ভালে ঐ কোমল হস্ত
এনে দেয় গো সূর্য্য-অস্ত,
এনে দেয় গো কাজের অবসান,
সত্যমিথ্যা ভালমন্দ
সকল সমাপনের ছন্দ,
সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান।
আঁচল তব উড়ে এসে
লাগে আমার বক্ষে কেশে,
দেহ যেন মিলায় শূন্যপরি,
চক্ষু তব মৃত্যুসম
স্তব্ধ আছে মুখে মম
কালো আলোয় সর্ব্বহৃদয় ভরি'

উৎসর্গ

যেমনি তব দখিনপাণি
তুলে নিল প্রদীপখানি
রেখে দিল আমার গৃহকোণে
গৃহ আমার একনিমেষে
ব্যাপ্ত হ'ল তারার দেশে
তিমিরতটে আলোর উপবনে।
আজি আমার ঘরের পাশে
গগনপারের কা'রা আসে
অঙ্গ তাদের নীলাম্বরে ঢাকি'!
আজি আমার দ্বারের কাছে
অনাদি রাত স্তব্ধ আছে
তোমার পানে মেলি' তাহার আঁখি

এই মুহূর্ত্তে আধেক ধরা
ল'য়ে তাহার আঁধার-ভরা
কত বিরাম, কত গভীর প্রীতি
আমার বাতায়নে এসে
দাঁড়াল আজ দিনের শেষে,
শোনায় তোমায় গুঞ্জরিত গীতি!
চক্ষে তব পলক নাহি,
ধ্রুবতারার দিকে চাহি
তাকিয়ে আছ নিরুদ্দেশের পানে।

উৎসর্গ

নীরব দুটি চরণ ফেলে
আঁধার হ'তে কে গো এলে
আমার ঘরে আমার গীতে গানে !

কত মাঠের শূন্যপথে,
কত পুরীর প্রান্ত হ'তে
কত সিন্ধুবালুর তীরে তীরে,
কত শান্ত নদীর পারে,
কত স্তব্ধ গ্রামের ধারে,
কত সুপ্ত গৃহদুয়ার ফিরে'
কত বনের বায়ুর পরে,
এলোচুলের আঘাত করে'
আসিলে আজ হঠাৎ অকারণে !
বহু দেশের বহু দূরের
বহু দিনের বহু সুরের
আনিলে গান আমার বাতায়নে !

৪০

আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে।
ভাবে মনে বৃথা এই আসা আর যাওয়া,
অর্থ কিছুই এর নাহি রে।
কেন আসি, কেন হাসি,
কেন আঁখিজলে ভাসি,
কার কথা বলে যাই,
কার গান গাহি রে।
অর্থ কিছুই তার নাহি রে।

'ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আয়,
মিছে কি করিস্ নাট-বেদীতে ?
বুঝিতে চাহিস্ যদি বাহিরেতে আয়
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে !
ওই দেখ নাটশালা
পরিয়াছে দীপমালা,
সকল রহস্য তুই
চাস্ যদি ভেদিতে
নিজে না ফিরিস্ নাট-বেদীতে !

নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি !
একের সহিত এ'কে
মিলাইয়া নিবি দেখে',
বুঝে নিবি,—বিধাতার
সাথে নাহি যুঝিবি,—
দেখিবি কেবল নাহি খুঁজিবি ।

৪১

চিরকাল এ কি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল !
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল !
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ !
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।
সমুখে যেমন পিছেও তেমন
মিছে করি মোরা গোল।
চিরকাল এ কি লীলা গো
অনন্ত কলরোল।

উৎসর্গ

ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও,
বাম হাত হ'তে ডানে।
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কি যে কর কেবা জানে !
কোথা বসে' আছ একেলা !
সব রবিশশী কুড়ায়ে লইয়া
তালে তালে কর এ খেলা !
খুলে দাও ক্ষণতরে,
ঢাকা দাও ক্ষণপরে,
মোরা কেঁদে ভাবি আমারি কি ধন
কে লইল বুঝি হরে'।
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান,
সে কথাটি কেবা জানে।
ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও,
বাম হাত হ'তে ডানে।

এইমত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা !
চির দিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা।

উৎসর্গ

আছে ত যেমন যা' ছিল,
হারায়নি কিছু ফুরায়নি কিছু
যে মরিল যেবা বাঁচিল !
বহি' সব সুখ দুখ
এ ভুবন হাসিমুখ,
তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক।
আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালবাসা।
এইমত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

———

৪২

সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো
সে কি তুমি, মোর সভাতে ?
হাতে ছিল তব বাঁশি,
অধরে অবাক্ হাসি,
সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল
মদ-বিহ্বল শোভাতে।
সে কি তুমি, ওগো, তুমি এসেছিলে
সেদিন নবীন প্রভাতে,—
নব-যৌবন-সভাতে ?

সেদিন আমার যত কাজ ছিল
সব কাজ তুমি ভুলালে।
খেলিলে সে কোন্ খেলা,
কোথা কেটে গেল বেলা,
ঢেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে আমার
রক্ত-কমল দুলালে।
পুলকিত মোর পরাণে তোমার
বিলোল নয়ন বুলালে,—
সব কাজ মোর ভুলালে।

তার পরে হায় জানিনে কখন্‌
ঘুম এল মোর নয়নে।
উঠিনু যখন জেগে,
ঢেকেছে গগন মেঘে,—
তরুতলে আছি একেলা পড়িয়া
দলিত পত্র-শয়নে।
তোমাতে আমাতে রত ছিনু যবে
কাননে কুসুম-চয়নে
ঘুম এল মোর নয়নে।

সেদিনের সভা ভেঙে গেছে সব
আজি ঝরঝর বাদরে।
পথে লোক নাহি আর,
রুদ্ধ করেছি দ্বার,
একা আছে প্রাণ ভূতলে শয়ান
আজিকার ভরা ভাদরে।
তুমি কি দুয়ারে আঘাত করিলে
তোমারে লব কি আদরে
আজি ঝরঝর বাদরে?

উৎসর্গ

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
তাপস মূরতি ধরিয়া।
স্তিমিত নয়নতারা
ঝলিছে অনলপারা,
সিক্ত তোমার জটাজূট হ'তে
সলিল পড়িছে ঝরিয়া।
বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার
আনিয়াছ সাথে করিয়া
তাপস-মূরতি ধরিয়া।

নমি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত,
এস মোর ভাঙা আলয়ে!
ললাটে তিলকরেখা
যেন সে বহ্নি-লেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড
বাজিছে লৌহ বলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেয়োনা, অতিথি,
সব ধন মোর না ল'য়ে!
এস এস ভাঙা আলয়ে।

৪৩

মন্ত্রে সে যে পূত
রাখীর রাঙা সূতো,
বাঁধন দিয়েছিনু হাতে,
আজ্ কি আছে সেটি হাতে ?
বিদায়-বেলা এল মেঘের মত ব্যেপে,
গ্রন্থি বেঁধে দিতে দু'হাত গেল কেঁপে,
সেদিন থেকে থেকে চক্ষুদুটি ছেপে
ভরে' যে এল জলধারা।
আজ্‌কে বসে' আছি পথের এক পাশে,
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে,
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে
ভ্রমর যেন পথহারা ;—
সেই যে বাম হাতে একটি সরু রাখী
আধেক রাঙা, সোনা আধা
আজো কি আছে সেটি বাঁধা ?

পথ যে কতখানি
কিছুই নাহি জানি,
মাঠের গেছে কোন্ শেষে,
চৈত্র ফসলের দেশে !

উৎসর্গ

যখন গেলে চলে' তোমার গ্রীবামূলে
দীর্ঘ বেণী তব এলিয়ে ছিল খুলে',
মাল্যখানি গাঁথা সাঁজের কোন্ ফুলে
লুটিয়ে পড়েছিল পায়ে।
একটুখানি তুমি দাঁড়িয়ে যদি যেতে!
নতুন ফুলে দেখ কানন ওঠে মেতে,
দিতেম ত্বরা করে' নবীন মালা গেঁথে
কনকচাঁপা-বনছায়ে।
মাঠের পথে যেতে তোমার মালাখানি
প'ল কি বেণী হ'তে খসে?
আজ্‌কে ভাবি তাই বসে'!

নূপুর ছিল ঘরে
গিয়েছ পায়ে পরে',
নিয়েছ হেথা হ'তে তাই,
অঙ্গে আর কিছু নাই।
আকুল কলতানে শতেক রসনায়
চরণ ঘেরি' তব কাঁদিছে করুণায়,
তাহারা হেথাকার বিরহবেদনায়
মুখর করে তব পথ।
জানি না কি এত যে তোমার ছিল ত্বরা,
কিছুতে হ'ল না যে মাথার ভূষা পরা,

উৎসর্গ

দিতেম খুঁজে এনে সিঁথিটি মনোহরা
রহিল মনে মনোরথ।
হেলায় বাঁধা সেই নূপুর দু'টি পায়ে
আছে কি পথে গেছে খুলে,
সে কথা ভাবি তরুমূলে।

অনেক গীত গান
করেছি অবসান
অনেক সকালে ও সাঁজে,
অনেক অবসরে কাজে।
তাহারি শেষ গান আধেক ল'য়ে কানে
দীর্ঘপথ দিয়ে গেছ সুদূর পানে,
আধেক জানা সুরে আধেক ভোলা তানে
গেয়েছ গুন্‌গুন্ স্বরে।
কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো,
সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো,
তুমিও গেলে চলে' সময় হ'ল তারো,
ফুট্‌ল তব পূজা-তরে!
মাঠের কোন্‌খানে হারাল শেষ সুর
যে গান দিয়ে গেলে শেষে,
ভাবি যে তাই অনিমেষে!

৪৪

পথের পথিক করেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো !
আলেয়া জ্বালালে প্রান্তরভালে
সেই আলো মোর সেই আলো !
ঘাটে বাঁধা ছিল খেয়া-তরি,
তাও কি ডুবালে ছল করি' ?
সাঁতারিয়া পার হ'ব বহি' ভার,
সেই ভালো মোর সেই ভালো !

ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো !
সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে
সেই আলো মোর সেই আলো !
সাথী যে আছিল নিলে কাড়ি',
কি ভয় লাগালে গেল ছাড়ি' !
একাকীর পথে চলিব জগতে
সেই ভালো মোর সেই ভালো !

উৎসর্গ

কোনো মান তুমি রাখনি আমার
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো !
হৃদয়ের তলে যে আগুন জ্বলে
সেই আলো মোর সেই আলো !
পাথেয় যে ক'টি ছিল কড়ি
পথে খসি কবে গেছে পড়ি',
শুধু নিজবল আছে সম্বল
সেই ভালো মোর সেই ভালো !

৪৫

আলো নাই, দিন শেষ হ'ল, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ!
ঘণ্টা বাজিল দূরে,
ও-পারের রাজপুরে,
এখনো যে পথে চলেছিস্ তুই
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

দেখ্ সবে ঘরে ফিরে এল, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ!
পূজা সারি দেবালয়ে
প্রসাদী কুসুম লয়ে',
এখন ঘুমের কর আয়োজন
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

রজনী আঁধার হ'য়ে আসে, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ!
ওই যে গ্রামের পরে
দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,

উৎসর্গ

দীপহীন পথে কি করিবি একা
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ !

এত বোঝা ল'য়ে কোথা যাস্, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ !
নামাবি এমন ঠাঁই
পাড়ায় কোথা কি নাই ?
কেহ কি শয়ন রাখে নাই পাতি'
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ !

পথের চিহ্ন দেখা নাহি যায়
পান্থ, বিদেশী পান্থ !
কোন্ প্রান্তরশেষে
কোন্ বহুদূর-দেশে,
কোথা তোর রাত হ'বে যে প্রভাত
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ !

———

৪৬

সাঙ্গ হয়েছে রণ।

অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া

শেষ হ'ল আয়োজন।

তুমি এস, এস নারী,

আন তব হেমঝারি!

ধুয়ে-মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,

জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন,

সুন্দর কর, সার্থক কর

পুঞ্জিত আয়োজন!

এস সুন্দরী নারী

শিরে লয়ে হেমঝারি!

হাটে আর নাহি কেহ।

শেষ করে' খেলা ছেড়ে এনু মেলা,

গ্রামে গড়িলাম গেহ।

তুমি এস, এস নারী,

আন গো তীর্থবারি!

স্নিগ্ধ-হসিত বদন-ইন্দু

সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদূর-বিন্দু,

উৎসর্গ

মঙ্গল কর, সার্থক কর
শূন্য এ মোর গেহ !
এস কল্যাণী নারী
বহিয়া তীর্থবারি !

বেলা কত যায় বেড়ে'।
কেহ নাহি চাহে খর-রবি-দাহে
পরবাসী পথিকেরে !
তুমি এস, এস নারী,
আন তব সুধাবারি !
বাজাও তোমার নিষ্কলঙ্ক
শত-চাঁদে-গড়া শোভন শঙ্খ,
বরণ করিয়া সার্থক কর'
পরবাসী পথিকেরে !
আনন্দময়ী নারী,
আন তব সুধাবারি !

স্রোতে যে ভাসিল ভেলা।
এবারের মত দিন হ'ল গত
এল বিদায়ের বেলা।
তুমি এস, এস নারী,
আন গো অশ্রুবারি !

উৎসর্গ

তোমার সজল কাতর দৃষ্টি
পথে করে' দিক করুণাবৃষ্টি,
ব্যাকুল বাহুর পরশে ধন্য
হোক্ বিদায়ের বেলা !
অয়ি বিষাদিনী নারা
আন গো অশ্রুবারি ।

আঁধার নিশীথরাতি ।
গৃহ নির্জ্জন শূন্য শয়ন
জ্বলিছে পূজার বাতি ।
তুমি এস, এস নারী,
আন তর্পণবারি !
অবারিত কার ব্যথিত বক্ষ
খোল হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
এলো-কেশপাশে শুভ্র-বসনে
জ্বালাও পূজার বাতি ।
এস তাপসিনী নারী,
আন তর্পণবারি !

৪৭

আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা,
দেবদারুর কুঞ্জে ধেনু চরায় রাখালেরা।
কোথা হ'তে চৈত্রমাসে হাঁসের শ্রেণী উড়ে আসে
অঘ্রাণেতে আকাশপথে যায় যে তারা কোথা
আমরা কিছুই জানিনেক সেই সুদূরের কথা।
আমরা জানি গ্রাম ক'খানি চিনি দশটি গিরি,
মা ধরণী রাখেন মোদের কোলের মধ্যে ঘিরি।

সে ছিল ঐ বনের ধারে ভুট্টাক্ষেতের পাশে
যেখানে ঐ ছায়ার তলে জলটি ঝরে আসে।
ঝর্‌ণা হ'তে আন্‌তে বারি জুট্‌ত হোথা অনেক নারী,
উঠ্‌ত কত হাসির ধ্বনি তারি ঘরের দ্বারে,
সকাল-সাঁঝে আনাগোনা তারি পথের ধারে।
মিশ্‌ত কুলুকুলুধ্বনি তারি দিনের কাজে,
ঐ রাগিণী পথ হারাত তারি ঘুমের মাঝে।

সন্ধেবেলায় সন্ন্যাসী এক বিপুল জটা শিরে
মেঘে-ঢাকা শিখর হ'তে নেমে এলেন ধীরে।
বিস্ময়েতে আমরা সবে শুধাই, "তুমি কেগো হবে?"
বস্‌ল যোগী নিরুত্তরে নির্ঝরিণীর কূলে
নীরবে সেই ঘরের পানে স্তব্ধ নয়ন তুলে।

উৎসর্গ

অজানা কোন অমঙ্গলে বক্ষ কাঁপে ডরে,
রাত্রি হ'ল, ফিরে এলেম যে যার আপন ঘরে।

পরদিনে প্রভাত হ'ল দেবদারুর বনে,
ঝরণাতলায় আনতে বারি জুট্‌ল নারীগণে।
দুয়ার খোলা দেখে আসি, নাই সে খুসি, নাই সে হাসি,
জলশূন্য কলসখানি গড়ায় গৃহতলে,
নিব-নিব প্রদীপটি সেই ঘরের কোণে জ্বলে।
কোথায় সে যে চলে' গেল রাত না পোহাতেই
শূন্য ঘরের দ্বারের কাছে সন্ন্যাসীও নেই।

চৈত্রমাসে রৌদ্র বাড়ে বরফ গলে' পড়ে,—
ঝরণাতলায় বসে' মোরা কাঁদি তাহার তরে।
আজিকে এই তুষার দিনে কোথায় ফেরে নিঝর বিনে,
শুষ্ককলস ভরে' নিতে কোথায় পাবে ধারা!
কে জানে সে নিরুদ্দেশে কোথায় হ'ল হারা!
কোথাও কিছু আছে কি গো—শুধাই যারে তারে,—
আমাদের এই আকাশ-ঢাকা দশপাহাড়ের পারে?

গ্রীষ্মরাতে বাতায়নে বাতাস হুহু করে,
বসে' আছি প্রদীপ-নেবা তাহার শূন্য ঘরে।

উৎসর্গ

শুনি বসে' দ্বারের কাছে   ঝর্‌ণা যেন তারেই যাচে
বলে, "ওগো আজ্‌কে তোমার নাই কি কোন তৃষা,
জলে তোমার নাই প্রয়োজন এমন গ্রীষ্মনিশা ?"
আমিও কেঁদে কেঁদে বলি—"হে অজ্ঞাতচারী,
তৃষ্ণা যদি হারাও তবু ভুলো না এই বারি !"

হেনকালে হঠাৎ যেন লাগ্‌লো চোখে ধাঁধা।
চারিদিকে চেয়ে দেখি নাই পাহাড়ের বাধা।
ঐ যে আসে, কারে দেখি ?   আমাদের যে ছিল, সে কি ?
ওগো তুমি কেমন আছ, আছ মনের সুখে ?
খোলা আকাশতলে হেথা ঘর কোথা কোন্ মুখে ?
নাইক পাহাড়, কোনোখানে ঝর্‌ণা নাহি ঝরে,
তৃষ্ণা পেলে কোথায় যাবে বারিপানের তরে ?

সে কহিল "যে ঝর্‌ণা সেথা মোদের দ্বারে,
নদী হ'য়ে সে-ই চলেচে হেথা উদার-ধারে।
সে আকাশ সেই পাহাড় ছেড়ে'   অসীম পানে গেছে বেড়ে'
সেই ধরারেই নাইক হেথা পাষাণ-বাঁধা বেঁধে'।"
"সবই আছে, আমরাত নেই" কইনু তারে কেঁদে।
সে কহিল করুণ হেসে "আছ হৃদয়মূলে।"
স্বপন ভেঙে চেয়ে দেখি আছি ঝর্‌ণাকূলে।

৪৮

অত　　চুপি চুপি কেন কথা কও
　ওগো　　মরণ, হে মোর মরণ !
অতি　　ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
　ওগো　　এ কি প্রণয়েরি ধরণ ?
যবে　　সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
　পড়ে　　ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া,
যবে　　ফিরে আসে গোঠে গাভীদল
　সারা　　দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,
তুমি　　পাশে আসি বস অচপল
　ওগো　　অতি মৃদুগতি-চরণ !
আমি　　বুঝি না যে কি যে কথা কও,
　ওগো　　মরণ, হে মোর মরণ !

হায়　　এমনি করে কি, ওগো চোর,
　ওগো　　মরণ, হে মোর মরণ !
চোখে　　বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
　করি　　হৃদিতলে অবতরণ !

উৎসর্গ

তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষশোণিতে ?
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণি-রণরণিতে ?
শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ ?
আমি বুঝি না যে কেন আস-যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !

কহ মিলনের এ কি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
তা'র সমারোহভার কিছু নেই
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হ'বে না ?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ ব'বে না ?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরণ ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ!
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি' জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্ববম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

শুনি শ্মশানবাসীর কল কল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল,
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থর থর,
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।

উৎসর্গ

তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
ক্ষ্যাপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

তুমি চুরি করি কেন এস চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
শুধু নীরবে কখন্ নিশি ভোর,
শুধু অশ্রু-নিঝর-ঝরণ!
তুমি উৎসব কর সারারাত
তব বিজয়-শঙ্খ বাজায়ে!
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি' হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে!
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত
আমি নিজে লব তব শরণ,
যদি গৌরবে মোরে ল'য়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ!

যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধজাগরূক নয়নে,—
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !

আমি যাব, যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ !
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তা'র উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !

৪৯

সে ত সেদিনের কথা বাক্যহীন যবে
এসেছিনু প্রবাসীর মত এই ভবে
বিনা কোনো পরিচয়, রিক্ত শূন্য হাতে,
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল ল'য়ে সাথে !
আজ সেথা কি করিয়া মানুষের প্রীতি
কণ্ঠ হ'তে টানি লয় যত মোর গীতি !
এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্প স্থান
নিয়েছ, ভুবননাথ ! সমস্ত এ প্রাণ
সংসারে করেছ পূর্ণ ! পাদপ্রান্তে তব
প্রত্যহ যে ছন্দে বাঁধা গীত নব নব
দিতেছি অঞ্জলি, তাও তব পূজা-শেষে
ল'বে সবে তোমা সাথে মোরে ভালবেসে
এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে ;
যে প্রবাসে রাখ সেথা প্রেমে রাখ বেঁধে।

নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হ'ব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে ; প্রেম-আকর্ষণে

উৎসর্গ

যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হ'য়ে নব নব রসে
বাহিরে আসিবে ছুটি,—অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে',
নব নব বিকাশের বর্ণ যাবে এঁকে।
কে চাহে সঙ্কীর্ণ অন্ধ অমরতা-কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে ? নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।